নিরালা

(তিন অঙ্ক নাটক)

কৃষ্ণদাস বিরচিত

প্রাপ্তিস্থান—
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
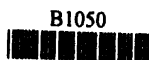
পরিচয়

"নিরালা" নাটক মৎপ্রণীত "হোটেল" এবং "কিন্তু" নাটকদ্বয়ের পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। "হোটেল" নাটকের দুই বৎসর পরে "কিন্তু" এবং "কিন্তু" নাটকের অব্যবহিত পরেই "নিরালা" নাটকের সময় সংস্থাপন করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা

"হোটেল"

পরেশ হোটেলের ম্যানেজার ছিল। তাহার স্বভাব ছিল অতিশয় অলস এবং নির্জীব। তাহার স্ত্রী চপলা বহুদিন পূর্ব্বে তাহাদের একমাত্র নবজাত কন্যা পারুলকে লইয়া মহেন্দ্র নামক জনৈক প্রেমিকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। পরেশ এতদিন ধরিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি গোয়েন্দা রাখিয়া তাহার স্ত্রীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া ক্রোধে নিস্ফল আস্ফালন করিতেছিল। পারুল মহেন্দ্রকেই পিতা বলিয়া জানিত। মহেন্দ্রের ঔরসে চপলার একটি কন্যা জন্মে, তাহার নাম যূথিকা। পশ্চিমে ব্যবসা করিয়া মহেন্দ্র অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে। একদিন চপলা এবং চপলার দুই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া মহেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া পরেশের হোটেলেই উপস্থিত হয়। চপলা অসুস্থ থাকায় পরেশের সঙ্গে তাহার চাক্ষুস দেখা হয় না। মহেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় না থাকায়, পরেশ সাধারণ ভাবেই মহেন্দ্র এবং মেয়ে দুইটির সঙ্গে মেলামেশা করে

এবং অজ্ঞাত কারণে পারুলের প্রতি বাৎসল্য ভাবে অতিশয় আকৃষ্ট হয়। এদিকে বিজয় নামে এক যুবক ডাক্তার এবং নবীন নামে জনৈক নিঃস্ব সাহিত্যিক যথাক্রমে পারুল এবং যূথিকার প্রতি প্রণয়াশক্ত হয়। হোটেলে পরাশর নামে জনৈক দার্শনিক প্রফেসর থাকিত। দুই এক দিনের মধ্যেই সে মহেন্দ্র ইত্যাদির প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে এবং পরেশের সঙ্গে চপলার দেখা হইলে যে দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। বিজয় এবং নবীন তাহার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াও বিবাহ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। ঘটনাচক্রে পরেশের সঙ্গে চপলার দেখা হয় এবং সে জানিতে পারে যে পারুল তাহারই কন্যা। কিন্তু পরাশরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কন্যার ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় পরেশ প্রতিশোধ লইতে এবং সন্তানের কাছে আত্মপ্রকাশ করিতে নিরস্ত হয়। বিজয় এবং নবীনের সঙ্গে যথাক্রমে পারুল এবং যূথিকার বিবাহ হইয়া যায় কিন্তু পারুল এবং যূথিকার কাছে পরেশ এবং চপলার প্রকৃত পরিচয় অপ্রকাশ থাকে।

"কিন্তু"

চপলার নিকট হইতে পারুলকে যথাসম্ভব শীঘ্র ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষায় পরেশের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন অতিশয় কর্ম্মোৎসাহী পুরুষ। দুই বৎসরের মধ্যেই তাহার অবস্থারও আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন সে একটি সুবৃহৎ হোটেলের মালিক। কিন্তু বহুপূর্ব্বে সে যেই গোয়েন্দাকে চপলার খোঁজ করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিল সে সহসা পরেশের ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইল। এতদিনে সে মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। মহেন্দ্র এবং পরেশ উভয়েই ধনবান্।

স্ব স্ব সন্তানের মঙ্গল কামনায় উভয়েই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা গোপন করিতে বদ্ধ-পরিকর। সুতরাং প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া এই গোয়েন্দা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিবার স্বপ্ন দেখিল। পরেশ তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইল কিন্তু পরাশর তাহাকে নিরস্ত করিল। পরাশর গোয়েন্দাকে এমন ভয় দেখাইল যে সে অগত্যা পরেশকে ছাড়িয়া মহেন্দ্রের কাছেই প্রচুর অর্থ দাবী করিল। চপলা পারুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অতিশয় উত্তেজিত হইল। প্রথমতঃ পারুল স্বভাবতঃই এত সনাতন পন্থী যে চপলার ভয় হইল যে তাহার ইতিহাস জানিতে পারিলে পারুল তাহাকে কখনও ক্ষমা করিবে না। দ্বিতীয়তঃ পারুলের সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছে। এই অবস্থায় কোনও উত্তেজনা তাহার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিতে পারে। কিন্তু প্রধান কারণ এই যে চপলার বিশ্বাস বিজয় তাহার ইতিহাস অবগত নহে। সুতরাং সকল বৃত্তান্ত বিজয়ের কাছে প্রকাশ হইলে সে পারুলকে পরিত্যাগ করিতে পারে এই ভয়ে সে গোয়েন্দাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিল। বিজয় জানিল কে হত্যা করিয়াছে। চপলা জানিল হত্যা করার কোন প্রয়োজন ছিল না কারণ বিজয় সকল কথাই জানিত। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে চপলা যখন জানিল তখন গোয়েন্দার দেহে প্রাণ আর নাই।

কৃষ্ণদাস।

চরিত্র।

পরেশ	একটি বড় হোটেলের মালিক।
পরাশর	কলেজের প্রফেসর। হোটেলে থাকে।
চপলা	পরেশের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু বহুদিন হইল শিশুকন্যা পারুলকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র নামক এক ব্যক্তির উপপত্নী হইয়াছে।
মহেন্দ্র	ধনী ব্যবসায়ী। চপলার উপপতি।
পারুল	পরেশ এবং চপলার কন্যা। কিন্তু সে মহেন্দ্রকেই পিতা বলিয়া জানে।
যূথিকা	মহেন্দ্র এবং চপলার কন্যা।
বিজয়	যুবক ডাক্তার। সকল বৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াই পারুলকে বিবাহ করিয়াছে।
নবীন	নিঃস্ব সাহিত্যিক। সকল বৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াই যূথিকাকে বিবাহ করিয়াছে।
অপূর্ব্ব	জনৈক ধনী যুবক। যূথিকার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।
নরেন	হোটেলের কেরাণী। যুবক।
তিমির	মৃতদার মধ্যবয়স্ক লোক। হোটেলে থাকে।
ঝড়ু	হোটেলের ভৃত্য।
রাজাবাহাদুর	জনৈক জমিদার। হোটেলে থাকে।

হোটেলের দালাল, জনৈক যুবক, এক যুবতী, রেবা, মায়া,

অখিল, রতীন, দারোগা, মহেন্দ্রের ভৃত্য

ইত্যাদি।

দৃশ্যসূচী।

প্রথম অঙ্ক।

দৃশ্য—মহেন্দ্রের বসিবার ঘর। সময়—সন্ধ্যা

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

পরেশের হোটেলের অফিস ঘর। দুইদিন পরে সকাল বেলা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হোটেলে একটি বসিবার ঘরের কিয়দংশ। সেইদিন রাত্রিবেলা

তৃতীয় দৃশ্য

পরেশের হোটেলের অফিস ঘর। পরদিন প্রাতে।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—পরেশের হোটেলের রেষ্টুরেণ্ট।

যবনিকা।

প্রথম অঙ্ক।

স্থান—মহেন্দ্রের বাড়ির বসিবার ঘর। আধুনিক ভাবে সাজানো, ছোট বড় সোফা ইত্যাদি আছে। দরজা জানলায় পর্দা ঝুলানো আছে। এক পার্শ্বের দরজায় পর্দা এত বড় যে একটি লোক তাহার পশ্চাতে অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে।

সময়—সন্ধ্যা।

পরাশর চিন্তিত ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। হুজুর, আপনি কি এখানে খাবেন?

পরাশর। না, আমরা এখানে খাব না, আমিও নয়, পরেশ বাবুও নয়। আমরা হোটেলেই খাব এবং সেইখানেই থাকব।

ভৃত্য। বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

পরাশর। তোদের জামাইবাবু কোথায় রে?

ভৃত্য। হুজুর, ছোট জামাইবাবু একটু (ইতস্ততঃ করিয়া) ইয়ে মানে জল খাচ্ছেন।

পরাশর। (সন্দেহের সহিত) কোথায় সে?

ভৃত্য। শোবার ঘরে হুজুর।

পরাশর। বড় জামাইবাবু কোথায়?

ভৃত্য। উনি নীচেই আছেন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

প্রস্থান।

উত্তেজিত ভাবে বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। মাষ্টার মশাই, আমি ঠিক করেছি আজই পারুলকে নিয়ে এই

বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। অন্য সব কিছু সহ্য করতে পারি কিন্তু খুনকে প্রশ্রয় দিতে আমি অক্ষম।

পরাশর। (মৃদু হাসিয়া) তুমি খুন দেখলে কোথায়? অবিনাশ গোয়েন্দা মরেছে হাটফেল ক'রে। তুমি তাকে চিকিৎসা করেছ এবং নিজেই তাই লিখে দিয়েছ।

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) আপনি বেশ জানেন আমি কেন সার্টিফিকেট্ দিয়েছিলাম। তাকে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে তাও আপনি জানেন এবং আপনি জানেন কে খুন করেছে।

পরাশর। আমি জানি, তুমি সার্টিফিকেট্ দিয়েছিলে এই ভেবে যে খুন ব'লে প্রমাণ হ'লে তার একটা তদন্ত হ'ত। তদন্ত হ'লেই প্রকাশ হ'য়ে যেত যে তোমার শ্বাশুরি মহেন্দ্রের বিবাহিত স্ত্রী নয়, সে তার উপপত্নী, প্রমাণ হ'য়ে যেত যে তোমার স্ত্রী পারুল যাকে পিতা ব'লে জানে সেই মহেন্দ্র তার পিতা নয়, তার পিতা আমাদের পরেশ। ভাল কথা, পরেশ কোথায়?

বিজয়। উনি বাগানে বসে আছেন। কি যেন ভাবছেন।

পরাশর। পরেশের ভাবনার অন্ত নেই বিজয়। যৌবনে যেই স্ত্রী বেরিয়ে গিয়েছিল পনেরো বৎসর পর তাকে সে দেখল মহেন্দ্রের উপপত্নী রূপে। এতে তার রাগ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে সে তাকে ক্ষমা করল। মায়ের কলঙ্কের কথা জেনেও তুমি পারুলকে বিবাহ ক'রলে। সবই ঠিক হ'ল। কিন্তু সন্তানের স্নেহের দাবী সে অবশ্যই করতে পারে এই ভেবে আমি চেষ্টা করেছিলাম তার মেয়ে অর্থাৎ তোমার স্ত্রীকে আস্তে আস্তে সব কথা খুলে বলতে। অনেক দূর এগিয়েছিলাম কিন্তু অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভাব হ'ল অবিনাশ গোয়েন্দার। টাকার লোভে সে চাইল তোমার শ্বাশুরির কলঙ্কের

কথা সব প্রকাশ করে দিতে। যদি সে পারত তাহ'লে একসঙ্গে এতগুলো লোকের সুখ শান্তি চিরকালের মত নষ্ট হ'য়ে যেত, সুতরাং সে সমাজের শত্রু। তাকে বধ করা উচিতই হয়েছে।

বিজয়। আপনি কি খুন করাকে প্রশ্রয় দিতে বলছেন?

পরাশর। আমি প্রশ্রয় দিতে বলি না বিজয়, কিন্তু যাকে খুন করা প্রয়োজন, সমাজের পক্ষে প্রয়োজন, দশ জনের সুখ শান্তির জন্য প্রয়োজন, তাকে আমি খুন করতে বলি। এমন অনেক লোক বেঁচে রয়েছে যাদের বেঁচে থাকা উচিত নয়। তারা যত বেশী বাঁচবে তত বেশী অনিষ্ট করবে সুতরাং তাদের মারলে কোনও নৈতিক ত্রুটি হয় না, আইনের কথা আলাদা। তোমাদের আইনের কৃপায় এমন অনেক লোকের ফাঁসি হয়েছে যাদের আমরা নিত্য প্রণাম করি। তুমি ভুলে যেও না যে যীশুখৃষ্টকেও তোমাদের আইনের বিচারে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তেমনি এমন অনেক লোক আছে যাদের ফাঁসি হওয়া উচিত কিন্তু তোমাদের আইনের বিচারে তা হয় না। অবিনাশ ছিল তাদেরই একজন। তুচ্ছ দুটো টাকার লোভে সে এসেছিল একটা সংসারকে নষ্ট ক'রে দিতে। যদি সে তার ইচ্ছামত সব কিছু করতে পারত তাহ'লে পারুল এমন উত্তেজিত হ'ত যে তার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় তাকে বাঁচানো শক্ত হত। সুতরাং এই বিপদ থেকে তোমার স্ত্রী পারুলকে উদ্ধার করবার জন্য তুমি লিখে দিয়েছ যে অবিনাশ মরেছে হার্টফেল করে, যদিও তুমি জানতে যে তাকে খুন করা হয়েছিল। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে পারুলকে রক্ষা করবার জন্যই তার মা অবিনাশকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। তোমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক।

বিজয়। আমি তো খুন করতে চাই নি।

পরাশর। কিন্তু তুমি চাইতে যদি চপলা দেবীর মত মানসিক অবস্থা তোমার

হ'ত। ভেবে দেখ, উনি জানতেন না যে তুমি ওর ইতিহাস জান। উনি ভাবতে পারেন নি যে সব জেনে শুনেও পারুলকে ধর্ম্ম পত্নী ব'লে গ্রহণ করার মত উদারতা তোমার আছে। সুতরাং উনি ভেবেছিলেন যে তুমি সব কথা জানতে পেরে পারুলকে তার মার কলঙ্কের জন্য পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবে, চিরদিনের জন্য তার জীবন বিধ্বস্ত হ'য়ে যাবে। তার সন্তানের এই সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ—অবিনাশ গোয়েন্দা। সুতরাং সে তাকে খুন করেছে। (হাসিয়া) এই অবস্থায় তুমি কি করতে? (বিজয় কোনও উত্তর দিতে পারল না।) আমি জানি তুমিও খুন করতে।

বিজয় চমকাইল।

বিজয়। আপনি কি তাতে খুশি হ'তেন?

পরাশর। (একবার পায়চারী করিয়া) হ্যাঁ বিজয়, আমি খুশি হতেম। আমি তীব্রভাবে খুশি হতেম এই ভেবে যে সেই চরম মুহূর্ত্তে তুমি জীবনকে আকণ্ঠ পান ক'রে তৃপ্ত হয়েছ।

বিজয়। কিন্তু যখন ফাঁসি হ'ত?

পরাশর। তখন দুঃখে আমার বুক ভেঙ্গে যেত এই ভেবে যে তার প্রতিকার করতে আমি অক্ষম। চপলা দেবীকে বাঁচাতেও আমরা অক্ষম হ'তে পারি। কিন্তু বিজয়, এই অক্ষমতা আমাদের কলঙ্ক।

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) এর জন্য দায়ী উনি নিজে। ওঁর নিজের চরিত্রে কলঙ্ক না থাকলে গোয়েন্দাও আসত না এবং তাকে হত্যা করাও প্রয়োজন হ'ত না।

পরাশর। বিজয়, আমি ভুলে যেতে চাই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার, ভুলে যেতে চাই ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্যের বিচার, শুধু মনে রাখতে চাই যে সন্তানের

জন্য তার হৃদয়ে এত অনুরাগ সঞ্চিত ছিল যে তার বুকের সমস্ত রক্ত অজস্রধারায় ক্ষীর হ'য়ে ঝরে ঝরে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছে। স্নেহের এই প্রাচুর্য্যকে দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছি।

বিজয়। আপনি এখন কি করতে চান?

পরাশর। করতে চাই অনেক কিছু কিন্তু আমি দুর্ব্বল, তাই শুধু নীরবে অভিযোগ জানাচ্ছি। যাক্ পারুলের শরীরের অবস্থা কেমন? তাকে আস্তে আস্তে সব কথা বলতে পারবে কি?

বিজয়। আমি বলতে চাই না কিন্তু আর গোপন করা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। পারুলের মার যা মানসিক অবস্থা তাতে আমার ভয় হয় উনি (ইতস্ততঃ করিয়া) পাগল হ'য়ে যাবেন।

পরাশর। (অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া) উনি এখন কেমন আছেন?

বিজয়। আমি অষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ আর কতক্ষণ। হয় তো আধ ঘণ্টার মধ্যেই জেগে উঠবেন।

পরাশর। পারুল কি করছে?

বিজয়। সে কিছুই বুঝতে না পেরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছে। আমি আর পারছি না তাকে বুঝিয়ে রাখতে।

পরাশর। আর একটু চেষ্টা কর। আমি দেখছি পরেশ কি করছে। তুমি বরং তোমার শ্বাশুরিকে একবার দেখে এস।

উভয়ের প্রস্থান।

বিমর্ষভাবে মহেন্দ্রের প্রবেশ। মহেন্দ্র একটি চেয়ারে গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ব্যস্তভাবে যূথিকার প্রবেশ।

যূথিকা। বাবা, তোমরা কি এই ঘরটাকে ছাড়বে না? আমি তোমাকে বলেছি কতবার যে আমাদের এখানে একটা পার্টি আছে।

মহেন্দ্র। (বিরক্ত হইয়া) যূথি, তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? এই কিছুক্ষণ আগে এই ঘরে একটা লোক মরে গেল আর তুমি চাইছ এখানে পার্টি করতে? তোমার দেহে কি হৃদয় ব'লে কোনও পদার্থ নেই?

যূথিকা। (অপ্রস্তুত হইয়া) কিন্তু আমি যে অনেক লোক জনকে নেমন্তন্ন করেছি। কেউ কেউতো এসেও পড়েছে।

মহেন্দ্র। তাদের বলে দাও ফিরে চলে যেতে।

যূথিকা। পার্টি না হয় নাই হ'ল। কিন্তু একটু বসতে তো দিতে হবে। আমার ঘরে আর জায়গা হচ্ছে না।

মহেন্দ্র। বেশ আমি না হয় অন্যত্র যাচ্ছি, কিন্তু বাড়িতে আরও দুজন ভদ্রলোক রয়েছে। (ব্যঙ্গ করিয়া) তুমি বোধ করি লক্ষ্য করেছ যে পরাশর বাবু এবং পরেশ বাবু আজ কলকাতা থেকে এসেছে। তারা বসবে কোথায়?

যূথিকা। আমি বুঝতে পারছি না পরাশর বাবু এত ঘন ঘন এখানে কেন আসছেন। এই তো সেদিন গেলেন। পরেশবাবুই বা হঠাৎ আমাদের এখানে কেন? পরেশবাবু আমাদের কে?

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) য়্যাঁ? সে কেউ নয়। (ইতস্ততঃ করিয়া) সে আমারও কেউ নয়, তোমারও কেউ নয়।

যূথিকা। তাহ'লে সে আমাদের এখানে কেন?

মহেন্দ্র। মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে এসেছে। আমার মনে হয় বেড়াতে এসেছে।

যূথিকা। ওকে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

মহেন্দ্র। (ভয়ের সহিত) কেন?

যূথিকা। কেন তা জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়........

মহেন্দ্র। কি তোমার মনে হয়, যূথি ?

যূথিকা। আমার মনে হয় সে আমাকে—একটা—যা তা ভেবে ঘৃণা করে।

মহেন্দ্র। (আশ্বস্ত হইয়া) তোমার যা ব্যবহার তাতে ঘৃণা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

যূথিকা। তোমরা শুধু আমার ব্যবহারটাই দেখলে কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করলে না আমি কেন এমন করি।

মহেন্দ্র। (সন্দেহের সহিত) এতে বুঝবার কি আছে ?

যূথিকা। হয় তো আছে। আমার মনে হয়······

মহেন্দ্র। (চটিয়া) তোমার অনেক কিছু মনে হচ্চে আজ।

যূথিকা। (হাসিয়া) যাক্, যেই লোকটা মারা গেল সেও নাকি কলকাতা থেকে এসেছিল ?

মহেন্দ্র। তা হয়তো এসে থাকবে। কিন্তু তোমার তাতে ক্ষতি কি হয়েছে ?

যূথিকা। ক্ষতি কিছুই হয় নি। কিন্তু হঠাৎ বিনা কারণে এতগুলো লোক এই বাড়িতে কেন? কেউ কেউ তো বলছে এর মধ্যে একটা রহস্য আছে।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) রহস্য! কি রহস্য? কে বলেছে এতে রহস্য আছে ?

যূথিকা। আমার একজন বন্ধু বলেছে—যেই লোকটা মরেছে সে নাকি একটা গোয়েন্দা ছিল।

মহেন্দ্র। কে বলেছে তাকে ?

যূথিকা। কি জানি। হয়তো কোনও চাকর বাকর বলে থাকবে। সে নাকি কালও একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল ?

মহেন্দ্র। তুমি আর কি শুনেছ ?

যূথিকা। লোকেরা নানা রকম বলছে। কিন্তু একটা কিছু হয়েছে ব'লে সবাই সন্দেহ করছে।

মহেন্দ্র। (অতিশয় ভীত হইয়া) কি বলছে তারা ?

যূথিকা। আমি তোমাকে বলবনা। দিদির শরীর ভাল নেই। এই অবস্থায় কথাগুলো তার কাণে গেলে—

সে ইতস্তত: করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র। (অতিশয় উত্তেজিত হইয়া) পারুলের সঙ্গে কি সম্পর্ক ?

যূথিকা। (হঠাৎ) এই লোকটা কি কাল বিজয়দার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ?

মহেন্দ্র। (কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া নির্ব্বাক রহিল।) হ্যাঁ, দেখা করতে চেয়েছিল।

যূথিকা। এটা কি সত্যি যে বিজয়দা একটা ইন্‌জেকসন্ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা মরে গিয়েছে ?

মহেন্দ্র। যূথিকা! তুমি কি বলতে চাও যে বিজয় তাকে ইচ্ছে করে মেরেছে ?

যূথিকা। (কষ্টে হাসিয়া) না, আমি কিছু বলছি না। সবাই যা বলছে তাই তোমাকে বল্লাম্। পরাশর বাবু এবং পরেশ বাবু দুজনেই বিজয়দার বিশেষ বন্ধু। তাঁরাই বা বিনা কারণে গোয়েন্দাটার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে এতদূর আসবেন কেন ?

মহেন্দ্র কপালের ঘাম মুছিল

হঠাৎ একটা লোক মরলে নানা লোক নানা কথা বলবেই। কিন্তু আমার মনে হয় অপর কোনও ডাক্তার দিয়ে লোকটাকে পরীক্ষা করানো

উচিত ছিল। (একটু চিন্তা করিয়া) ভেবে এখন আর লাভ নেই কারণ এতক্ষণে মড়া পোড়া শেষ হ'য়ে এল। যাক্, দিদির কাণে এসব কথা যাতে না যায় তারই চেষ্টা করা উচিত।

প্রস্থান।

মহেন্দ্র। (স্বগতঃ) বিজয়! তুমি সবই জানতে। পারুলকে বাঁচাবার জন্য অবিনাশকে খুন করা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। পরেশ! তুমিও পারুলকে বাঁচাবার জন্য ওকে একবার খুন করতে চেয়েছিলে। চপলা! তুমি নিজের মুখেই আমাকে বলেছিলে যে ওর মুখ তুমি বন্ধ করবে, তোমাদের তিন জনের পক্ষেই খুন করা স্বাভাবিক। (উত্তেজিত ভাবে) আঃ সবাই শুধু পারুলকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এসেছে খুন করতে কিন্তু আমার সন্তান আবর্জ্জনার মত জলে ভেসে যাচ্ছে। কেন? সেকি মানুষ নয়? ভগবান্! তুমি তো সকলের মত তাকেও সৃষ্টি করেছিলে নিজের হাতে।

নেপথ্যে মাতাল নবীনের বিকট হাস্য। মহেন্দ্র চমকাইয়া উৎকর্ণ হইল। নবীন হাসিতে হাসিতে সেই দিকে আসিতে লাগিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি পাশের দরজার পর্দ্দার আড়ালে লুকাইল। শুধু তাহার মাথা দেখা যাইতে লাগিল। টলিতে টলিতে নবীনের প্রবেশ। সে তখনও হাসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পরাশরের প্রবেশ।

নবীন। মাষ্টার মশাই, আমি সব বুঝতে পেরেছি, হো-হো-হো-হো।

পরাশর। নবীন, তুমি কি একেবারেই জাহান্নমে গেলে? বাড়িতে একটা লোক মরে গেল আর তুমি এখনও মাৎলামো করছ? ছি-ছি, তোমার শ্বশুর শ্বাশুরি কি ভাবছেন? তোমার স্ত্রী কি ভাবছে? তোমার একটু লজ্জা থাকা উচিত।

নবীন। আমার স্ত্রীর কথা ছেড়ে দিন। বড় লোকের মেয়ে সে আজ উড়তে শিখেছে। ঘরে ঘরে লোক মরছে কিন্তু উনি নাচ গানের পার্টি দিচ্ছেন। সেও মরবে মাষ্টার মশাই, সেও নিশ্চয় মরবে। মোটে তো একটা মরেছে। আমরা সবাই ম'রে ছাই হ'য়ে যাব। জমিতে বিষ বুনেছি দুহাতে। ফসল খেতে হবে তো—হা-হা-হা। যাই, আমি ততক্ষণ একটু নেচে নিই গে, হা-হা-হা-হা।

টলিতে টলিতে প্রস্থান। পরাশর বিরক্ত হইল। বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। উনি ঘুমুচ্ছেন।

পরাশর। পরেশ কোথায় ?

পরেশের প্রবেশ। তাহার চুল অবিন্যস্ত। চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে অতিশয় উত্তেজিত।

এই যে পরেশ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

বিজয় পরেশের পদধুলি লইল।

পরেশ। তুমি দীর্ঘায়ু হও বাবা। আমি বুঝতে পারিনি যে তুমি সব জেনে শুনেও আমার মেয়েকে বিবাহ করেছিলে। তুমি অত্যন্ত উদার, তুমি মহৎ। কিন্তু আগে কেন বলনি বিজয় ? আমরা যদি আগে জানতাম তাহ'লে—তাহ'লে—চপলার আজ এই বিপদ হ'ত না। (চতুর্দ্দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া) মাষ্টারমশাই, চপলাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। যেমন করেই হোক্ তাকে বাঁচাতেই হবে।

পরাশর। পুলিশের ভয় কেন করছ ? অবিনাশ তো মরেছে হার্ট ফেল ক'রে।

পরেশ। কিন্তু চপলা যে বলেছিল—(ভয়ে ভয়ে চতুর্দ্দিকে তাকাইল।)

পরাশর। সেই কথা তুমিও বলেছিলে, আমিও বলেছিলাম, বিজয়ও

বলতে পারত। আমরা যে কেউ তাকে খুন করতে পারতাম। অবিনাশ তো বলেছিল যে আমিই তার চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া চপলা দেবী বিষ পাবেন কোত্থেকে? সব চাইতে সহজে বিষ পেতে পারত আমাদের বিজয়, কারণ সে ডাক্তার।

পর্দ্দার-অন্তরালে একটা কিছু পড়িয়া যাইবার শব্দ হইল। সকলে চমকাইল। মহেন্দ্র পর্দ্দার অন্তরাল হইতে পলায়ন করিয়াছে। পরাশর পর্দা সরাইয়া দেখিল সেখানে কেহ নাই। পরাশর চিন্তিত।

আমার মনে হচ্চে ওখানে কেউ ছিল। পরেশ তুমি বুঝতে পারছ এই সব কথা আলোচনা ক'রে তুমি বিপদ ডেকে আনছ? আমার মনে হয় আমাদের আজই কলকাতা চলে যাওয়া উচিত। তুমি কি পারুলকে নিয়ে যেতে চাও?

পরেশ। না, না, না, সে চপলার কাজেই থাক। সে চপলারই থাক চিরকাল। (আবেগের সহিত) আমি তাকে ভুলে যাব, আমি স্থির করেছি তাকে ভুলে যাব। তুমি আমাকে কলকাতা নিয়ে চল।

পরাশর। (অবাক্ হইয়া) তুমি তাহ'লে পারুলকে বলবে না যে সে তোমার মেয়ে?

পরেশ। (কাঁদিয়া) না আমি বলব না, আমি বলতে পারব না। আ-আমি তাকে চাই না।

পরাশর। (মৃদু হাসিয়া) বিজয়, এযে আবার নতুন এক সমস্যা এল। তুমি কি করবে?

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) উনি নিজেই যদি অস্বীকার করেন তাহ'লে পারুলকে বলার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু নবীন আর যূথিকার মধ্যে যা গোলমাল চলছে তাতে আমার মনে হয় নবীনই সব কথা প্রকাশ ক'রে দেবে।

পরেশ। সে কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আমি অস্বীকার করব যে চপলা কখনও আমার স্ত্রী ছিল। আমি বলব পারুল আমার কেউ নয়, সে আমার মেয়ে নয়। আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে নবীন মিছে কথা বলছে। আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে চপলার পক্ষে অবিনাশকে খুন করার কোনও হেতু থাকতে পারে না।

পরাশর। (অবাক্ হইয়া) তুমি অস্বীকার করবে যে চপলা কোনও দিন তোমার স্ত্রী ছিল?

পরেশ। হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করব।

পরাশর। তুমি বুঝতে পারছ যে তাহ'লে চিরকালের মত তুমি পারুলকে হারাবে?

পরেশ। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি।

পরাশর। ভাল ক'রে ভেবে দেখ পরেশ, চিরকালের মত তোমার মেয়েকে হারাবে জেনেও তুমি অস্বীকার করবে?

পরেশ। (বিরক্ত হইয়া) হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করব? তুমি আমাকে আর বিরক্ত ক'রো না। আমাকে কলকাতা নিয়ে চল।

পরাশর। এযে সপ্তমীতে বিসর্জ্জন।

পরেশ। হ্যাঁ, আমি তাকে বিসর্জ্জন করেছি। দুই বৎসর ধ'রে একটু একটু ক'রে সমস্ত আয়োজন আমি করেছিলাম। কিন্তু আসবার আগেই আমি তাকে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্চি। সে আসবে ব'লে আমার দেহে নতুন প্রাণ এসেছিল, মাষ্টার মশাই, যেই মন নিরাশায় শুকিয়ে গিয়েছিল সেই মন আবার নতুন ক'রে পল্লবিত হয়েছিল। কিন্তু আজ আমি তাকে বলেছি —তুই শুকিয়ে যা, এবার তুই শুকিয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যা। এখানেই সব শেষ হ'য়ে যাক্। কিন্তু চপলাকে বাঁচাতেই হবে।

পরাশর। (মৃদু হাসিয়া) কেন পরেশ? সে তো তোমার কেউ নয়।

পরেশ। (ইতস্ততঃ করিয়া) তবু সে একটা মানুষ তো।

পরাশর। (কাছে আসিয়া) পরেশ, তুমি তাকে এখনও ভালবাস?

পরেশ। (চমকাইয়া) না, না, না, সে আমার কেউ নয়, সে এখন (ইতস্ততঃ করিয়া) পরস্ত্রী।

পরাশর। হ্যাঁ, আমি জানি সে এখন পরস্ত্রী। তবু আমি বলব—তুমি তাকে ভালবাস।

পরেশ। না, না, না, তা অসম্ভব। সে আমার যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। সে আমার জীবনকে দুর্ব্বহ করেছে।

পরাশর। তাই বুঝি যা কিছু বাকি ছিল তাও তুমি আবার তারই হাতে তুলে দিচ্ছ?

পরেশ। (অস্বস্তির সহিত) তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাও? তু-তুমি কি আমাকে সন্দেহ কর?

পরাশর। হ্যাঁ পরেশ, আমি সন্দেহ করি যে তুমি এখনও চপলাকে ভালবাস।

পরেশ। (চোরের মত চারিদিকে চাহিয়া) না, না, না। ও সব মিছে কথা! আ-আমি কাউকে ভালবাসি না, চপলাকেও না পারুলকেও না।

পরাশর। পরেশ, আমি জানি···

পরেশ। (বাধা দিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) তুমি অমন ক'রে আমাকে বিরক্ত ক'রো না। তুমি আমাকে কলকাতা নিয়ে চল।

চপলার প্রবেশ। সে ঠিক উন্মাদ নয় কিন্তু তাহার চোখে মুখে উন্মাদের লক্ষণ আছে।

চপলা। (ব্যস্ত ভাবে) কে কলকাতা যাচ্ছে? (পরেশের কাছে আসিয়া) তুমি? তুমি কলকাতা যাচ্ছ?

পরেশ। হ্যাঁ, আমি কলকাতা যাচ্ছি।

চপলা। (শিশু সুলভ সরলতার সহিত।) তুমি আমাকে কলকাতা নিয়ে চল। আমি অনেক দিন বাইরে রয়েছি। আর আমি থাকতে পারছি না। আমাকে তুমি ঘরে নিয়ে চল।

জবাব দিতে না পারিয়া পরেশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

বিজয়। মা, আপনার শুয়ে থাকা উচিত। আপনি অসুস্থ।

চপলা। কে? ওঃ তুমি বিজয়। তুমি আমাকে ঘুমের অষুধ দিয়েছিলে। কিন্তু আমি ঘুমুব না। আমাকে জেগে থাকতে হবে। পারুলকে পাহারা দিতে হবে। (ত্রস্ত হইয়া) পারুল কোথায়? পারুল কোথায় গিয়েছে? পারুল! পারুল!

যাইতে উদ্যত।

পরাশর। (বাধা দিয়া) চপলা দেবী, আপনি পারুলের জন্য কেন ব্যস্ত হচ্চেন?

চপলা। হ্যাঁ, তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। (যেন গোপনীয় কথা বলিতেছে এই ভাবে) আমি জানতে পেরেছি যে মহেন্দ্র পারুলকে হিংসা করে। সে আমাদের শত্রু। পারুলকে তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে।

পরাশর। আপনি ব্যস্ত হবেন না! পারুলকে আমরা কলকাতা নিয়ে যাব।

চপলা। (আশান্বিত হইয়া) নিয়ে যাবেন? (পরেশের কাছে আসিয়া) তুমি পারুলকে নিয়ে যাবে?

পরেশ। না চপলা, সে তোমার কাছেই থাক্!

চপলা। সে আমার কাছেই তো থাকবে, আমি যে তার মা, আমিও পারুলের সঙ্গে যাব। যখন মহেন্দ্র ঘুমিয়ে থাকবে তখন পারুলকে সঙ্গে নিয়ে

আমি তোমার কাছে পালিয়ে চলে যাব। সদরের চাবিটা আমি লুকিয়ে রেখেছি, মহেন্দ্র একটুকও টের পায় নি। হি-হি-হি-হি।

পরেশ। চপলা, তুমি বুঝতে পারছ না……

চপলা। (বাধা দিয়া) আমি তোমার চাইতে ঢের বেশী বুঝি। আমি ঠিক পারব। (গোপনীয় ভাবে) আমার কাছে এক শিশি বিষ আছে, যদি মহেন্দ্র জেগে ওঠে তাহ'লে তার খাবার জলের সঙ্গে আমি বিষ মিশিয়ে দেব—হি-হি-হি-হি।

পরেশ। (চমকাইয়া) চপলা, তুমি কি বলছ?

চপলা। তুমি জান না কিছুই। একটা গোয়েন্দা এসেছিল পারুলকে ধ'রে নিয়ে যেতে। তার চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আমি তাকে মেরে ফেলেছি—হি-হি-হি-হি।

পরেশ। না, না চপলা তুমি তাকে মারনি। সে মরেছে হার্টফেল ক'রে।

চপলা। (উত্তেজিত ভাবে) না, আমি তাকে মেরেছি। তাকে আমি নিজের হাতে মেরেছি। সে এসেছিল আমার মেয়েকে মারতে, তাই আমি নিজের হাতে তাকে খুন করেছি।

পরেশ। না, না, চপলা আমি বলছি, তুমি তাকে খুন করনি।

চপলা। (রাগ করিয়া) হ্যাঁ, আমি তাকে খুন করেছি। সে যদি আবার বেঁচে ওঠে তাহ'লে তাকে আমি আবার নতুন ক'রে খুন করব।

পরাশর। চপলা দেবী, আপনি তাকে খুন করেন নি। সে আপনি মরেছে। মরবার সময় আমরা সকলে এ ঘরে ছিলাম। (বিজয়কে ইঙ্গিত করিয়া) বিজয়!

বিজয়। হ্যাঁ মা, মাষ্টার মশাই ঠিকই বলেছেন। আমি নিজের হাতে তাকে ইনজেকসন্ দিয়েছিলাম।

চপলা। (বিশ্বাস করিতে না পারিয়া) তুমি ইন্‌জেক্‌সন্‌ দিয়েছিলে? কিন্তু আমি যে তাকে মারতে চেয়েছিলাম।

পরাশর। (হাসিয়া) সে তো আমিও চেয়েছিলাম, পরেশও চেয়েছিল।

চপলা। (পরেশের প্রতি) তুমি মারতে চেয়েছিলে?

পরেশ। হ্যাঁ চপলা, আমিও চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। (আবেগের সহিত) আমি এখন বুঝতে পারছি যে আমারই মারা উচিত ছিল।

চপলা। (সাধারণ লোকের মত আবেগের সহিত।) কেন, পরেশ কেন? (পরেশ নিরুত্তর।) তুমি পারুলকে ভালবাস?

পরেশ। না, আমি কাউকে ভালবাসি না।

চপলা। তুমি আমাকে ভালবাস?

পরেশ। না, আমি কাউকে ভালবাসি না।

চপলা। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে ভালবাস, হি-হি-হি-হি। তুমি ভেবোনা, আমি ঠিক আসব। মহেন্দ্র ঘুমুলেই আমি পালিয়ে চলে আসব। হি-হি-হি-হি। (পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাজে গিয়া) তুমি ভেবোনা, আমি ঠিক আসব। (চোখ টিপিয়া) হি-হি-হি-হি।

প্রস্থান।

পরেশ। পরাশর, তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। আমাকে দূরে নিয়ে চল।

পরাশর। অস্থির হ'য়োনা পরেশ, ভাবতে দাও।

পরেশ। ভাববে আবার কি? তুমি দেখতে পাচ্ছ না যে চপলা পাগল হয়ে যাচ্ছে?

পরাশর। বিজয়, তোমার কি মনে হয়?

বিজয়। আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু আমার বিশ্বাস দু একটা ইন্‌জেকসন্‌ দিলেই সেরে যাবেন।

পরেশ। তোমরা ওকে বুঝিয়ে বল যে আমি কিছু চাই না। আমি সব কিছু অস্বীকার করলে আর কোনও ভয় থাকবে না, চপলাও ভাল হ'য়ে যাবে।

বিজয়। আপনি অস্বীকার করলেও দুদিন আগে হোক পরে হোক যা সত্য তা প্রমাণ হবেই।

পরেশ। কিন্তু আমি চেষ্টা করব ওকে বাঁচাতে, আমাকে অস্বীকার করতেই হবে।

বিজয়। কিন্তু এই সব ব্যাপারে মিছে কথা বলে শুধু শুধু নিজের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনারও অর্থ হয় না।

পরেশ। (চটিয়া) তোমরা বারবার আমাকে বিরক্ত ক'রো না।

প্রস্থান।

পরাশর। (মৃদু হাসিয়া) বিজয়, শত্রুকেও ভালবাসার অধিকার আমাদের আছে। সুতরাং আমরা অস্বীকারই করব। আঘাত যে করেছে তাকে প্রতিঘাত না ক'রে তাকে আমরা সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেব। যে আমার বুকে ব্যথা দিয়েছে তাকেই আবার বুকে ধ'রে বলব—তুমি আমায় আরও অধিক ব্যথা দাও, আরও যা কিছু বাকি আছে তাও কেড়ে নিয়ে তুমি সুখী হও। বিজয়, যেই তস্কর আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে তাকেও আমি বলব—তোমার ভয় নেই, আমি তোমাকে ভালবাসি।

বিজয়। কিন্তু সত্যকে আপনারা চেপে রাখতে পারবেন না।

পরাশর। (উত্তেজিতভাবে) বিজয়, এখানে আর কিছু সত্য নয়, সত্য শুধু চপলার প্রেম যার জন্য সে খুন ক'রে নিজের গলায় ফাঁসি পরিয়ে দিয়েছে, আর সত্য পরেশের ভালবাসা যার জন্য সমস্ত অধিকার সে স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিয়েছে, বাকি সব কিছু মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

যুথিকার প্রবেশ।

যুথিকা। ওঃ আপনারা এখনও রয়েছেন ?

পরাশব। না, আমরা যাচ্ছি। তোমবা এখানে আসতে পার।

যূথিকা। আচ্ছা থাক, আমবা একটু পবেই না হয আসব।

পবাশর। না, না, না, তোমবা এস, আমবা এক্ষুণি যাচ্ছি।

যূথিকা। (ইতস্ততঃ কবিয়া) আমি বলতাম না, কিন্তু আমাদের একটা পার্টি আছে আজ।

বিজয়। (বিবক্ত হইয়া) পার্টি হচ্চে এ ঘবে? তুমি বোধ হয় জান যে কযেকঘণ্টা আগে এখানে একটা লোক মবেছে।

যূথিকা। (ব্যঙ্গ কবিযা) তা জানি বৈ কি বিজয় দা। আরও জানি যে আপনি ইন্‌জেকসন দেওবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা মবে গিয়েছে।

বিজয়। (অবাক্ হইয়া) তুমি কি বলছ?

যূথিকা। হা-হা-হা-হা। আমি কিছুই বলছি না। সবাই যা বলছে আমি শুধু তাব প্রতিধ্বনি কবছি। হা-হা হা-হা।

হাসিতে হাসিতে যূথিকার প্রস্থান। পরাশব সচকিত। বিজয় নির্ব্বাক হইযা দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

পবাশব। এ আবাব কি? (চিন্তা কবিযা) বিজয়, তুমি সাবধান। আমি এখন যাচ্ছি। পবেশের সঙ্গে আমার একটু পরামর্শ আছে।

পরাশ’বর প্রস্থান। বিজয় চিন্তা করিতে লাগিল। চুপি চুপি মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। (ভযেব সহিত চতুর্দ্দিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে) বিজয়।

বিজয় কোনও উত্তব না করিয়া মহেন্দ্রের দিকে সন্দেহের সহিত তাকাইল।

অবিনাশ কি সত্যি সত্যি হার্টফেল ক’রে মরেছিল?

বিজয়। (তীব্রভাবে) হাঁ, সে হার্টফেল ক’রেই মরেছে। আপনারা এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন এত আলোচনা করছেন?

মহেন্দ্র। (চতুর্দ্দিকে সভয়ে তাকাইয়া) বাইরের লোকও আলোচনা করছে বিজয়।

বিজয়। কি আলোচনা করছে তারা ?

মহেন্দ্র। অবিনাশ নাকি বলেছিল যে পরাশর বাবু তাকে বিষ দিয়েছে ?

বিজয়। (ইতস্ততঃ করিয়া) হ্যাঁ বলেছিল। কিন্তু সে আপনার সামনেই কাল আমাকে বলেছিল যে তার হার্টের ব্যারাম আছে। সে মরেছে হার্টফেল ক'রে। পরাশর বাবু তাকে কলকাতায় ভয় দেখিয়েছিলেন যে তাকে বিষ খাইয়ে মারবেন, তাই সে ভেবেছিল যে পরাশর বাবু তাকে সত্যি সত্যি বিষ দিয়েছে।

মহেন্দ্র। পরাশর বাবুর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ? পরাশর বাবু কেন তাকে ভয় দেখিয়েছিলেন বিজয় ?

বিজয়। (তীব্রভাবে) অবিনাশকে আপনি কেন টাকা দিয়েছিলেন ?

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) তুমি তা কেমন করে জানলে ?

বিজয়। (বিষণ্ণভাবে হাসিয়া) আমি অনেক কিছু জানি।

মহেন্দ্র। (বিরক্ত হইয়া) হ্যাঁ, আমিও আজ জানতে পেরেছি যে তুমি অনেক কিছু জান, তুমি আমাদের সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে। তুমি জানতে যে চপলা আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। তুমি জানতে যে পারুল আমার মেয়ে নয়। তবু তুমি এমন ভাব দেখিয়েছিলে যেন তুমি কিছুই জানতে না। (উত্তেজিত ভাবে) তোমার কোনও উদ্দেশ্য ছিল।

বিজয়। (চীৎকার করিয়া) মহেন্দ্র বাবু ! (লজ্জিত হইয়া) আমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে মাপ করবেন।

মহেন্দ্র। না, তোমার অন্যায় হয় নি। তুমি আমাকে ভবিষ্যতে মহেন্দ্র বাবু বলে ডাকলেই আমি খুশি হব, কারণ তোমার মুখে শ্বশুর সম্বোধন

আমার কাছে অসহ্য। তুমি আমার কেউ নও। তোমার স্ত্রীকে আমি নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছিলাম কিন্তু সেও আমার কেউ নয়। তার পিতাকে আমি ঘৃণা করি।

বিজয়। আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। আপনি পারুল আর যূথিকার ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাচ্ছেন।

মহেন্দ্র। পারুলের ভবিষ্যতের জন্য আমি দায়ী নই।

বিজয়। হ্যাঁ, আপনিই দায়ী। তার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য আপনি দায়ী। তার ভবিষ্যতের দায়িত্বও আপনাকেই নিতে হবে। পারুলের বাবা তার পিতৃত্ব অস্বীকার করছেন, এমন কি উনি অস্বীকার করছেন যে পারুলের মাকে উনি কখনও বিবাহ করেছিলেন।

মহেন্দ্র। (অবাক্ হইয়া) অস্বীকার করছে? পরেশ অস্বীকার করছে যে সে চপলার স্বামী ছিল?

বিজয়। হ্যাঁ, উনি অস্বীকার করছেন।

মহেন্দ্র। তাহ'লে পারুল এলো কোত্থেকে?

বিজয়। যদি প্রয়োজন হয় তো তার জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে।

মহেন্দ্র। তুমি বলছ আমাকে স্বীকার করতে হবে যে পারুল আমারই মেয়ে

বিজয়। হ্যাঁ, প্রয়োজন হ'লে তাই আপনাকে করতে হবে।

মহেন্দ্র। না, আমি তা করব না। সে আমার সন্তান নয়। (আবেগের সহিত) তাকে আমি ভালবাসতে চাই না। তার জন্মদাতাকে আমি ঘৃণা করি।

বিজয়। কিন্তু পারুল আপনাকে ভালবাসে।

মহেন্দ্র। তার ভালবাসা আমার কাছে অসহ্য। সে কেন ভালবাসে আমাকে? সে আমার শত্রুর সন্তান। তাকে আমি দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে চাই। (আর্দ্রকণ্ঠে) তবু কেন সে ছুটে আসে আমার বুকে?

সে কেন যূথিকার মত নির্ম্মম হ'য়ে আমাকে অবহেলা করে না? আমার নিজের সন্তান আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করেছে, তবে কেন আমার শত্রুর সন্তান তাতে হাত বুলিয়ে দেয়? না, না, আমি চাই না। তুমি তাকে বলে দিও যে তার ভালবাসা আমি চাই না।

বিজয়। তবু তার ভালবাসা আপনাকে নিতে হবে।

মহেন্দ্র। না, আমি তার ভালবাসা নেব না। আমি চাই সে আমাকে ঘৃণা করুক। সে আমাকে শত্রু ভেবে আমার বুকে আঘাত করুক। আমি তাকে প্রতিঘাত করব। আমার সন্তান নেমে যাচ্ছে নরকে আর পরেশের সন্তান ফুটে উঠছে আকাশে ধ্রুব তারার মত। এটা অবিচার। আমি তাকেও টেনে নীচে নিয়ে আসব।

বিজয়। যে আপনাকে এত ভালবাসে তাকে আপনি হিংসা করেন?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, আমি হিংসা করি, শুধু তাকে নয়, আমি তার অতীত এবং ভবিষ্যৎকে হিংসা করি। তার জন্মদাতাকে আমি হিংসা করি, তার ভবিষ্যৎ সন্তানকে আমি হিংসা করি।

বিজয়। (ক্রুদ্ধ হইয়া) বেশ! তাহ'লে আজ থেকেই আমাকে ব্যবস্থা করতে হবে। এতদিন আপনার জন্য আমার মনে সহানুভূতি ছিল। কিন্তু আজ জানলাম আপনি সহানুভূতি পাবারও অযোগ্য।

মহেন্দ্র। (অপমানিত হইয়া) বিজয়, অযোগ্য আমি নই, কিন্তু তোমাদের সহানুভূতি আমি চাই না, তোমাদের কাছে দয়ার ভিখারী আমি নই।

বিজয়। কিন্তু এতদিন আপনি তাই ছিলেন।

মহেন্দ্র। আমি ভুল করেছিলাম। আজ আমি বুঝতে পেরেছি আত্মগোপন করা আমার ভুল হয়েছিল। আমি দুর্ব্বল নই বিজয়। আমি যখন যা চেয়েছি সমাজকে উপেক্ষা ক'রে তাই আমি দুহাতে কেড়ে নিয়েছি, আজও আমার হাত দুটো শক্ত রয়েছে।

বিজয়। কিন্তু আপনার হাত দুটো তখন শিথিল হয়ে যাবে যখন যূথিকা আপনাকে প্রশ্ন করবে।

মহেন্দ্র চমকাইল।

সন্তানের কাছে আপনার দুর্নীতি, ব্যভিচার এবং নিষ্ঠুরতার নগ্নমূর্ত্তি খুলে-ধরার সাহস আপনার নেই। আপনি পরেশ বাবুকে নিশ্বাস রোধ করে মেরেছেন, তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। চোরের মত তার সন্তানকে চুরি ক'রে এনে সেই সন্তানকে আশ্রয়হীন করেছেন, তার স্ত্রীকে এমন অবস্থায় এনেছেন যে আজ তাকে পাগল হয়ে যেতে হচ্চে, আপনি সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন কিন্তু একটু দাঁড়াবার জায়গা না পেয়ে তার জীবন আজ অভিশপ্ত হয়ে যাচ্ছে; তার পদতল থেকে পৃথিবী সরে যাচ্ছে। কোন্ অধিকারে এত স্পর্দ্ধা আপনার হয়েছিল, কিসের অধিকারে?

মহেন্দ্র। (দুর্ব্বলভাবে) আ-আমি চপলাকে ভালবেসেছিলাম। (নেপথ্যে নবীনের কণ্ঠে বিকট হাস্য। মহেন্দ্র চমকাইল এবং চটিয়া চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিল।) হ্যাঁ, আমি তাকে ভালবেসেছিলাম।

নেপথ্যে পুনরায় বিকট হাস্য। মহেন্দ্র আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। বিজয় তাহার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রস্থান করিল। মহেন্দ্র চোখ মুছিল। তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। উভয় মুষ্টি দৃঢ় করিয়া সে উপরের দিকে চাহিল। তাহার মুখের ভাব হিংস্র।

আরও কত শাস্তি তুমি দেবে? সব তুমি কেড়ে নিচ্ছ। আমার ঘর উজাড় হ'য়ে গেল, কিন্তু ওর ঘর ফসলে ভরে যাচ্ছে। আমি সব কেড়ে নেব, আমি আবার সব কেড়ে নেব। আমি নিজের হাতে ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।

ব্যস্ত ভাবে পারুলের প্রবেশ। পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরাশর এবং বিজয়ের প্রবেশ।

পারুল। বাবা!

মহেন্দ্র চমকাইল এবং হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল।

বাবা!

মহেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মহেন্দ্র। কি মা?

পারুল। মাষ্টার মশাই চ'লে যাচ্ছিলেন। আমি ওকে যেতে দিই নি। বাড়িতে যা কাণ্ডকারখানা হচ্চে এর একটা মীমাংসা আমি করতে চাই।

মহেন্দ্র। কি কাণ্ডকারখানা মা?

পারুল। যে লোকটা মরে গেল সে কি ক'রে মরল? তোমরা বলছ সে হার্টফেল ক'রে মরেছে। কিন্তু সকলে চুপি চুপি কথা বলছে কেন? যূথির বন্ধুরা এমন কি চাকর বাকরগুলি হাসছে কেন?

মহেন্দ্র নীরব। পরাশর এবং বিজয় সন্দেহের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিল।

ওরা হাসছে কেন? একটা লোক মরে যাওয়া হাসির কথা নয়। আমাকে দেখলেই সকলে চুপ হ'য়ে যাচ্ছে কিন্তু পরাশর বাবু, পরেশ বাবু এবং বিজয়ের নাম আমার কাণে আসছে, এর অর্থ কি?

মহেন্দ্র নিরুত্তর।

পরাশর। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) ওসব কথায় তুমি কাণ দিওনা মা। হঠাৎ একটা লোক ম'রে গিয়েছে তাই সে কে ছিল, কোত্থেকে এল এইসব কথা আলোচনা করা লোকের পক্ষে স্বাভাবিক।

পারুল। কে ছিল সে?

পরাশর। (ইতস্ততঃ করিয়া) কে আবার হবে, এ-একটা সাধারণ লোক।

পারুল। কোত্থেকে এসেছিল সে?

পরাশর। (বিজয়ের দিকে একবার চাহিয়া) বোধ হয় কলকাতা থেকে এসেছিল।

পারুল। আপনি কি ক'রে জানলেন যে সে কলকাতা থেকে এসেছিল ?

পরাশর। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) হেঁ-হেঁ-হেঁ—সে বাঙ্গালী ছিল মা, কাজেই কলকাতা থেকে আসাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

পারুল। আপনি ওকে জানতেন ?

পরাশর। (অপ্রস্তুত হইয়া) এ-এ-ঠিক জানতাম না, মানে পরিচয় ছিল, একবার আমাদের হোটেলে ওকে দেখেছিলাম।

পারুল। তাহ'লে পরেশবাবু ওকে জানতেন ?

পরাশর। (ত্রাসের সহিত) না, না, না, পরেশ ওকে ঠিক জানত না, মানে হোটেলে কত লোক আসে আবার চলে যায়, কে তার খবর রাখে ? পরেশের সঙ্গে হয় তো দেখাই হয়নি—হয় তো কেন ? আমার তো মনে হয় সে নিশ্চয়ই ওকে জানত না।

মহেন্দ্র পরাশরের দিকে সন্দেহের সহিত তাকাইল।

পারুল। (তাহার সন্দেহ দূর হয় নাই।) বাবা, সে আমাদের এখানে কেন এসেছিল ?

মহেন্দ্র। (বিব্রত হইয়া) আমাদের এখানে ? এ-এ-এ, তাই তো। আমাদের এখানে কেন ? বোধ হয় মাদ্রাজে বেড়াতে এসেছিল। সেও বাঙ্গালী, আমরাও বাঙ্গালী, তাই বোধ হয় এসেছিল আলাপ করতে।

পারুল। সে কি কালও একবার এসেছিল ?

মহেন্দ্র। (ইতস্ততঃ করিয়া) হ্যাঁ, কালও একবার এসেছিল।

পারুল। কেন ?

মহেন্দ্র। এ-এ-এ তার হার্টের ব্যারাম ছিল। বিজয়কে একবার দেখাতে এসেছিল।

বিজয় চমকাইল।

পারুল। (চমকাইয়া বিজয়ের প্রতি) তোমাকে দেখাতে ?

বিজয়। (বিব্রত হইয়া) হ্যাঁ, বলেছিল আমাকে দেখাতে চায়!

পারুল। তুমি আমাকে বল নি তো ?

বিজয়। বলবার মত কথা তো নয় এটা। এমন কত রুগী তো আমি রোজই দেখছি।

পারুল। কিন্তু হঠাৎ তোমার কাছে কেন? মাদ্রাজে সে এসেছিল বেড়াতে। তুমি তো এতবড় ডাক্তার হওনি এখনও যে নাম শুনেই তোমার বাড়িতে চলে আসবে।

বিজয় উত্তর দিতে পারিল না।

পরাশর। (হাসিয়া) মা, তুমি রয়েছ অন্দরে, বাইরে ওর যে কত নাম হয়েছে তা তো তুমি জান না। আমরা যে কলকাতায় বসে ওর নাম শুনছি।

পারুল। (হাসিয়া) মাষ্টারমশাই, আপনি ওকে ভালবাসেন তাই নাম শুনতে পান, আমিও চতুর্দ্দিকেই ওর নাম শুনছি, (গম্ভীর হইয়া) কিন্তু তাই বললে তো চলবে না। যদি আপনারা কেউই তাকে নাই জানতেন তাহ'লে এত ডাক্তার থাকতে বিজয়ের কাছে সে কেন আসে? ডাক্তারখানায় না গিয়ে বাড়িতে সে কেন আসে? বিজয় তো বাড়িতে কোনও রুগী দেখে না।

বিজয়। আমিও তাকে তাই বলেছিলাম।

পারুল। তবু কেন সে এল এখানে? বাবা, তোমরা কেউ তাকে আসতে বলেছিলে ?

মহেন্দ্র। কই না তো।

পারুল। (উত্তেজিত ভাবে) আমার মনে হচ্ছে তার অদৃষ্ট তাকে এখানে

টেনে এনেছিল, নইলে কলকাতা থেকে এতদূরে মাদ্রাজের এই বাড়িটাতে সে মরতে আসবে কেন ?

মহেন্দ্র। (বিচলিত হইয়া) পাকল তুমি মিছামিছি ব্যস্ত হচ্চ মা।

পারুল। বাবা, আমার ভয় করছে।

পারুল মহেন্দ্রের বুকে আশ্রয় লইল। মহেন্দ্র শক্ত হইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। একহাতে তাহাকে ধরিয়া অপর হাতে চোখ মুছিতে লাগিল। হঠাৎ পারুল মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া বিজয়কে প্রশ্ন করিল।

তুমি সেই বিষের শিশিটা খুঁজে পেয়েছিলে ?

বিজয়। (ভয়ে প্রথমে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।) না, ওটাকে পাইনি এখনও, কিন্তু পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই আমার ডাক্তারখানায় আছে।

মহেন্দ্র। (বিস্ময় এবং সন্দেহের সহিত) কোন্ বিষের শিশি ? কোথায় ছিল সে বিষ ?

বিজয়। আ-আমার ঘরে ছিল।

মহেন্দ্র। তোমার ঘরে ? (তীব্রভাবে) তোমার ঘরে বিষ ছিল কেন ?

পারুল। আমি কতবার বলেছি ওকে—ঘরের মধ্যে বিষ রাখা ঠিক নয়।

মহেন্দ্র। (বিজয়ের প্রতি) তবু তুমি ঘরেই তাকে রেখেছিলে। তোমার নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য ছিল।

বিজয় ক্রুদ্ধ হইয়া মুষ্টি দৃঢ় করিয়া আগাইয়া আসিল।

পারুল। (চীৎকার করিয়া) বাবা ! বিজয়ের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? বিষ তো অষুধও বটে। কখনও দরকার হ'তে পারে ভেবে বিজয় ওটাকে বাড়িতেই রেখেছিল।

মহেন্দ্র। (আত্মসংবরণ করিয়া) ওঃ হ্যা, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বিষও অষুধ হ'তে পারে।

পরাশর। পারুল, তোমার মা অসুস্থ। তাঁর শুশ্রূষাই তোমার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য।

পারুল। (সন্দেহের সহিত তাকাইয়া) হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান।)

পরাশর। বিজয়, তুমিও একবার দেখে এস।

মহেন্দ্রের দিকে তীব্রভাবে তাকাইয়া বিজয়ের প্রস্থান। মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া পরাশরের দিকে পিছন ফিরিল। পরাশর মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র। নাঃ, আমাকে দৃঢ় হ'তে হবে। আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

বাহিরে কোলাহল। মহেন্দ্র চমকাইল এবং হিংসাপূর্ণ উল্লাসের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া পর্দ্দার আড়ালে লুকাইল। শুধু তাহার মুখ দেখা যাইতে লাগিল। যূথিকা, কতিপয় প্রগল্‌ভা যুবতী যথা, রেবা, মায়া ইত্যাদি এবং অপূর্ব্ব, অখিল ইত্যাদির প্রবেশ।

যূথিকা। তোমরা ব'স। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের পার্টিটা আজ স্থগিত রাখতে হ'ল।

এতক্ষণে সকলে বসিয়াছে। রেবা এবং মায়া বড় সোফাতে বসিয়াছে।

তোমরা সকলেই শুনেছ যে আমাদের বাড়িতে একটা লোক এসে হঠাৎ ম'রে গিয়েছে। মায়া, তুই যেখানটায় বসেছিস্ ঠিক ঐখানে ব'সেই লোকটা মরে গিয়েছিল।

মায়া এবং রেবা। (যুগপৎ ভয়ে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া) হ্যাঁ!

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

অখিল। আ-হা হা-হা। তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? ওতো একটা মড়া। তোমরা আমাদের মতন জ্যান্ত মানুষকেই ভয় কর না আর একটা মড়াকে ভয় করছ? ছি-ছি-ছি-ছি।

যূথিকা হাসিল। সকলে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল।

আচ্ছা, তোমরা এদিকে ব'স। আমিই ওখানটায় বসছি। হ্যাঁঃ, এই বিংশ শতাব্দীতে ঘর এবং বাইরের সব কুসংস্কারগুলোকে আমরা চিবিয়ে খেয়েছি, এখন একটা মড়াকে দেখে ভয় করব! যত সব ইয়ে আর কি।' আমি বসছি ওখানটায়।

সে বুক ফুলাইয়া বড় সোফাটার অপর প্রান্তে বসিল। জনৈক যুবক আস্তে আস্তে অখিলের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল।

যূথিকা। অখিলবাবু আপনি ওদিকটায় বসলেন কেন? লোকটা মরেছিল এই দিকে।

অখিল। (ইতস্ততঃ করিয়া) ওঃ ঐ খানটায় মরেছিল? হেঁ-হেঁ-হেঁ হেঁ, তাতে আর হয়েছে কি? সব কুসংস্কারগুলোকে ভেঙ্গেছি এখন একটা মড়া এসে আমাকে ভয় দেখাবে? আচ্ছা আমি ওদিকটাতেই বসছি। (গাত্রোত্থান করতঃ ইতঃস্তত করিয়া) কোন্‌খানটায় মরেছিল বললেন? (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এইখানটায়?

যূথিকা। (মৃদু হাসিয়া) হ্যাঁ।

অখিল। (ইতস্ততঃ করিয়া) আচ্ছা আপনারা ভয় পাবেন না। আমি এইখানেই বসছি। (সকলের দিকে তাকাইয়া) তোমরা কেউ ভয় পেও না, যত সব ইয়ে আর কি। মুখে বলছ—কু-সংস্কার মান না, কাউকে কেয়ার কর না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোমরা সব মানো। যত সব ইয়ে আর কি।

আস্তে আস্তে বসিতে লাগিল। বসিবার অব্যবহিত পরেই যুবকটি অখিলের
কাণের কাছে মুখ নিয়া নাকি সুরে চ্যাঁচাইয়া উঠিল—"আঁমি ভূঁত"
অখিলও সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চ্যাঁচাইয়া উঠিল
—"ওরে বাবারে, বাবারে, গেলুমরে" কিন্তু কথাগুলি
তাহার গলা দিয়া স্পষ্ট হইয়া বাহির হইল না।
কতকগুলি অস্ফুট আর্ত্তনাদ শোনা
যাইতে লাগিল। সে দাঁড়াইয়া
কাঁপিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব। (কষ্টে হাসি চাপিয়া) কি হয়েছে? অমন করছ কেন?

অখিল। (পশ্চাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) তোমরা দেখতে পাচ্চ না? উনি যে এসেছেন।

সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। যুবকটিও হাসিল। অপ্রস্তুত হইয়া
অখিল আস্তে আস্তে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া যুবককে দেখিল।

ওঃ তুমি?

যুবক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি। খুব সাহস দেখিয়েছেন।

অখিল মুখ কাচুমাচু করিয়া সকলের দিকে ফিরিল এবং হাত পা নাড়িয়া
অস্বস্তি প্রকাশ করিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব। তুমি অমন করছ কেন? (মুচকি হাসিয়া) একখানা ধুতি এনে দেব?

সকলের উচ্চহাস্য। অখিল চটিয়া সোফাটায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল
যেন সে ভুতের ভয় মোটেই করে না।

রেবা। সত্যি ভাই, এত জায়গা থাকতে লোকটা এখানে মরতে এল কেন?

যুবক। লোকটা কে?

রেবা। আমি তো শুনলাম সে একটা গোয়েন্দা।

অপূর্ব। গোয়েন্দা! গোয়েন্দা এখানে কেন?

সে যূথিকার দিকে তাকাইল, কিন্তু যূথিকা নীরব রহিল।

কোত্থেকে এসেছিল সে?

রেবা। আমি সেই খবর জানি। সে এসেছিল কলকাতা থেকে। হঠাৎ কলকাতা থেকে অনেক লোক এসে পড়েছে। প্রথমে এল গোয়েন্দা, তারপর এলেন ওদের মাষ্টারমশাই; সঙ্গে আর একটি ভদ্রলোক। লোকটা নাকি কালও একবার এসেছিল।

অপূর্ব। যূথিকা, ওকি তোমাদের কেউ হয়?

যূথিকা। কার কথা বলছ?

অপূর্ব। ঐ যে, যে লোকটা মরেছে।

যূথিকা। তাকে আমি কখনও চোখেও দেখিনি।

মায়া। মাষ্টার মশাই এবং তার সঙ্গের ভদ্রলোকটি তোমাদের কে হন?

যূথিকা। কেউ না। কলকাতায় আলাপ হয়েছিল। ওরা বিজয়দার বন্ধু।

অপূর্ব। মেয়ে বন্ধুর জন্য হাজার দুহাজার মাইল যেতে পারি কিন্তু একটা পুরুষ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতা থেকে মাদ্রাজে এত ঘন ঘন আসা বিশেষ সন্দেহজনক।

সকলে দৃষ্টি বিনিময় করিল।

কি বল হে?

যুবক। সন্দেহজনক কেন বলছেন?

যূথিকা। (বিরক্ত হইয়া) এতে সন্দেহ করার কি আছে?

অপূর্ব। যূথিকা, তুমি ওসব বুঝবে না। তুমি হচ্চ গিয়ে—(কবিত্ব করিবার চেষ্টা করিয়া) "অভিসার কুঞ্জে নিভৃতে প্রস্ফুটিত চন্দ্রমল্লিকা···"

যূথিকা তোমার রসিকতা এখন থাক্। এতে সন্দেহ করার কি দেখলে তাই বল।

অপূর্ব্ব। কেন মিছামিছি বাধা দিচ্ছ? আমাকে বলতে দাও, তাহ'লেই সব বুঝতে পারবে। তুমি আছ নিভৃতে ফুটে, বাইরের ধূলোবালি তো তোমার গায়ে লাগেনি এখনও, তুমি লোক চরিত্র বুঝবে না। যদি তাই বুঝতে তাহ'লে ঐ ভবঘুরে মাতালটা তোমাকে এরকমভাবে কলুষিত করতে পারত না।

অখিল। (গম্ভীরভাবে) এখনও পবিত্র হবার আশা আছে যদি আমাদের হাতে পড়েন। (মায়া এবং রেবা হাসিল।)

যূথিকা। (চটিয়া) আমার কথা আলোচনা না ক'রে কেন সন্দেহ করছ সেই কথাটাই বল।

অখিল। সন্দেহ করার হেতু আছে। হেতুটা হচ্চে এই যে বিজয়বাবু আমাদের কাছে খুব নাক উঁচু ক'রে চলেন কিন্তু ওর অতীত সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জান না।

রেবা। সত্যি ভাই, উনি এমনভাব দেখান যেন আমাদের ছুঁলে ওকে নাইতে হবে। সেদিন আমি বললাম—ডাক্তারবাব্ আমার বুকটা কেমন করছে, একটু হাত দিয়ে দেখুন তো। উনি এমনভাবে তাকালেন যেন আমি ভারি একটা অন্যায় কথা বলেছি।

সকলের হাস্য।

অপূর্ব্ব। প্রথমতঃ বিজয়বাবু কে তা তোমরা জান না, দ্বিতীয়তঃ—গোয়েন্দাটা এল কলকাতা থেকে, তৃতীয়তঃ সঙ্গে সঙ্গে বিজয়বাবুর দুই বন্ধু এলেন কলকাতা থেকে, চতুর্থতঃ বিজয়বাবুর ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দাটা মরল, পঞ্চমতঃ মরবার সময় ঘরের মধ্যে ছিলেন ওর এক বন্ধু, বাইরে ছিলেন আর একজন।

যূথিকা। আমার মাও তো ছিলেন ঘরে।

অপূর্ব্ব। মেয়ে মানুষ থাকাও যা, না থাকাও তাই।

অখিল। তাকেও তো অষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

যূথিকা। (চমকাইয়া) আপনি কি বলছেন ?

অখিল। কিছুই বলছি না, কিন্তু ঘুমুতে ঘুমুতে লোক মরেও তো যেতে পারে।

পর্দ্দার আড়ালে ভারি জিনিষ পড়িয়া যাইবার মত প্রচণ্ড শব্দ হইল। সকলে চমকাইল। অখিল চীৎকার করিয়া উঠিল।

এবার সত্যি সত্যি এলো যে। (সে কাঁপিতে লাগিল।)

যুবক। (ছুটিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দেখিল কেহ নাই, কিন্তু একটা টেবিল উল্টাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।) ভয় পাবার কোনও হেতু নেই। একটা টেবিল উল্টে গিয়েছে।

অখিল। (সভয়ে) কিন্তু ওল্টালো কে ? আমি তো শুনেছি প্ল্যানচেট্‌ করলে ওরা টেবিল চেয়ারই আগে উল্টোয়।

যুবক। কিন্তু আমরা কেউ প্ল্যানচেট্‌ করিনি, সুতরাং কোনও ভূত এখানে আসে নি।

অখিল। তাহ'লে টেবিল ওল্টালো কে ?

অপূর্ব্ব। (সন্দেহের সহিত) কেউ হয় তো শুনছিল আমাদের কথা।

মায়া। ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি সন্দেহজনক।

রেবা। আমি তো শুনলাম বিজয়বাবুর ঘর থেকে কাল একশিশি বিষ হারিয়েছিল।

অপূর্ব্ব। (উত্তেজিত ভাবে) বিষ ! কি বিষ ? কোথায় গেল সেই বিষ ?

যথিকা। (রেবার প্রতি বিরক্তির সহিত) তুমি এসব কথা কোথায় শুনলে? কে বলেছে তোমাকে?

রেবা। তোমাদের বেয়ারাটাই তো বলছিল।

যূথিকা। তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?

রেবা। (অপ্রস্তুত হইয়া) না, মানে জিজ্ঞাসা ঠিক করিনি, সে ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, মানে···

যূথিকা। তার মানে তুমি আমাদের চাকর বাকরদের কাছে খবর নিচ্ছিলে।

রেবা। (উষ্ণ ভাবে) নিলেই বা এমন দোষ করেছি কি? একটা লোক হঠাৎ মরে গেল। এখানে তার কেউ নেই। এই অবস্থায় খোঁজ খবর নেওয়া দশজনের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার ভগ্নীপতি ব'লেই তো তাকে ছেড়ে কথা কইব না!

অখিল। তোমার যখন বুকে ব্যাথা হয়েছিল তখন তোমাকে অশ্রদ্ধা করার জন্য তোমার একটু অভিমান তো অবশ্যই হ'তে পারে।

রেবা। (চটিয়া) শুধু সেই জন্য নয়। কতকগুলো লোক আছে যারা বাইরে দেখায় যে তারা খুব ভাল, এমন ভাল যে ভাজা মাছ ওরা উল্টে খেতে জানেন না, কিন্তু খবর নিলে দেখবে যে তারা শয়তানের হাঁড়ি। আমরা স্বাধীনভাবে ঘুরি ফিরি ব'লে উনি নাক সিঁটকান কিন্তু আমাকে কখনও সুবিধে মত একলাটি পেলে উনি কি বলতেন তা আমি বেশ জানি। যত সব ভণ্ড! এমন ভাব দেখান যেন পারুল ছাড়া আর কোনও মেয়েমানুষের নামও উনি কখনও শোনেন নি। পারুলও আবার তেমনি। দুবচ্ছর হ'ল বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে এখনও উনি বিজয়বাবুর নাম শুনলে মূর্চ্ছো যান। এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে?

অখিল। (বক্তৃতা করার মত) নিশ্চয়ই নয়। অন্ততঃ এই কথা স্বীকার করতে হবে যে বিশ্বাস করা উচিত নয়। যৌবনের ধর্ম্ম হচ্চে এগিয়ে

চলা। বন্ধন হচ্চে জরা অথবা বার্দ্ধক্যের লক্ষণ। সব বন্ধন ভেঙ্গে পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলে নাচাতে নাচাতে এগিয়ে যাবে। স্বাধীনতাই একমাত্র লক্ষ্য। স্বাধীন মানে নিজের অধীন, আর কারুর নয়, বাপ নয়, মা নয়, স্ত্রী নয়, স্বামী নয়, পুত্র নয়। বিয়ের পরেও দুবচ্ছর মূর্চ্ছা যাবে? ছি-ছি-ছি-ছি, আমি বলছি দু মাস, ঠিক দুটি মাস, তার একটি দিনও বেশী নয়। তুমি পথিক, সুতরাং পথ চলাই তোমার ধর্ম্ম। শুধু জল খেতে রাস্তায় দাঁড়াবে। কত খাবে খাওনা দাদা। দু মাস পরে আর ভাল লাগে? ছ্যাঃ! (রেবা এবং মায়ার প্রতি) কি বল তোমরা? দু'টি মাস ধরে এই খাঁটি কথাটা তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি। এর মধ্যে তোমরা তিন তিন বার মূর্চ্ছো যেতে পারতে। আমরা তো তিন জন হাজিরই রয়েছি, (অপূর্ব্বের প্রতি) কি বল দাদা? এই ধর গিয়ে (রেবার প্রতি) ধর, তোমার সঙ্গে আমি দু মাস, (মায়ার প্রতি) আবার আমার সঙ্গে তুমি দু মাস, (যথিকার প্রতি) আবার এই ধরুন গিয়ে, আপনার সঙ্গে আমি দু মাস হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যূথিকা। (বাধা দিয়া) চুপ করুন। ছোট মুখে বড় কথা বলবেন না।

অখিল। আ-হা-হা-হা। আপনি চটেন কেন? আমার মুখটি ছোট কিন্তু জল অত্যন্ত গভীর। আমি অপূর্ব্বের মতন দীঘি অবশ্যই নই, আমি হচ্চি গিয়ে পাতকুয়ো, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। একবার পড়লে আবার ওঠা শক্ত, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অপূর্ব্ব। অখিল, তুমি যূথিকার সম্বন্ধে একটু সামলে কথা ব'লো।

অখিল। আ-হা-হা-হা। তুমি চট কেন? মেয়াদ তো মোটে দুটি মাস। তা, তুমি না হয়, আগেই খেও।

যূথিকা অত্যন্ত রুষ্ট হইল। এমন সময় টলিতে টলিতে নবীনের প্রবেশ। তাহার চেহারা দেখিলে ভয়ের উদ্রেক হয়।

যূথিকা। অখিলবাবু, আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন।

নবীন। কে কাকে খাচ্চে এখানে ?

সকলে ভয় পাইল। যূথিকা আরও চটিল।

যূথিকা। তুমি এখানে কেন ?

নবীন। আমিও জিজ্ঞেস করছি তুমি এখানে কেন? তোমাকে বিয়ে করেছিলাম কি এই সব শেয়াল কুকুরকে ফিষ্টি খাওয়াতে ?

অপূর্ব্ব। নবীন বাবু, এরকম ভাবে আমাদের অপমান করবার কোনও অধিকার আপনার নেই।

নবীন। চুপ ক'রে থাক্ শয়তান ! অপমান ! তোকে বাঁচিয়ে রাখাই পৃথিবীর পক্ষে অপমান। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তোকে মেরে ফেলা উচিত ছিল কারণ যেই গর্ভে তোর জন্ম হয়েছিল সেই গর্ভ অপবিত্র।

অপূর্ব্ব। (চীৎকার করিয়া) সাবধান ! নবীন বাবু।

নবীন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। প্রাণে লাগছে বুঝি ? জারজ সন্তান সৃষ্টি করবার সখ আছে কিন্তু নিজেকে জারজ বলতে ঘেন্না হয় বুঝি ? জারজ তোকে হতেই হবে। কোনও বাপের ঘরে এমন ছেলে হয় না।

যূথিকা। নবীন, তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা হয়েছে যে তুমি মুখে যা আসছে তাই বলছ ?

নবীন। আলবৎ বলব। আমি ছোটলোকের চাইতেও ছোটলোক হ'য়ে তোমাকে শিখিয়ে দেব ভদ্র কাকে বলে।

যূথিকা। উঃ এই যন্ত্রণা অসহ্য।

অপূর্ব্ব। কেন সহ্য করছ তুমি ? আমি তো বলছি এই নরক থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে আমি প্রস্তুত।

নবীন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। তুমি উদ্ধার করতে পারবে। যূথিকাও উদ্ধার হবে কারণ সেও তোমারই মতন অপবিত্র।

যূথিকা। (চীৎকার করিয়া দুই হাত উঠাইয়া) নবীন! তোমাকে খুন করব আমি।

অপূর্ব্ব। যূথিকা, একটা ছোটলোক মাতালের সঙ্গে কেন কথা কাটাকাটি করছ? তুমি বল তো ওকে শিক্ষা দেবার জন্য আমার চাপরাশীকে পাঠিয়ে দেব।

নবীন তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

যূথিকা। (ধমক দিয়া) নবীন! (নবীন নিরস্ত হইল। সকলের প্রতি) তোমরা একটু বাইরে অপেক্ষা কর। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

অপূর্ব্ব বাদে অন্যান্য সকলের প্রস্থান। অখিলের মুখে হাসি।

অপূর্ব্ব। আমি বাইরেই অপেক্ষা করছি। আমার ভরসা আছে যে এই ছোটলোকটাকে ছাড়বার মত মনের জোর তোমার হবে।

প্রস্থান।

যূথিকা। আজ তোমার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হবে।

নবীন। (ব্যঙ্গ করিয়া) করলেই তো পার। বাড়িতে একটা খুন হয়েছে, আর একটাও কর।

যূথিকা। নবীন, তুমি সাবধানে কথা ব'লো।

নবীন। (উত্তেজিত ভাবে) সাবধান হ'য়ো তুমি, তোমাকে এখনও অনেক অজানা পথ চলতে হবে। আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। আমি যাব সেখানে যেখানে মানুষ ব'লে কোনও জানোয়ার নেই। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা কথা ব'লে যাব। তুমি বলেছিলে আমাকে খুন করবে। যদি নিজেকে বাঁচাতে চাও তো আমাকে এই মুহূর্ত্তে খুন কর।

যূথিকা। (ভয় পাইয়া) তুমি কেন এমন করছ?

নবীন। হা-হা-হা-হা। ভয় পেয়েছ তুমি, না? কিন্তু খুন তোমাকে

করতেই হবে একদিন। বুঝেছ? নিজেকে বাঁচাবার জন্য তোমার মা যা করেছে তোমাকেও তাই করতে হবে।

যূথিকা। (অতিশয় ভীত হইয়া) মা কি করেছে?

নবীন। তোমার মা ঐ গোয়েন্দাটাকে খুন করেছে।

যূথিকা। (ভয়ে চীৎকার করিয়া) আঃ…(কেহ শুনিতে পাইবে এই ভয়ে নিজের মুখ চাপিয়া ধরিল।) মা কেন খুন করল তাকে?

নবীন। কারণ তার অপবিত্র গর্ভে তোমার জন্ম হয়েছিল।

যূথিকা। (পুনরায় চীৎকার করিয়া) আঃ ‥ (নবীনকে সজোরে ধরিয়া) তুমি মিছে কথা বলছ, বল তুমি মিছে কথা বলছ, তুমি মিছে কথা বলছ।

নবীন। হা-হা-হা-হা। (সজোরে যূথিকার হাত ছাড়াইয়া) জিজ্ঞেস কর গিয়ে তোমার মাকে আর বাবাকে। মহেন্দ্রবাবু তোমার মার স্বামী নয়, সে তার উপপতি। তুমি এই অপবিত্র বন্ধনের অস্পৃশ্য জারজ সন্তান।

যূথিকা। (প্রায় বাক্‌রোধ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) মিছে কথা, মিছে কথা।

নবীন। না, মিছে নয়। তোমার মার স্বামী মহেন্দ্রবাবু নয়, তার স্বামী ঐ পরেশ বাবু। তোমার দিদি পারুল ঐ পরেশ বাবুর মেয়ে। এই গোয়েন্দাটা সব কথা জানতে পেরে এসেছিল প্রকাশ ক'রে দিতে। পারুলকে সে বলে দিতে চেয়েছিল। তাই পারুলকে এই অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তোমার মা তাকে খুন করেছে চায়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে।

পার্শ্বের দরজার পর্দার আড়ালে পুনরায় কিছু পড়িয়া যাইবার শব্দ। উভয়ে চমকাইল। নবীন তাড়াতাড়ি যাইয়া পর্দা সরাইল। মহেন্দ্র নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া নবীন অট্টহাস্য করিল।

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

যূথিকা। বাবা !

মহেন্দ্র নিরুত্তর।

নবীন। (ব্যঙ্গ করিয়া) এগিয়ে আসুন। যা শুনেছেন তা অস্বীকার করুন।

যূথিকা। (মহেন্দ্রকে টানিয়া আনিয়া) বাবা! তুমি বল নবীন যা বলেছে তা সত্যি নয়, কখনও সত্যি হ'তে পারে না।

মহেন্দ্র নিরুত্তর। যূথিকা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

একবার বল নবীন মিছে কথা বলেছে, বল, বল, বল।

মহেন্দ্র আর সহ্য করিতে না পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উঃ! আমি তোমাদের জারজ সন্তান, তোমাদের অপবিত্র কামনার অযাচিত অস্পৃশ্য সন্তান।

মহেন্দ্র পুনরায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

তোমরা কেন আমাকে বাঁচতে দিয়েছিলে? আমার প্রথম নিশ্বাস কেন নিজ হাতে বন্ধ ক'রে দাওনি?

যূথিকা কাঁদিতে লাগিল। নবীন চলিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ যূথিকা মুখ তুলিয়া চাহিল। নবীনকে যাইতে দেখিয়া ডাকিল।

নবীন!

নবীন। (আবেগের সহিত) আমাকে আর ডেকো না। আমি কোনও মানুষের কণ্ঠস্বরও আর শুনতে চাই না।

যূথিকা। তুমি যাওয়ার আগে একটা কথার জবাব দিয়ে যাও।

নবীন। বেশ, জিজ্ঞাসা কর।

যূথিকা। তুমি কখন জানলে এসব কথা?

নবীন। তার জবাব আমি দেব না।

যূথিকা। তুমি কি বিয়ের আগেও সব জানতে ?

নবীন। তারও জবাব আমি দেব না।

যূথিকা। (আবেগের সহিত) আমি অস্পৃশ্য জেনেও কি তুমি আমাকে গ্রহণ করেছিলে ?

নবীন। তারও জবাব আমি দেব না।

যূথিকা। তোমাকে দিতে হবে। নবীন, তোমাকে জবাব দিতে হবে।

নবীন। (উচ্চৈঃস্বরে) না, আমি জবাব দেব না। হা-হা-হা-হা।

(প্রস্থান)

যূথিকা। (কাতরতার সহিত) নবীন, তুমি বলে যাও। এই অন্ধকারে আমাকে একটু আলো দিয়ে যাও, একটু আলো তুমি দিয়ে যাও। (যূথিকা কাঁদিতে লাগিল।)

মহেন্দ্র। মা !

যূথিকা। (তীব্রভাবে) তোমার জিহ্বা আড়ষ্ট হ'য়ে যাক্। মাতৃত্বকে তুমি অপমান করেছিলে, ঐ নাম তোমার মুখে মানায় না। হৃদয়হীন হ'য়ে তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে, তোমার হৃদয় আজ পাষাণ হ'য়ে যাক্, ভালবাসার স্পন্দন তাতে শোভা পায় না। অপবিত্র দৃষ্টি দিয়ে তুমি আমার মাকে দেখেছিলে, তোমার চোখের দৃষ্টি আজ ক্ষীণ হ'য়ে যাক্। যেই নিষ্ঠুর হাতে তুমি তাকে স্পর্শ করেছিলে তোমার সেই হাত দুটো ঝ'রে পড়ে যাক্। নীচ তস্করের মত তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা আজ ব্যর্থ হয়ে যাক্। যেই পৃথিবীতে এতটুকু দাঁড়াবার স্থান তুমি আমাকে দাওনি সেই পৃথিবী তোমার পদতল থেকে ধ্বসে পড়ে যাক্। যেই নরকে তুমি আমাকে টেনে এনেছ সেই নরকে তোমার আত্মা যুগ যুগ ধ'রে নিশ্বাস রোধ হ'য়ে মরুক, তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও। আজ আমি

বুঝতে পারছি কেন আমি এমন হয়েছিলাম। এই সংসার আমার জন্য নয় কারণ আমি একটা অপবিত্র আবর্জ্জনা মাত্র। আমি এখান থেকে চলে যাব। হ্যাঁ, আমি অপূর্ব্বের সঙ্গে আজকেই চলে যাচ্ছি।

যাইতে উদ্যতপ্রায়, উন্মাদের মত চপলার প্রবেশ। তাহার হাতে বিষের শিশি। যূথিকা দাঁড়াইল।

চপলা। তুই চলে যাচ্ছিস?

যূথিকা। (কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া) হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।

চপলা। আমি জানতাম তুই চলে যাবি। তাই (বিষের শিশি দেখাইয়া) সঙ্গে করে এনেছি। মনে রাখিস পারুল বলেছিল অপবিত্র হওয়ার চাইতে ম'রে যাওয়া ভাল।

যূথিকা চমকাইল।

পারুল পবিত্র, তাই সে বুঝতে পেরেছিল। এটা আমি তোর জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। তুই যখন ছোট ছিলি তখন তোকে বুক থেকে দুধ দিয়েছিলাম, আজ তোকে বিষ দিচ্ছি। তুই যেমনি নির্ভয়ে আমার দুধ খেয়ে বেঁচেছিলি, তেমনি নির্ভয়ে এই বিষ খেয়ে মরে যাস্।

কাঁপিতে কাঁপিতে যূথিকা বিষের শিশি লইল।

তুই নির্ভয়ে চল। আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে আসব। ভয় নেই, আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে আসব।

আর্ত্তনাদ করিয়া যূথিকা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। চপলা উন্মাদের মত মহেন্দ্রের দিকে তাকাইল।

হি-হি-হি-হি।

মহেন্দ্র চমকাইল। চপলার প্রস্থান। মহেন্দ্র ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বেগে পারুলের প্রবেশ।

পারুল। বাবা, যূথি অপূর্ব্বের সঙ্গে কোথায় গেল?

মহেন্দ্র। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কিছু জানি না।

পারুল। তুমি জান না ? আমার মনে হয় যূথি আর ফিরে আসবে না।

মহেন্দ্র। আমি কিছু জানি না।

পারুল। বাবা, তুমি নিশ্চয় জান। আমাকে বল কি হয়েছে। (কাছে আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া) বাবা !

মহেন্দ্র। (জোরে হাত ছাড়াইয়া) ছাড় আমাকে। আমি তোর বাবা নই।

পারুল। (অবাক হইয়া) বাবা তুমি কি বলছ ?

মহেন্দ্র। (চীৎকার করিয়া) আমি বলছি আমি তোর বাবা নই, আমার সুমুখ থেকে বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা।

পারুল। (ব্যথিত ভাবে) তুমি কেন এমন করছ বাবা ?

মহেন্দ্র। আঃ, আমি বলছি আমি তোর বাবা নই, তোর বাবা· ···

'মহেন্দ্র !' বলিয়া চীৎকার করিয়া পরেশের প্রবেশ। তাহার চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর। তাহাকে দেখিয়া ভয়ে মহেন্দ্রের কথা ফুরাইয়া গেল। পারুল মন্ত্রমুগ্ধবৎ চাহিয়া রহিল।

পরেশ। মহেন্দ্র ! সাবধান ! (পারুলের প্রতি) মা, মহেন্দ্র উত্তেজিত হয়েছে। তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পারুল একবার মহেন্দ্র এবং একবার পরেশের দিকে তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র, আমি তোমাকে একবার ক্ষমা করেছিলাম, কিন্তু আর নয়। তুমি পারুলকে কিছু বললে আমি তোমাকে হত্যা করব। সাবধান !

মহেন্দ্র। (ভয়ের সহিত) কেন বলব না আমি ? তোমার মেয়ে আমার কে ?

পরেশ। তুমি তাকে চুরি ক'রে নিয়েছিলে, এখন তোমাকে রাখতে হবে।

মহেন্দ্র। না আমি রাখব না তাকে।

পরেশ। হ্যাঁ, তোমাকে রাখতে হবে। তার শরীর এখন অসুস্থ।

মহেন্দ্র। সে মরে যাক্, তার মৃত্যুই আমি চাই।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) মহেন্দ্র! তোমাকে আবার বলছি, সাবধান!

মহেন্দ্র। (ভীত হইয়া) বেশ, আমি বলব না, কিন্তু তাকেও আমি সুখে থাকতে দেব না পরেশ। আমার মেয়ে উচ্ছন্নে গিয়েছে জানি, কিন্তু তোমার মেয়েকেও মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে হবে।

পরেশ। তখন তার ব্যবস্থা আমি করব।

মহেন্দ্র। বেশ দেখা যাবে।

প্রস্থান

পরেশ চিন্তা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—পরেশের হোটেলের আফিস ঘর।

সময়—দুদিন পরে সকাল বেলা।

নরেন তাহার টেবিলে বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে এবং খাতাপত্র উল্টাইতেছে। ঝড়ুর প্রবেশ। ঝড়ু টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ঝাড়িতে লাগিল।

নরেন। তাইরে নারে, নাইরে না, না, না, না। তাইরে নারে (ইত্যাদি)।

ঝড়ু। আজ কদিন কর্ত্তাবাবু নেই, তাইতেই কাজে মন্দা প'ড়ে গেল।

নরেন। মন্দা কোথায় দেখলি ?

ঝড়ু। মন্দা বৈকি বাবু, লোকজন তেমন আসছে কই ?

নরেন। আসবে রে আসবে। তুই দেখে নিস্। আমি পরেশবাবুকে না ব'লেই একটা দালাল লাগিয়েছি। সে গিয়েছে হাওড়া ষ্টেশনে। দেখবি আজকেই কত লোক এনে হাজির করবে। লোকটা এমন কথা বলতে পারে যেন মুখ দিয়ে খই ফোটে।

ঝড়ু। ঐটে আপনি ঠিক করেন নি বাবু। দালালের কি বিশ্বাস আছে ? কত বাজে লোক এনে হাজির করবে।

নরেন। আমাদের ভয় কি ? আগাম টাকা নিয়ে বসে থাকব।

ঝড়ু। কিন্তু যারা আসবে তারা যদি ভাল লোক না হয় তাহ'লে বাবু চটে যাবেন। এই তো দেখুন একটি রাজাবাহাদুর এঁসেছেন। উনি একাই একশ'।

নরেন। তাকে তো আর দালাল ধরে আনেনি। কর্ত্তাবাবু নিজে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা ব'লে তাকে এনেছেন।

ঝড়ু। তা এনেছেন বটে, কিন্তু লোকটাকে আমার পছন্দ হয় না।

নবেন। (কৌতূহলের সহিত) পছন্দ হয় না? কি করেছে সে?

ঝড়ু। লোকটা সুবিধের নয় বাবু। দিন রাত আমাকে বিরক্ত করছে।

নরেন। ব্যাপার কি? খুলেই বল না।

ঝড়ু। (গম্ভীর ভাবে) বাবুটাব চরিত্তির খারাপ।

নরেন। হো-হো-হো-হো। কি চেয়েছে তোর কাছে?

ঝড়ু। (ইতস্ততঃ করিয়া) হুজুর, লোকটার চিঠি লেখার বাতিক আছে।

নরেন। (বুঝিতে না পারিয়া) কার কাছে?

ঝড়ু। (বিরক্ত হইয়া) সকলের কাছেই বাবু। হোটেলে এত মেয়েছেলে রয়েছে। তাদের বাবুরা বাইরে গেলেই উনি একখানা চিঠি পাঠান।

নবেন। (অবাক্ হইয়া) বলিস্ কি? তুই চিঠি দিয়েছিস্?

ঝড়ু। আজ্ঞে না হুজুর, আমি দিইনি কিন্তু ছোক্‌রা গুলোকে একটাকা দুটাকা বখশিস দিয়ে রাজি করিয়েছে।

নরেন। হুঁ। এর একটা ব্যবস্থা তো করতে হয় ঝড়ু।

ঝড়ু। না, না, বাবু। যা করবার কর্ত্তাবাবু এসে করবেন। উনি কবে আসচেন?

নরেন। দুই একদিনের ভেতরেই আসবেন।

বৈরাগীর প্রবেশ।

বৈরাগী। জয় শ্রীহরি। এই যে ছোটবাবু, কর্ত্তাবাবু কোথায়?

নরেন। উনি মাদ্রাজে গিয়েছেন। দুই একদিনের মধ্যেই আসবেন। আপনি বসুন।

বৈরাগী। না বাবা, যাই। বাবুর কাছে একটা কথা ছিল।

নরেন। আমাকে বললে হয় না?

বৈরাগী। তুমি কি পারবে?

নরেন। ব'লেই দেখুন না।

ঝড়ু। বল না ঠাকুর, ভয় কি? বাবু না থাকলে ছোটবাবুই তো ম্যানেজারি করেন।

বৈরাগী। আমার পাঁচটা টাকা চাই বাবা।

নরেন। পাঁচটাকা! (ঝড়ুর দিকে একবার তাকাইয়া) তাহ'লে বাবাজি, কর্ত্তাকেই বলা ভাল। উনি কাল পরশুই আসবেন।

বৈরাগী। কিন্তু আজ পেলে সুবিধে হ'ত। (অনুচ্চ স্বরে) বেচারা না খেয়ে মরচে।

ঝড়ু। কে না খেয়ে মরছে বাবা?

বৈরাগী। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) একটি স্ত্রীলোক বাবা। সংসারে তার কেউ নেই। আচ্ছা থাক্। অনেকগুলো টাকা, তোমরাই বা কি ক'রে দেবে? (যাইতে উদ্যত।)

নরেন। কি বলিস্ ঝড়ু?

ঝড়ু। দিয়েই ফেলুন। না দিলে কর্ত্তাবাবু আবার চটেও যেতে পারেন।

নরেন। ও বাবাজি, দাঁড়ান। (বৈরাগী ফিরিল।) আপনি বসুন, আমি টাকা দিচ্চি।

বৈরাগী। তোমার ক্ষতি হবে না তো?

নরেন। না, এমন কি আর ক্ষতি। গালাগালি খেতে হ'তে পারে। কর্ত্তার যা মেজাজ, হয় তো মারতেই আসবেন। তা, ওটা আমার স'য়ে গিয়েছে। কিন্তু না দিলেও আবার চটে যেতে পারেন। কি বলিস্ ঝড়ু? হয় তো বলবেন একটা লোক না খেয়ে মরচে আর তুমি

একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে পাঁচটা টাকা দিতে পারলে না? দিলেও বিপদ, আবার না দিলেও বিপদ। সুতরাং দিয়েই দিচ্ছি। কি বলিস্ ঝড়ু? সৎকার্য্যে পাঁচটা টাকা···

ঝড়ু। হাঁ বাবু, দিয়ে দেওয়াই ভাল। গালাগালি তো রোজই খাই। ওটা কর্ত্তাবাবুর স্বভাব।

নরেন। ভারি বদ স্বভাব, কি বলেন বাবাজি?

বৈরাগী। (হাসিয়া) কিন্তু কর্ত্তাবাবু তোমাদের দুজনকেই ভালও বাসেন। দুঃখে কষ্টে ওর মেজাজটা একটু খারাপ হ'য়ে গিয়েছে।

নরেন। এই নিন আপনার টাকা। (টাকা দিল।)

বৈরাগী। বেঁচে থাক বাবা। তুমি ভারি লক্ষীছেলে। আচ্ছা আজ যাই।

যাইতে উদ্যত।

নরেন। ও বাবাজি, আপনি চলে যাচ্ছেন?

বৈরাগী। হাঁ বাবা, কাজ রয়েছে।

নরেন। বেশ লোক তো ঠাকুর। টাকা দিলাম আর অমনি চম্পট! ভদ্রতার খাতিরে এক আধটা গানটান ও তো শোনাতে হয়। কি বলিস্ ঝড়ু?

ঝড়ু। ঠিক বলেছেন বাবু। বাবাজির গান নয় তো অমৃত। একখানা গাও না ঠাকুর।

বৈরাগী। তোমাদের কি ভাল লাগবে আমার গান? কর্ত্তাবাবুর কাছে গাই এই ভেবে যে বৈরাগীর গান শুনলে ওর মনটা হয় তো একটু ভাল লাগবে। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সব থেকেও তার কিছুই নেই। (হাসিয়া) তোমরা গিয়ে বায়স্কোপ দেখ বাবা।

যাইতে উদ্যত।

নরেন। ও ঠাকুর, শুনুন।

বৈরাগী। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া) ছেড়ে দে না বাবা। মেয়েটা না খেয়ে মরচে।

নরেন। আপনি বলছিলেন কর্ত্তাবাবুর সব থেকেও কিছুই নেই। কথাটা কি সত্যি ?

বৈরাগী। (হেঁয়ালির সহিত) এই পৃথিবীতে কিছুই সত্য নয় বাবা, সত্য শুধু হরিনাম।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান। নরেন মাথা চুলকাইতে লাগিল।

নরেন। ত্যাখ ঝড়ু, পরেশ বাবুর হঠাৎ মাদ্রাজ যাওয়াটার একটা অর্থ আছে।

ঝড়ু। (সন্দেহের সহিত তাকাইয়া এবং কিছু গোপন করিবার মত ভাব দেখাইয়া) আমি কিছু জানি না বাবু।

হঠাৎ প্রস্থান।

নরেন। (স্বগতঃ) না, পরেশ বাবু হাওয়া খেতে মাদ্রাজ গিয়েছেন এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বাহিরে কোলাহল। অপূর্ব্ব, যুথিকা, জনৈক যুবক এবং যুবতীসহ হোটেলের দালালের প্রবেশ। যুথিকা বিমর্ষ। সে নরেনকে লক্ষ্য করিল না, ঘুরিয়া ফিরিয়া দেওয়ালে ঝুলানো ছবি দেখিতে লাগিল। নরেন যুথিকাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া অবাক্ হইল এবং অপূর্ব্ব ইত্যাদির সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে এক আধবার যুথিকার দিকে তাকাইতে লাগিল।

দালাল। আসুন, আসুন, এই দিকে আসুন। এই যে ম্যানেজার বাবু, এঁদের এনেছি। আসুন, এইখানে বসুন। (চেয়ার টানিয়া দিল।)

অপূর্ব্ব। (নরেনের প্রতি) শুনলাম আপনাদের হোটেল খুব ভাল।

দালাল। আপনি নিজেই দেখবেন স্তর। এত প্রকাণ্ড হোটেল কলকাতা সহরে নেই। তা ছাড়া, টেলিফোন্, মোটরকার, বাথরুম, রেষ্টুরেণ্ট, এমন কি মদের লাইসেন্সটি পর্য্যন্ত রয়েছে। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। আপনার কিছু অসুবিধে হবে না স্তর। হুকুমটি করবেন আর সব এসে আপনি হাজির হ'য়ে যাবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। ম্যানেজার বাবু, নিন তো বইটা। তাড়াতাড়ি একটা রসিদ লিখে ফেলুন। (অপূর্ব্বের প্রতি) যদি কিছু মনে না করেন তো সাত্‌দিনের টাকাটা জমা দিয়ে দিন স্তর। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অপূর্ব্ব। আগাম টাকা দিতে হবে ?

দালাল। আগাম মানে, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, টাকাটা আফিসে জমা থাকবে। আফিসে থাকাও যা আপনার কাছে থাকাও তাই। তা ছাড়া, কলকাতার সহর, পকেট থেকে চুরি যেতে কতক্ষণ, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। লিখুন ম্যানেজার বাবু। বেয়ারাকে ডাকুন, ঘর দেখিয়ে দিক্।

নরেন। ক'খানা ঘর চাই আপনার ?

অপূর্ব্ব। এ-এ একখানা শোবার ঘর আর একখানা বসবার ঘর।

নরেন। (একবার সন্দেহের সহিত যূথিকার দিকে তাকাইয়া) কি নাম লিখব ?

অপূর্ব্ব। অপূর্ব্ব চৌধুরী। (যূথিকাকে দেখাইয়া) ইনি আ-আ আমার স্ত্রী।

নরেন। (নরেন এমনভাবে চমকাইল যে তাহার হাতের কলম আকাশে উড়িল।) স্ত্রী !

যূথিকা শব্দ শুনিয়া হঠাৎ ফিরিয়া নরেনকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। অস্ফুটভাবে চীৎকার করিয়া উঠিয়াই সে আত্মসংযম করিল।

যূথিকা। অপূর্ব্ব ! এই হোটেলে আমাদের থাকা হবে না।

অপূর্ব্ব। (অপর যুবতীটির প্রতি চাহিতে চাহিতে) কেন বল তো ?

যূথিকা। আমার ভাল লাগছে না এখানে। তুমি অন্য হোটেলে চল।

দালাল। কি যে বলছেন ম্যাডাম। এত বড় হোটেল আপনার পছন্দ হচ্চে না ? ঘরগুলো একবার দেখুন। বাথরুমটি দেখলে আর বেরুতে ইচ্ছে করবে না আপনার হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। বাবু, একবার বেয়ারাকে ডাকুন তো, ম্যাডামকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। (দরজার কাছে গিয়া) এই বেয়ারা ! বেয়ারা !

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। আমাকে ডাকছিলেন ?

দালাল। চল তো ম্যাডামকে আমাদের বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। আপনি আসুন। ম্যানেজার বাবু হাত চালিয়ে রসিদটা লিখুন না।

নরেন রসিদ লিখিল। অপূর্ব্ব যুবতীটির দিকে বারবার চাহিতে লাগিল। যুবতীও মৃদু হাসিতে লাগিল। যূথিকা তাহা লক্ষ্য করিল।

আসুন ম্যাডাম।

নরেন। চার নম্বরে নিয়ে যাও।

দালাল। আসুন ম্যাডাম।

যূথিকা। (অপূর্ব্ব এবং যুবতীটির দিকে তাকাইয়া হাসিয়া) চল।

দালাল, ঝড়ু এবং যূথিকার প্রস্থান।

নরেন। এই নিন আপনার রসিদ। একশ পঁচাত্তর টাকা।

অপূর্ব্ব রসিদ লইয়া টাকা বাহির করিতে লাগিল। সে ইচ্ছা করিয়াই দেরী করিতে লাগিল। নরেন অপর যুবকটির দিকে তাকাইল।

আপনাদের কখানা ঘর চাই ?

যুবক। এ-এ-দুখানা মানে একখানা হ'লেও চলে, ইনি আমার বোন্।

নরেন। (সন্দেহের সহিত) আপনার বোন্?

যুবক। না, না, মানে আপন বোন্ ঠিক নয়। এই যে কি বলে আমার মাসতুত বোন্।

নরেন। আপন মাসতুত বোন্?

যুবক। এ-এ মানে আপন মাসতুত বোন্ নয়, এই যে কি ব'লে এ-এ—

নরেন। (গম্ভীর ভাবে) দুখানা ঘর নিতে হবে।

অপূর্ব্ব। হো-হো-হো-হো।

যুবক। আপনি হাসচেন কেন বলুন তো?

অপূর্ব্ব। হাস্‌চি এই ভেবে যে আপনার হাত এখনও বড্ড কাঁচা, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যুবতীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি করিয়া প্রস্থান। যুবতীটিও তাহার দিকে চাহিয়া অর্থপূর্ণভাবে হাসিল।

নরেন। এই নিন আপনাদের রসিদ। পাঁচটাকা ক'রে দুজনে রোজ দশ টাকা। সপ্তাহে সত্তর টাকা। ঘরের নম্বর আটত্রিশ আর উনচল্লিশ।

যুবক। (পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিয়া রাগের সহিত টেবিলে রাখিয়া) এই নিন মশাই সত্তর টাকা। ঘর দেখিয়ে দেবেন চলুন।

নরেন ঘণ্টা বাজাইল। জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

নরেন। এই বাবুকে আটত্রিশ আর উনচল্লিশ নম্বর ঘর দেখিয়ে দে।

ভৃত্য। আসুন হুজুর।

যুবক। (কিছুটা যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া, নরেনকে) আপনার বুঝি বিশ্বাস হয়নি আমার কথাটা?

নরেন। কোন্ কথাটা?

যুবক। এই যে বলেছিলাম (যুবতীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া) উনি আমার-ইয়ে-মানে—

যুবতী। কেন মিছামিছি সময় নষ্ট করছ ? চলে এস।

যুবক। (নরেনের দিকে সন্দেহের সহিত তাকাইয়া) হুঁ। আচ্ছা, এখন যাচ্ছি।

যুবক যুবতী এবং ভৃত্যের প্রস্থান। নরেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল।

নরেন। ঝড়ু! ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ। ঝড়ুর মুখ গম্ভীর।

ঝড়ু। আমাকে ডাকছিলেন ?

নরেন। হাঁ, ডেকেছিলাম, কিন্তু তুই কি ভাবছিস্ ?

ঝড়ু। (বিরক্তির সহিত) আপনিও যা ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি। বাবু, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না। এই তো দুবছর আগে আমাদের হোটেলে নবীনবাবুর সঙ্গে বিয়ে হ'ল, এখন বলে কিনা ঐ বাবুটার স্ত্রী। আপনাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা বাবু। আমাদের স্বজাত হ'লে ঠেঙিয়ে সিধে করতুন।

নরেন। আমি কিন্তু আগেই জানতাম ওরকম হবে। বাপ দাদা কেউ দেখল না, শুনল না, কোথাকার কে, অমনি দশমিনিটে বিয়ে! এখন ঠ্যালা সামলাও।

তিমিরের প্রবেশ।

তিমির। কে কাকে ঠ্যালা মারল হে ?

ঝড়ু। আপনি বাবু বাইরে যান। আমাদের ঘরের কথা হচ্চে।

তিমির। আচ্ছা বখাটে হয়েছিস্ তো। ছিলি বাসনমাজা চাকর হ'য়েছিস চাপরাশী, তাইতেই এত ?

ঝড়ু। আমরা ছোটলোক হুজুর, লেখাপড়া শিখিনি তাই চাপরাশী হ'লেই যথেষ্ট। ভগবান্ গতর দিয়েছেন, খেটে খাই কিন্তু আপনাদের মতন মান বেচে খাই না।

তিমির। শুনেছ ব্যাটার কথা!

ঝড়ু। শুনবে আবার কি হুজুর? আজ ছু'মাস হ'ল বসে বসে খাচ্চেন। হোটেলে একটি পয়সা দেন নি। ঝাঁটা মারলেও তো যাচ্ছেন না।

যাইতে উদ্যত।

তিমির। ভাগ্।

কটমট করিয়া তাকাইয়া ঝড়ুর প্রস্থান।

বড্ড বাড় বেড়েছে তো।

নরেন। টাকাটা দিয়ে দিলেই তো পারেন।

তিমির। আলবৎ দিয়ে দেব ভাই। আমি মাইরি বলছি সব টাকা দিয়ে দেব। আজ ছ'টি মাস চাকরি নেই। আমার এক শত্রুপক্ষ মিছিমিছি আফিসে লাগিয়ে দিলে যে আমি মদ খাই, তাইতো চাকরিটা গেল। কেমন অন্যায় বল তো?

নরেন। আমি তো শুনেছি আপনি মাতাল হ'য়ে আফিসে গিয়েছিলেন।

তিমির। ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। তুমি ওকথা বিশ্বাস করেছ? আমি কখনও মাতাল হতে পারি? হয় তো ইয়ে মানে একটু ফূর্ত্তি হ'য়েছিল, তাই ব'লে আমি মাতাল হয়েছিলাম? তুমি বিশ্বাস ক'রো না ওসব কথা। শত্রুপক্ষ মিছে কথা বলেছে।

নরেন। (হাসিয়া) আপনার আফিসের একটি বাবু যিনি আপনাকে পৌঁছে দিলেন, তিনি তো বললেন আপনি আফিসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন।

তিমির। (চটিয়া) সে তাই বলেছে? আচ্ছা মিথ্যেবাদী তো। আমি যে পা ফসকে প'ড়ে গিয়েছিলাম।

নরেন। প'ড়ে গেলেন তো উঠলেন না কেন?

তিমির। (গর্ব্বের সহিত) হ্যাঁ, আমি উঠেছিলাম। আমি রীতিমত সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলাম। যখন সাহেব এল তখন আমি তাকে বললাম—সাহেব, এরা মিছে কথা বলছে, তুমি আমাকে পরীক্ষা কর। তখন সাহেব বল্‌ল—আচ্ছা তুমি যদি লাইন ধ'রে সোজা হাঁটতে পার তাহ'লে আমি তোমাকে বিশ্বাস করব। আমিও বুকঠুকে বললাম, আলবৎ পারব। কিন্তু আমার শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফাঁসিয়ে দিলে।

নরেন। কি করল তারা?

তিমির। (রাগে গড়গড় করিয়া) সাহেব বলল চক্ দিয়ে মাটিতে সোজা লাইন টানতে। কিন্তু ওরা লাইন টানল বাঁকা বাঁকা, একবার এদিক্ একবার ওদিক্, আবার এদিক্—যত সব শয়তানের দল।

নরেন। হো-হো-হো-হো।

তিমির। তুমিও আমার কথা অবিশ্বাস করছ?

নরেন। (কাজে মন দিয়া) না, দাদা, অবিশ্বাস কেন করব? বাবু বলছিলেন সামনের মাসে টাকা না পেলে তাড়িয়ে দেবেন।

তিমির। না, না, না, না ভাই, তুমি একটু বুঝিয়ে বল ওকে। আমি মাইরি বলছি, সামনের মাসে সব টাকা শোধ করে দেব। তোমাকে তাহ'লে খুলেই বলছি। (সঙ্গোপনে) এই যে রাজাবাহাদুর এসেছেন, ওকে আমি বাগিয়েছি, বুঝলে? এবার সুবিধে মত একটি জোগাড় ক'রে দিতে পারলেই ব্যস্—একসঙ্গে দুশ টাকা। (হাসিয়া) তারপর এটা আছে, ওটা আছে, দোহন করতে পারলে অন্ততঃ পাঁচশ'টি টাকা খস্‌বে। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নরেন। (বিরক্ত হইয়া) তিমিরবাবু, আপনার এইসব কুৎসিত কথা আমি

শুনতে চাই না, হোটেলের মধ্যে এইসব কুৎসিত ব্যবহারও আমরা বরদাস্ত করব না।

তিমির। তুমি চট কেন হে ছোকরা? এটা কুৎসিৎ কথা হ'ল? যাক্ তুমি ছেলেমানুষ। তুমি ওসব বুঝবে না, পরেশবাবু বুঝতেন।

নরেন। (চটিয়া) না, উনি বুঝতেন না। আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে আমি হোটেল থেকে বের ক'রে দেব।

তিমির। ওঃ বাবা! তুমি যে ধর্ম্মপুত্তুর সেজে বসে আছ। (ব্যঙ্গ করিয়া) এদিকে যে দালাল লাগিয়ে কয়েকটি রত্ন ধ'রে এনেছ তা বুঝি আমি দেখিনি?

নরেন। (চমকাইয়া) আপনি কার কথা বলছেন?

তিমির। দেখ নরেন, আমাকে বকিও না। যেই দুটি একটু আগে এলেন তারা কি রকম চিজ তা আমার বেশ জানা আছে।

নরেন। (যেন কিছু বুঝে নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া) কে তারা?

তিমির। দেখ, তুমি হয় বোকা, নয় তো ন্যাকা। অপূর্ব্ববাবু ব'লে যে ছোকরাটি এল, তার সঙ্গে যেই মেয়েটি আছে তাকে তুমি চেন না?

নরেন। কই না তো?

তিমির। (ব্যঙ্গ করিয়া) ভাল ক'রে একবার মনে ক'রে দেখ। কিন্তু আমি ভাবছি আর একটির কি হ'ল? যেটির নাম করতে তোমার কর্ত্তাবাবু অজ্ঞান সেটিও এসে পড়লে সুবিধে হ'ত। দেখতেও ভাল ছিল বেশী, তাই রাজাবাহাদুরের কাছে বখশিসটাও পাওয়া যেত সেই রকম।

নরেন। দেখুন তিমিরবাবু, আপনি বিজয়দার স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু বললে আপনার ভাল হবে না।

তিমির। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, মনে তাহ'লে পড়েছে। (তীব্রভাবে) তুমি বলছ-স্ত্রী! স্ত্রী ব'লে কোন পদার্থ নেই পৃথিবীতে, শুধু আছে পুরুষ আর নারী, বুঝেছ? তোমার ওসব ফষ্টি নষ্টি রেখে দাও। সুবিধের জন্যই বিয়ে করা হয়। যদি বাইরে বেশী সুবিধে পাওয়া যায় তাহ'লে স্বামীও বাইরে বাইরে ঘোরে আর স্ত্রীও বেরিয়ে যায়। তার প্রমাণ অনেক পেয়েছ, আরও একটি পেলে আজ। (চটিয়া) আরও প্রমাণ চাও?

নরেন। আপনার ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়।

তিমির। তার মানে সত্যি কথা শুনতে তুমি ভয় পাও।

নরেন। (চটিয়া) মিথ্যাই যার ব্যবসা তার কাছে সত্যি কথা শুনবার স্পৃহা আমার নেই।

যোগেনের প্রবেশ।

তিমির। য়্যাঁ, তুমি যে আমাকে গালাগালি দিচ্ছ।

নরেন। আর বেশীক্ষণ দাঁড়ালে আমি আপনার কাণ দুটো ছিঁড়ে নেব।

তিমির। তুমি ভারি বদরাগী তো। গালাগালিও দেবে আবার কাণও ছিঁড়ে নেবে?

নরেন। উঃ! আপনি গেলেন এখান থেকে? এক্ষুণি না গেলে দারোয়ান ডেকে অপমান করব বলছি।

তিমির। দেখছ যোগেন! ছেলেটার মাথাটাই খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। কাণ ছিঁড়ে নিচ্ছে আবার অপমান করবে বলেও ভয় দেখাচ্ছে। (নরেনের প্রতি) তুমি ভারি বদরাগীতো।

নরেন। ওঃ, এ অসহ্য।

রাগের সহিত বই খাতা ইত্যাদি ফেলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

যোগেন। ব্যাপার কি ?

তিমির। নতুন কিছু নয়। অতি পুরাণো একটা সত্যি কথা ওকে বলেছি ব'লে ছোকরা চটে লাল। আচ্ছা তুমিই বলতো। তোমার মনে পড়ে সেই পুরাণো হোটেলে বিজয়বাবু আর নবীনবাবু দুটি বোনকে বিয়ে করে ?

যোগেন। হ্যাঁ, একটিব নাম পারুল, আব একটির নাম যূথিকা।

তিমির। (অবাক্ হইয়া) ও বাবা! তুমি যে নামশুদ্ধ মুখস্থ রেখেছ। তোমারও ওদিকে নজর ছিল নাকি ?

যোগেন। (অপ্রস্তুত হইয়া) এ-এ-এ-ছি-ছি আপনি কি বলছেন ?

তিমিব। (হাসিয়া) লজ্জা কি ভায়া ? পাড়াগাঁয়ে তোমাব যে বউ রয়েছে তার চেহারাতে দেখবার কি কিছু আছে আর ? হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যোগেন। এ-এ-এ-ছি-ছি,—আপনি কি বলছেন ?

তিমির। (যোগেনের পিঠ চাপডাইয়া) কিছু ভেব না ভায়া, তুমিও আমার পথেই আসবে। যাক্ যেটির নাম যূথিকা ছিল সেটি আজকে এসেছেন।

যোগেন। (অবাক্ হইয়া) এখানে ?

তিমির। হ্যাঁ। উনি এখানেই এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন অপূর্ব্ববাবু ব'লে একটি যুবক। হোটেলের খাতায় লিখেছেন ওরা স্বামী এবং স্ত্রী।

যোগেন। (অবাক্ হইয়া) আপনি দেখেছেন ?

তিমির। আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা একই ঘরে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বসবাস করছেন।

যোগেন। বলেন কি ? নবীন কোথায় ?

তিমির। তিনি হয় তো আর একটি হোটেলে আর একটি যুবতীর সঙ্গে আছেন। আমি নরেনকে তাই বলছিলাম যে বিয়ে করা হয় সুবিধের জন্ম। যদি বাইরে বেশী সুবিধে পাওয়া যায়, তাহ'লে স্বামী বাইরে বাইরে ঘোরে এবং স্ত্রীও বেরিয়ে যায়।

যোগেন। সকল স্বামী-স্ত্রী তা কবে না।

তিমির। আলবৎ করে।

যোগেন। আপনি বলছেন সুবিধে পেলেই স্ত্রী বেরিয়ে যায়? কই, আমার স্ত্রী তো বেবিয়ে যায় নি।

তিমির। হো-হো-হো-হো। তাকে নেবে কে?

যোগেন বিরক্ত হইল।

সে যদি এই যূথিকার মত দেখতে হ'ত তাহ'লে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

যোগেন ক্ষুণ্ণ হইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

(প্রস্থান।)

যোগেন এক পায়ের উপর অন্য পা দিয়া পা নাচাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চেয়ার নাড়িয়া বসিয়া পুনরায় অতিশয় দ্রুত পা নাড়াইতে লাগিল।
কিয়ৎকাল পর রাজাবাহাদুরসহ তিমিরের পুনঃ প্রবেশ।

এই যে, যোগেন এখানেই রয়েছে, আসুন রাজাবাহাদুর, আসুন। আপনি নিজ মুখেই ওকে জিজ্ঞেস করুন। বলতো ভাই যোগেন, অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে যেই মেয়েটি এসেছে সেই আমাদের নবীনের স্ত্রী কিনা।

যোগেন। (বিরক্ত হইয়া) আমি কি ক'রে জানব? আমি অপূর্ব্ববাবুকেও দেখিনি, মেয়েটিকেও দেখিনি।

তিমির। (চটিয়া) দেখনি তাতে হয়েছে কি? এক হোটেলে আছ দেখাতো হয়েই যাবে।

রাজাবাহাদুর। তুমি চট কেন তিমিরবাবু? ভদ্রলোক দেখেননি, বলবেন কি ক'রে? আপনি ঠিকই বলেছেন যতীনবাবু।

যোগেন। (রাগের সহিত) আমার নাম যতীন নয়, আমার নাম যোগেন।

রাজাবাহাদুর। ওঃ হ্যাঁ, যোগেনবাবু। আমারই ভুল হয়েছিল। তা, মহাশয়ের কি করা হয় কলকাতায় ?

যোগেন। আমি একটা মার্চেন্ট আফিসের কেরাণী। কিন্তু অত খবরে আপনার কি দরকার তাতো আমি বুঝতে পারছি না।

তিমির। তুমি তো আচ্ছা অভদ্র। রাজাবাহাদুর ভাল ভেবে তোমার খবর নিচ্ছেন আর তুমি চটে যাচ্ছ ?

যোগেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি উনি আমার খবর নিতে আসেন নি। উনি এসেছেন ওর নিজের গরজে। কিন্তু আমি ওসব খবর টবর দিতে পারব না। আমি তাকে চোখেও দেখিনি, বাস্।

রাজাবাহাদুর। এর উপরে আর কথা চলে না তিমিরবাবু। চল। ওঃ হ্যাঁ, আপনি কি হিসাব নিকাশ করতে জানেন—এ-এ-এ-যতীনবাবু ?

যোগেন। (চটিয়া) আমার নাম যতীন নয়, আমার নাম যোগেন।

রাজাবাহাদুর। ওঃ হ্যাঁ, যোগেন, এ-এ-এ-আপনি হিসাব নিকাশ করতে জানেন যোগেনবাবু ?

যোগেন। (সন্দেহের সহিত) তাতে আপনার কি প্রয়োজন ?

তিমির। তুমি তো আচ্ছা লোক হে। কোন্ দিকে হাওয়া বইছে তা বুঝতে পারছ না ? আমিই আপনাকে সব বলছি রাজাবাহাদুর। আমাদের যোগেন খুব পাকা লোক। হিসাব রাখতে ওর মতন আর দুটি নেই।

রাজাবাহাদুর। বটে !

তিমির। আজ্ঞে হাঁ, আমি যথার্থ বলছি। কিন্তু আফিসের বড়বাবু ওর উপর প্রসন্ন নন তাই বেচারা এখনও ষাট টাকাই মাইনে পাচ্ছে।

রাজাবাহাদুর। ভারি অন্যায় কথা তো।

যোগেন। (উৎসাহিত হইয়া) শুধু কি অন্যায়, এটা একটা অবিচার, একটা মহা অবিচার। এ গ্রেট্ ইন্‌জাষ্টিস্।

রাজাবাহাদুর। অবশ্য, অবশ্য। (তিমিরের প্রতি) তারপর ?

তিমির। তারপর তো বুঝতেই পারছেন। পুরানো মক্কেল ব'লে পরেশ বাবু তিরিশটি টাকাতেই ওকে হোটেলে রেখেছেন। বাড়িভাড়া করার উপায় নেই. এদিকে ঘরে স্ত্রী রয়েছে, পুত্র রয়েছে, মা রয়েছে। বলুন তো বেচারা কি করে ? শনিবার বিকেলে বাড়ি যায় আবার রবিবার বিকেলে কলকাতায় চলে আসে।

রাজবাহাদুর। বল কি ? এযে অমানুষিক অত্যাচার !

যোগেন। শুধু কি অমানুষিক অত্যাচার ? এটা একটা ভয়ঙ্কর অত্যাচার—এ-এ-এ ফিয়ারফুল টর্চ্চার।

রাজবাহাদুর। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তা দেখুন, আমার একটি বিচক্ষণ লোকের দরকার। বেশ হিসাব নিকাশ জানে, ইংরাজীতে দুচারখানা চিঠি লিখতে পারে এই রকম একটি লোক আমি খুঁজছি। আপনি তো দেখতে পাচ্ছি ইংরাজীটা বেশ ভালই শিখেছেন।

যোগেন। (লজ্জিত হইয়া) তা একটু জানি বৈকি স্যর, বিলিতী আফিসে চাকরি। সাহেব সুবাদের সঙ্গে কথা কইতে হয় তো।

রাজবাহাদুর। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তা আপনি যদি কাজটা চান তো আমি ম্যানেজারবাবুকে বলব'খন।

তিমির। বিলক্ষণ! চাইবে বৈকি, রাজাবাহাদুর, কত মাইনে দেবেন সেটা যদি···

রাজাবাহাদুর। ও হ্যাঁ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন একশ' টাকা দেব।

যোগেন। (লাফাইয়া উঠিয়া) য়্যাঁ ? কত টাকা বললেন ?

রাজাবাহাদুর। এখন একশ' টাকা। দুমাস পরে পাঁচিশ টাকা বাড়িয়ে দেব।

যোগেন। (প্রায় দম বন্ধ হইয়া) দুমাসে একশ পঁচিশ টাকা?

তিমির। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, একশ পঁচিশ টাকা। এবার ব'সে মাথাঠাণ্ডা ক'রে বেশ ক'রে বোঝ।

যোগেনকে বসাইল। রাজাবাহাদুর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

দেখলে তো? এক মিনিটে তোমার দুঃখ ঘুচলো। এবার রাজাবাহাদুরের কথাটা একটু ভেবে দেখ।

যোগেন। আমায় কি করতে হবে?

তিমিব। (হাসিয়া) কিছুই না। আমি রাজাবাহাদুরকে বলেছি যে তোমার সঙ্গে যুথিকা দেবীর ভাব ছিল।

যোগেন। আমার সঙ্গে তো ভাব ছিল না মোটেই।

তিমির। আঃ তাতে হয়েছে কি? তোমাকে চিনতে সে পারবেই। তুমি একটা সুযোগে তার সঙ্গে রাজাবাহাদুবের পরিচয়টা করিয়ে দেবে। ব্যস্।

যোগেন। কি ব'লে পরিচয় করাব?

তিমির। আচ্ছা বোকা তো তুমি। বলবে ইনি আমাদের রাজাবাহাদুর, মস্ত বড় জমিদার, কত হাতী, কত ঘোড়া·

যোগেন। হাতী ঘোড়া তো আমি দেখিনি।

তিমির। আঃ তাতে হয়েছে কি? আছে তো?

যোগেন পা নাড়াইতে লাগিল।

তোমার অত ভাবনা করার দরকার কি? তুমি তো বলেই খালাস। তারপর দেখে নেব ঐ অপূর্ব্ববাবুর টাকার দৌড় কত।

যোগেন। ও সব বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

তিমির। হুঁ। তুমি একটি গর্দ্দভ। বেশ! আমি রাজাবাহাদুরকে গিয়ে

বলি যে তোমার দ্বারা হবে না। এমন চাকরিটা হাতছাড়া করলে? ভাল করলেও ভাল বুঝবে না, তোমার কিছু হবে না,

যাইতে উদ্যত।

যোগেন। আপনি যাচ্ছেন নাকি?

তিমির। যাব না কি এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করব?

যাইতে উদ্যত হইল কিন্তু দাঁড়াইয়া যোগেনের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিয়া বলিল।

তুমি না হয় একটু ভেবে নাও। এ বেলাটা ভাব, যা বলবার বিকাল-বেলা ব'লো।

যোগেন অসম্ভব দ্রুত পা নাড়িতে লাগিল। তিমির তাহার দিকে বক্রদৃষ্টি করিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হোটেলে অপূর্ব্ব এবং যূথিকার বসিবার ঘরের কিয়দংশ। একটি বড় সোফা, এবং দুই একখানি চেয়ার আছে। পশ্চাতের দেওয়ালের মাঝামাঝি স্থানে শোবার ঘরে যাইবার দরজা। দরজা খোলা কিন্তু পর্দ্দা ঝুলানো থাকায় শোবার ঘরের অভ্যন্তর অদৃশ্য।

সময়—সেই দিন রাত্রিবেলা।

হাতে একটি বালিশ এবং কাঁধে একটি কম্বল লইয়া শোবার ঘর হইতে যূথিকার প্রবেশ। তাহার গলায় একটি হীরার নেকলেস্। যূথিকা সোফাতে শয়নের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। অপূর্ব্বের প্রবেশ। সে অতিশয় উত্তেজিত।

অপূর্ব্ব। এ তোমার কি রকম ব্যবহার বল তো?

যূথিকা। (মৃদু হাসিয়া) কি অন্যায়টা দেখলে?

অপূর্ব্ব। অন্যায় নয়? এটা কি শোবার ঘর?

যূথিকা। শোবার ঘর কেন হ'তে যাবে? এটা বসবার ঘর। কিন্তু আমি এখানেই শোব, তুমি শোবার ঘরে যাও।

অপূর্ব্ব। আমি ওঘরে শোব আব তুমি এখানে শোবে?

যূথিকা। হ্যাঁ, সেই রকমই আমার ইচ্ছা।

অপূর্ব্ব। (অবাক্ হইয়া) তোমার ইচ্ছা?

যূথিকা। হ্যাঁ।

অপূর্ব্ব। কিন্তু আমার যদি তা ইচ্ছা না হয়?

যূথিকা। (তীব্রভাবে) অপূর্ব্ব, তুমি আমাকে বলেছিলে যে আমাকে উদ্ধার করবার জন্যই তুমি কলকাতায় নিয়ে এসেছ।

অপূর্ব্ব। হাঁ, আমি আমার কথা রেখেছি। তোমাকে একটা ছোটলোক স্বামীর হাত থেকে আমি উদ্ধার করেছি।

যথিকা। আমিও আগে ভেবেছিলাম তাই, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। তা ছাড়া আমাব স্বামী ছোটলোক নয়। সে এত মহৎ যে আমি তাব অযোগ্য।

অপূর্ব্ব। মহৎ! তুমি ওকে বলছ মহৎ! মাসের পর মাস যে লোকটা নির্লজ্জের মত শ্বশুরের অন্নধ্বংস ক'রে যাচ্ছে তাকে তুমি বলছ মহৎ?

যুথিকা। হ্যাঁ, তবু সে মহৎ। সে চেয়েছিল আমাকে নীচু থেকে উপরে তুলতে আর তুমি চেয়েছ উপর থেকে আমাকে টেনে নামাতে। নবীনের তুলনায় তুমি অ'তিশয় সামান্য।

অপূর্ব্ব। (চমকিত হইল কিন্তু আত্মসংযম করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল।) তাহ'লে এই অধমের সঙ্গে তুমি বেরিয়ে এলে কেন?

যুথিকা (তীব্রভাবে) অপূর্ব্ব! আমি বেরিয়ে আসিনি। উদ্ধার করার নাম ক'রে তুমি আমাকে বার ক'রে এনেছ।

অপূর্ব্ব। হা-হা-হা-হা। সব মেয়েমানুষই তাই বলে থাকে। তুমি কচি খুকি কিনা তাই খেলনা দেবাব লোভ দেখিয়ে তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি!

যূথিকা। (দুঃখের সহিত) তুমি হাসছ। হাসো। তুমি হাসতে পার কারণ এঘর থেকে বেরিয়েই হাত ধুয়ে তুমি আবার ভদ্র-সাজতে পারবে। কিন্তু আমি খেলনা পাবার লোভেই এসেছিলাম।

অপূর্ব্ব। খেলনা? তুমি কি আমাকে খেলনা ভেবেছিলে?

যূথিকা। তোমাকে নয়। আমি মনে করেছিলাম জীবনটাই একটা খেলা-ঘর। আমি ভেবেছিলাম হেসে খেলেই আমার জীবনটাকে আমি কাটিয়ে দেব।

অপূর্ব্ব। তাই কর না। তোমাকে মানা করেছে কে?

যূথিকা। (উত্তেজিতভাবে) তার উপায় আর নেই। আমি আজ বুঝতে পেরেছি জীবনটা শুধু হাসি খেলা নয়। তাছাড়া হাসি খেলাও আমার শেষ হ'য়ে গিয়েছে কারণ আমার খেলার সাথীকে আমি পশ্চাতে ফেলে এসেছি।

অপূর্ব্ব। ওঃ, এখন আবার নবীনের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্চে বুঝি?

যূথিকা। না। ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না। ভগবান্ আমার ফিরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করেছেন।

অপূর্ব্ব। কেন, আবার একখানা টিকিট কিনে মাদ্রাজ গেলেই তো পার। তোমার স্বামী তোমাকে দেখে খুশি হবে।

যূথিকা। তুমি ঠাট্টা করছ। কিন্তু আমি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি যে আমি ফিরে গেলে সে আবার আমাকে গ্রহণ করবে।

অপূর্ব্ব। হা-হা-হা-হা। তা হয় তো করবে। কোনও ভদ্রলোকই করত না। কিন্তু, সে করবে কারণ প্যাকেটে ক'রে কবিতা বিক্রী ক'রে তোমার মতন মেয়েমানুষ সে রাখতে পারবে না।

যূথিকা। (রাগের সহিত চীৎকার করিয়া) অপূর্ব্ব!

অপূর্ব্ব। (ভয় পাইয়া) তুমি অমন ক'রে আমার দিকে তাকিও না।

যূথিকা। (রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে) তোমাকে বুঝানো অসম্ভব। কিন্তু মনে রেখো আমি শুধু একটা মেয়েমানুষ নই। আমি তোমার সঙ্গে মিশেছিলাম কারণ তখন আমি নবীনকে চিনতে পারিনি। তাই আমি ভেবেছিলাম তোমার হাত ধ'রে আমি নতুন ক'রে আবার ঘর সাজাবো। কিন্তু যখন ওকে চিনতে পারলাম তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম তুমি কত নীচ। তবু ওকে ছেড়ে আমি তোমার সঙ্গে এসেছি কারণ ভগবান্ আমাকে অস্পৃশ্য সাজিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই তোমার মত একটা ছোটলোকের হাত ধরেই আমাকে চলতে হবে, অথবা মরে যেতে হবে।

অপূর্ব্ব। (চমকাইয়া) না, না, না, না, তোমার ম'রে দরকার নেই। আমাকে তুমি রেহাই দাও। টাকা কড়ি যা গিয়েছে তার জন্য আমার দুঃখ নেই, তুমি আমাকে রক্ষে কর।

যূথিকা। (দুঃখের সহিত হাসিয়া) তুমি ভেবেছিলে টাকাকড়ি দেখিয়ে আমাকে তুমি ভুলিয়েছ কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমার বাবা তোমাকে বারকয়েক কিনে নিতে পারেন। তার টাকাকড়ির আদ্দেক আমারই প্রাপ্য কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় সেই টাকাকড়ি ফেলে দিয়ে এসেছি।

অপূর্ব্ব। (অবাক্ হইয়া) ফেলে দিয়ে এসেছ, অতগুলো টাকা?

যূথিকা। (মৃদু হাসিয়া) হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তা বুঝবে না সুতরাং আমি আর তর্ক করব না। তুমি এখন যেতে পার। (গলার নেকলেস খুলিয়া) এই নেকলেস্‌টা তুমি দিয়েছিলে। তুমি বরং এটা নিয়ে যাও।

অপূর্ব্ব। (ইতস্ততঃ করিয়া) আমি ওটা তোমাকে দিয়েছি। ফিরিয়ে আমি নিতে পারব না।

যূথিকা। (হাসিয়া) কেন সঙ্কোচ করছ? বিনিময়ে তুমি যা চেয়েছিলে আমি তো তা দিই নি। সুতরাং আমি ওটা রাখব না।

অপূর্ব্ব। (নেকলেস্ লইয়া রাগের সহিত) তুমি কেন এলে তা আমি বুঝতে পারছি না।

যূথিকা। চেষ্টা তুমি ক'রো না। কিন্তু এই কথাও বলে রাখছি—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমার কাছে আসতে চেষ্টা ক'রো না। আমি তো বলেছি যে জেনে শুনেই তোমার মত লোকের সঙ্গে আমি এসেছি। (মৃদু হাসিয়া) তুমি অপেক্ষা কর।

অপূর্ব্ব। আচ্ছা বেশ, আমি আজ আর কিছু বলব না কিন্তু কাল তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে।

যূথিকা। (হাসিয়া) না, কালও নয়, পরশুও নয়। কবে আসব তা আমি বলতে পারি না। আমাকে ভাবতে হবে।

অপূর্ব্ব। এটা তোমার অন্যায়। পা বাড়াবার আগেই তোমার ভাবা উচিত ছিল।

যূথিকা। কিন্তু তুমি তো তখন বলনি যে তুমি আমাকে এ ভাবে চাও।

অপূর্ব্ব। বাঃ! (চটিয়া) তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমাকে তীর্থ করাতে নিয়ে এসেছি?

যূথিকা। (আবেগের সহিত) হাঁ, তার চাইতেও বেশী ভেবেছিলাম অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্ব। (সভয়ে) তার মানে, তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমাকে বিয়ে করব ব'লে নিয়ে এসেছি?

যূথিকা। না, বিয়ে আমি একবার ক'রে দেখেছি। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ভালবাসবে।

অপূর্ব্ব। (চীৎকার করিয়া) আমিও তো ভালবাসতেই চাই।

যূথিকা। ওঃ-হো-হো-হো-হো।

যূথিকা হাসিতে লাগিল, অপূর্ব্ব ঈষৎ ভীত হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া শোবার ঘরে চলিয়া গেল। যূথিকা হাসিতে হাসিতেই কাঁদিয়া ফেলিল এবং বিছানায় মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। পা টিপিয়া টিপিয়া অপূর্ব্বের প্রবেশ। সে বাহিরে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া সে পকেট হইতে একতাড়া নোট এবং হীরার নেকলেসটি খুলিয়া দেখিল। পরে যূথিকার দিকে আক্রোশের সহিত তাকাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ষ্টেজ আস্তে আস্তে অন্ধকার হইয়া গেল। যূথিকা বিছানায় মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল। নেপথ্যে সঙ্গীত।

গান।

মনের আশা মনে রাখি
ভুলব ভালবাসা।
মরণ পথে পথিক আমি
ভুলব মনের আশা।
মিছে মম মন গেয়ে যায়,
মিছে মম মন মূরছায়।
বিজন গহন বনে
মন কাঁদে হায়।
মন মাঝে বেদনা,
কেমনে বুঝাব তারে,

একি শুধু কামনা ?
হৃদয়ে জ্বলিছে হায়
প্রণয় পিপাসা।
ভুলব ভালবাসা ॥
কেন মিছে ভাবনা ?
মিছে এই হাসি খেলা,
মিছে প্রেম ছলনা।
মরণে ফুরায়ে যাবে
সকল দুরাশা।
ভুলব ভালবাসা ॥

গান শেষ হইলে ষ্টেজ পুনরায় আস্তে আস্তে আলোকিত হইল। যূথিকা পূর্ব্ববৎ পড়িয়া আছে। ঈষৎ মাতাল অবস্থায় অপূর্ব্বের প্রবেশ।

অপূর্ব্ব। (দরজার বাহিরে কাহাকেও সম্বোধন করিয়া) এস, ভেতরে এস। লজ্জা করছ কেন ? ভেতরে এস।

অপূর্ব্ব হাত বাড়াইয়া পূর্ব্ব দৃশ্যের যুবতীকে টানিয়া ঘরে আনিল। যুবতীর গলায় যূথিকার পরিত্যক্ত হীরার হার।

যুবতী। এখানে লোক রয়েছে যে।

যূথিকা মাথা তুলিয়া যুবতীকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপূর্ব্ব। কেন ঘাবড়াচ্ছ ? উনি থাকবেন এ ঘরে। আমরা যাব ও ঘরে। এস।

যুবতী। উনি আপনার স্ত্রী না ?

অপূর্ব্ব। হা-হা-হা-হা। স্ত্রী ? উনিও তোমারি মতন স্ত্রী। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যূথিকা। অপূর্ব্ব ! এই সব কি হচ্ছে ?

অপূর্ব্ব। হবে আবার কি? তুমি চেয়েছ আলাদা থাকতে। থাকো। আমি ততদিন একটু ফূর্ত্তি করছি। কলকাতার সহরে মেয়ে মানুষের অভাব নেই। তুমি যতদিন আমার কাছে না আসবে আমি ততদিন ওকে নিয়ে থাকব। হীরের হারটা ওকে দিয়েছি। দেখছ কেমন মানিয়েছে? হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যূথিকা। তুমি যে এত নীচ হ'তে পার তা আমার ধারণা ছিল না।

অপূর্ব্ব। নীচ? নীচ হ'তে যাব কেন? আমার টাকা রয়েছে আমি ফূর্ত্তি করছি। তুমিও তো বেরিয়ে এসেছ ফূর্ত্তি করতে, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যূথিকা। (অপরিমিত ক্রোধে) সাবধান অপূর্ব্ব, তোমার জীভটাকে আমি দুহাতে উপড়ে নেব। (যূথিকা অপূর্ব্বের দিকে আসিতে লাগিল।)

যুবতী। (ভীত হইয়া) আপনি চলে আসুন। বাইরে চ'লে আসুন।

অপূর্ব্ব। (ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে যাইয়া) আমি যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে বলে যাচ্ছি যে এই ঘরে থাকার তোমার কোনও অধিকার নেই। ভাড়া দিয়েছি আমি। তোমার খরচ আমি দেব না। কালই তুমি আমার ঘর ছেড়ে চলে যাবে।

যূথিকা। (চীৎকার করিয়া) তুমি বেরিয়ে যাও আমার সুমুখ থেকে। এই মুহূর্ত্তে তুমি বেরিয়ে যাও।

অপূর্ব্ব। আচ্ছা! আমিও দেখব তুমি কোথায় যাও।

যুবতী অপূর্ব্বকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। যূথিকা ক্ষোভে এবং অপমানে কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় বসিল। এমন সময় তিমির দরজায় মুখ বাড়াইয়া নিঃশব্দে হাসিল। যূথিক হঠাৎ সেই দিকে তাকাইয়া তিমিরকে দেখিয়া পায়ের চটি তুলিয়া তাহার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিল। তিমিরের প্রস্থান। যূথিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আলোক নির্ব্বাপিত হইল। নেপথ্যে সঙ্গীত।

গান।

আঁধার ঘনায়ে এল
এল কাল রাত্রি।
ওরে মৃত্যু পথের যাত্রী।
পথ হ'ল শেষ
দিবা অবসান।
মরণ ডাকিছে তোরে
হও আগুয়ান্।
নিবিড় আঁধারে তোরে
ডাকে প্রাণদাত্রী।
ওরে মৃত্যু পথের যাত্রী।
দুঃখ রবে না আর
মোছ আঁখিজল।
হৃদয় বেদনা যত
পিছে রাখি চল।
দাঁড়ায়ে আঁধারে জানি
আছে জগদ্ধাত্রী
ওরে মৃত্যু পথের যাত্রী॥

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—হোটেলের আফিস ঘর।

সময়—পরদিন প্রাতে।

যোগেন একটি চেয়ারে বসিয়া অতিশয় দ্রুত পা নাচাইতেছে। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের যুবক প্রবেশ করিল। তাহার চেহারা রুক্ষ। চোখ মুখ দেখিয়াই মনে হয় যে সে অতিশয় রুষ্ট হইয়াছে।

যুবক। ম্যানেজার কোথায় ?

ক্ষণিকের জন্য যোগেন পা নাচানো থামাইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া পুনরায় অধিকতর দ্রুত পা নাচাইতে লাগিল।

মশায় শুনচেন—ম্যানেজার কোথায় ?

যোগেন। আমি জানি না।

যুবক। বললেই হ'ল জানি না। তাকে ডেকে নিয়ে আসুন। আমি এক্ষুণি এই হোটেল ছেড়ে চলে যাব।

যোগেন। হুঁ।

যুবক। আমার সঙ্গে চালাকি করবেন না বলছি। না থাকলে টাকা ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল। আমার টাকা আমি এক্ষুণি ফিরিয়ে চাই।

নরেনের প্রবেশ।

নরেন। (রুষ্টভাবে) চ্যাঁচাচ্ছেন কেন ? কি হয়েছে ?

যুবক। এ রকম ছোটলোকের হোটেলে আমি থাকব না। আমার টাকা ফিরিয়ে দিন।

নরেন। বেশ তো, টাকা নিয়ে যান। কিন্তু হোটেলের দোষ কি হ'ল ?

যুবক। দোষ হয় নি? বা! বেশ লোক আপনি।

তিমিরের প্রবেশ

নরেন। আপনার যা বলবার আছে ভদ্রভাবে বলুন। হোটেল কি অন্যায় করল তাই বলুন।

যুবক। এর চাইতে অন্যায় আর কি করবে? যত সব গুণ্ডা আর বদমাইশের আড্ডা এটা।

নরেন। (অবাক্ হইয়া) গুণ্ডা!

যুবক। হ্যাঁ মশাই, গুণ্ডা। আপনাদের ঐ অপূর্ব্ববাবুটি একটি গুণ্ডা। তার টাকা আছে ব'লে সে যা তা করবে?

তিমির। হো-হো-হো-হো।

যুবক। (বিরক্ত হইয়া) আপনি হাসচেন কেন? এটা একটা হাসির কথা হ'ল?

নরেন। তিমিরবাবু! আপনাকে আমি অনেকবার সাবধান ক'রে দিয়েছি। পরেশবাবু আজকেই আসছেন। বাড়াবাড়ি করলে আজকেই আপনাকে হোটেল থেকে বের ক'রে দেব।

তিমির। তুমি ভারি বেরসিক। একবার শোনই না কি মজাটা হয়েছে। আমাদের এই বাবুটি একটি মাসতুত বোনকে সঙ্গে নিয়ে তোমার হোটেলে এলেন কাল দিনের বেলা। কিন্তু রেতের বেলা তাকে দখল করলেন আমাদের অপূর্ব্ব চৌধুরী, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যোগেন। অপূর্ব্ব চৌধুরী? তাহ'লে আমাদের যূথিকা দেবী গেলেন কোথায়?

তিমির। তিনি রইলেন একাকিনী, শোকাকুলা অশোক কাননে······

নরেন। (ধমক্ দিয়া) তিমির বাবু!

তিমির। আচ্ছা থাক্ বাবা। তুমি জানতে চেয়েছিলে তাই বলছিলাম।

নরেন। (যুবকের প্রতি) অপূর্ব্ববাবু যদি জুলুম ক'রে থাকে তো তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আমি এক্ষুণি করছি।

যুবক। অবশ্য জুলুম করেছে সে।

নরেন। বেশ, আমি থানায় খবর দিচ্ছি। এক্ষুণি পুলিশ এসে ব্যবস্থা করবে। (উঠিয়া টেলিফোনের দিকে যাইতে উদ্যত।)

যুবক। (ত্রস্ত হইয়া) না, না, না, পুলিশ কেন? পুলিশ কেন?

নরেন। নিশ্চয় পুলিশ ডাকব। আপনার বোনের উপর যদি অত্যাচার হ'য়ে থাকে তাহ'লে তার ফল অপূর্ব্ববাবু হাতে হাতে পাবে।

তিমির। হো-হো-হো-হো। তোমার মত নিরেট আর দুটি নেই। সেই মেয়েটা এর কি রকম বোন্ তা তুমি এখনও বুঝতে পারনি?

যুবক। আপনার অত খোঁজে দরকার কি মশাই?

তিমির। দরকার অবশ্যই আছে দাদা। আপনার টুপী গেল অপূর্ব্বর মাথায়। এবার অপূর্ব্বর টুপী কার মাথায় উঠবে তা দেখতে হবে তো, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নরেন। (ধমক্ দিয়া) তিমির বাবু!

তিমির। আচ্ছা ভায়া, তুমি চ'টো না। আমি চুপ করছি। তুমি জানতে চেয়েছিলে তাই বলছিলাম।

যোগেন। অপূর্ব্ববাবু এর-এ-এ-এ বোন্‌কে পেল কি ক'রে?

তিমির। (ব্যঙ্গ করিয়া) পেল কি ক'রে? পাঁজি দেখে ঠাকুর পেন্নাম ক'রে ঘটক পাঠিয়ে ছিল। যত সব অর্ব্বাচীন। অপূর্ব্ব আগেই টের পেয়েছিল মেয়েটা এর কি রকম বোন্। সেটা এমন কিছু শক্ত নয়। আমিও টের পেয়েছিলাম। আমার টাকা ছিল না তাই, নইলে আমিও কম যেতাম না।

যোগেন। টের তো পেল কিন্তু ধরল কি ক'রে ?

তিমির। ধরল ল্যাজ বাড়িয়ে। যত সব নিরেট মূর্খ। এই বাবুটি নতুন উড়তে শিখেছেন তাই নীচে রেষ্টুরেণ্টে বসে উনি একটু বোতল টানছিলেন। সেই ফাঁকে আমাদের অপূর্ব্ববাবু মাসতুত বোনটির গলায় একটি হীরের হার পরিয়ে ব্যস।

যোগেন। সাহস তো কম নয়।

তিমির। কেন, তোমার হিংসা হচ্চে না কি ? একবার দেখবে চেষ্টা ক'রে ?

যোগেন। এ-এ-ছি, ছি—আপনি কি যে বলছেন।

তিমির। ওঃ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে রাণাঘাট কি কেষ্টনগরে তোমার একটি শনিবারের গিন্নী আছেন।

যোগেন। ছি, ছি, কি যে বলছেন আপনি ?

সে পুনরায় বসিয়া পা নাচাইতে লাগিল।

নরেন। (টানা হইতে টাকা তুলিয়া) এই নিন আপনার টাকা। গুণে নিন।

যুবক। (টাকা গুণিতে গুণিতে) টাকা আছে বলেই উনি যা তা করতে পারেন না। ওর চাইতেও বেশী টাকা অনেকের আছে তা যেন ওর মনে থাকে।

তিমির। ঠিক বলেছেন দাদা। অল্পটাকা দেখিয়ে নিয়ে এলেন আপনি, হীরের নেকলেস দেখিয়ে দখল করল অপূর্ব্ব চৌধুরী, এবার জমিদারী দেখিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে রাজাবাহাদুর। (নরেনকে ব্যঙ্গ করিয়া) বিশ্বাস তো করবে না আমার কথা। দুদিন বাদে দেখবে কলকাতার ভাল ভাল মেয়েগুলো সব জুটেছে গিয়ে মেড়ো আর কাবুলিওয়ালার বাড়িতে।

যুবক। কি অন্যায় কথা বলুন তো।

তিমির। অন্যায় না হাতী। খাওয়াবেন শাক চচ্চরি, এদিকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখবেন অপ্সরা। আব্দার! আপনার তো মশাই কথা বলাই উচিত নয়। একটা পুরুত ডেকে এক ফোঁটা সিঁদুরও পরাতে পারেন নি।

যুবক। সিঁদুর?

তিমির। আজ্ঞে হ্যাঁ, সিঁদুর। যদি তেনাকে মাসতুত বোন না ডেকে স্ত্রী ডাকতে পারতেন তাহ'লেও কিছু ভরসা ছিল, কারণ পিতৃপুরুষের সংস্কার গুণে স্ত্রীর মনে ভয় থাকত নরকে যাবার আর আদালতের গুণে অপূর্ব্ববাবুরও ভয় থাকত জেলে যাবার, নইলে তো বেওয়ারিশ মাল মশাই।

যোগেন। হো-হো-হো-হো। (সকলে চমকাইল)

নরেন। আপনি হাসচেন কেন?

যোগেন। বাপদাদা খুব বুদ্ধি ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন বলতে হবে। নরক আর জেলের ভয় না থাকলে ষাট টাকা মাইনেতে ওঁকে ঘরে রাখা শক্ত হ'ত। হো-হো-হো-হো।

নরেন। (যুবককে) আপনার টাকা পেয়েছেন এবার আপনি যেতে পারেন।

যুবক। আচ্ছা নমস্কার।

প্রস্থান।

যোগেন। মেয়েটাকে ফেলে গেল?

তিমির। (ব্যঙ্গ করিয়া) না, তাকে টাকা খরচ ক'রে নিয়ে যাবে। তোমার মতন হাবাগঙ্গারাম কিনা তাই অন্যের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াবে। যত সব নিরেট মূর্খ।

প্রস্থান।

বাহিরে মোটরের হর্ণের শব্দ।

নরেন। (লাফাইয়া উঠিয়া) পরেশ বাবু এসেছে। ঝড়ু! ঝড়ু!

ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান। যোগেন একবার উঠিয়া পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পা নাচাইতে লাগাইল। কিছুক্ষণ পর পরেশের প্রবেশ। তাহার গায়ে লম্বা কোট, গলায় গলাবন্ধ। সে অতিশয় ক্লান্ত, দেহে এবং মনে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত ভাবে নরেন এবং ঝড়ুর প্রবেশ। ঝড়ু পরেশের জামা খুলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পরেশ তাহাকে বাধা দিল।

পরেশ। থাক্ ঝড়ু, আমি একটু বিশ্রাম করব।

পরেশ চেয়ারে বসিয়া ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজিয়া রহিল। ঝড়ু এবং নরেন দৃষ্টি বিনিময় করিল।

নবেন। (গলা পরিষ্কার করিয়া) এ-এ-মাষ্টার মশাই আসেন নি?

পরেশ। এসেছেন নরেন, ওবা সবাই এসেছে কিন্তু আমাব সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

নরেন এবং ঝড়ু পুনরায় দৃষ্টি বিনিময় করিল।

নরেন। (গলা পরিষ্কার করিয়া) কারা এসেছে বললেন!

পরেশ। কেউ নয়, কেউ নয় নরেন, তারা আমার কেউ নয়। আমাব কেউ নেই। আমি ভেবেছিলাম আমার সব আছে। ছিল সবই কিন্তু আমি তাকে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি। বাকি যা কিছু আছে তাও আমি বিলিয়ে দেব। টাকাকড়ির আমার আর প্রয়োজন নেই। অনেক পরিশ্রম ক'রে আমি এই হোটেল গড়েছিলাম। কিন্তু আর আমার প্রয়োজন নেই। সব কিছু মিথ্যা নরেন, আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু মিথ্যা মরীচিকা। আমি কিছু চাই না। (গাত্রোত্থান করিয়া) তোমরা এই সব নিয়ে যাও।

পরেশ বাইতে উদ্যত। নরেন এবং ঝড়ু পুনরায় দৃষ্টি বিনিময় করিল।

নরেন। এ-এ-একটা কথা ছিল স্যর।

পরেশ। আমাকে কিছু ব'লো না। আমি কিছু জানি না। জানতেও আমি চাই না। আজ থেকে এই হোটেল আমার নয়, এটা তোমাদের।

নরেন। হোটেলের কথা নয় স্যর। অন্য একটা বিশেষ দরকারী কথা ছিল।

পরেশ। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) দরকারী কথা ?

নরেন। আজ্ঞে হাঁ, বিশেষ দরকারী। কিন্তু মাষ্টারমশাই থাকলে ভাল হ'ত। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা, মানে, আমরা তো অতটা বুঝি না…

পরেশ। (রুষ্ট হইয়া) যা বলতে চাও বলে ফেল। আমাকে বিরক্ত ক'রো না। বলেছি তো পরাশর এসেছে। সে গিয়েছে ওদের সঙ্গে অন্য একটা হোটেলে। তাদের পৌঁছে দিয়ে সে এক্ষুণি চলে আসবে।

নরেন। কাদের পৌঁছে দিতে গিয়েছে ?

পরেশ। (কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া) মহেন্দ্রবাবু এসেছে। সঙ্গে এসেছে তার—তার—স্ত্রী, বিজয় এবং পারুল।

যোগেন। নবীন আসেনি ?

পরেশ। না, সে নিরুদ্দেশ হয়েছে। যূথিকাও নিরুদ্দেশ হয়েছে, তাই ওরা তাকে খুঁজতে এসেছে কলকাতায়।

যোগেন। যূথিকা দেবী যে এখানে রয়েছেন।

পরেশ। (চমকাইয়া) এখানে ? কোথায় সে ? কার সঙ্গে এসেছে সে ?

সকলে নিরুত্তর।

তোমরা চুপ ক'রে রইলে কেন ? কোথায় সে ? কোন ঘরে আছে সে ?

নরেন। এ-এ-সেই কথাটাই আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম।

পরেশ। (তীব্রভাবে) তাহ'লে বলছ না কেন ?

নরেন। এ-এ-এ-এ।

পরেশ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাগলের মত তোৎলামি ক'রো না। কার সঙ্গে এসেছে সে?

নরেন। এ-এ-এ অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে।

পরেশ। অপূর্ব্ববাবু? কে সে?

নরেন। আমরা কিছুই জানি না। কাল হঠাৎ অপূর্ব্ববাবু ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এই হোটেলে উপস্থিত। আমরা তো দেখে অবাক্। অপূর্ব্ববাবু বললেন—এ—এ উনি বললেন—এ-এ—

পরেশ। কি বললেন তা বলতে পারছ না? যত সব দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য লোক নিয়ে পড়েছি।

নরেন। আজ্ঞে উনি বললেন যূথিকা দেবী ওর স্ত্রী।

পরেশ। (বিশ্বাস করিতে না পারিয়া) স্ত্রী?

যোগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্ত্রী। এক ঘরেই ওরা স্বামী স্ত্রী ভাবে ছিলেন।

পরেশ। (চটিয়া) স্বামী স্ত্রী! তুমি তাতে বাধা দিলে না?

নরেন। আ-আমি কিছু বুঝতে পারি নি। তাছাড়া যূথিকা দেবীও অস্বীকার করেন নি।

পরেশ। কিন্তু তুমি জানতে যে যূথিকা অপূর্ব্ব বাবুর স্ত্রী নয়।

যোগেন। (অপ্রকৃতিস্থ ভাবে) কি ক'রে জানবে সে? নবীনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দুবছর আগে। তারপর যে আবার বিয়ে হয়নি তা কি ক'রে জানবে সে? আজকাল তো বছর বছরও বিয়ে হয়, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পরেশ। তুমি চুপ ক'রে থাক যোগেন।

যোগেন। কেন চুপ ক'রে থাকব? মিছিমিছি চটলেই হ'ল? আমি সত্যি

কথাই বলেছি। বিয়ে মানে কি? দুটো মন্ত্র পড়া বই তো নয়। আবার মালা বদল ক'রেও বিয়ে হয়। দেখে আসুন নবদ্বীপ গিয়ে।

নরেন। যোগেন বাবু, আপনার মতামত আমরা জানতে চাই নি।

যোগেন। নাই বা চাইলে। কেউ চাইবে না ব'লেই আমার একটা মতামত থাকবে না? চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্চি। কাল দিনের বেলা নাম লেখালে স্বামী স্ত্রী বলে আবার রাত্রিবেলা অপূর্ব্ববাবু চলে গেল অন্য একটা স্ত্রীলোকের ঘরে।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) যোগেন!

যোগেন। (উত্তেজিত অবস্থায়, প্রায় কাঁদিয়া) বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করুন নরেনকে। আজ হয় তো অপূর্ব্ব এসে বলবে সে ঐ নতুন মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। টাকা থাকলে সব কিছু হ'তে পারে। টাকা থাকলে ওরা ঘরের মেয়েছেলেকে বার ক'রে নিয়ে আসতে পারে। উঃ কি কুক্ষনেই আমি কলকাতায় এসেছিলাম চাকরি করতে। আমি রয়েছি এখানে প'ড়ে ওদিকে হয় তো অপূর্ব্বর মত একটা লম্পট আমার বউকে টাকার লোভ দেখাচ্ছে। উঃ হু-হু-হু (ক্রন্দন)

পরেশ। নরেন, যোগেন যা বল্‌ল তা সত্যি?

নরেন। (ইতস্ততঃ করিয়া) আজ্ঞে হঁা।

পরেশ। (চটিয়া) তবু তুমি অপূর্ব্বকে বাধা দিলে না?

ঝড়ু। হুজুর, হোটেলে রেতের বেলা কে কি করে তা আমরা জানব কি ক'রে? ধরবই বা কাকে হুজুর? সব ভাল ভাল লোক লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাচ্ছে, মেয়েছেলে দেখলে চোখ টিপছে, আবার জানালা দিয়ে চিঠিও ছুঁড়ে দিচ্ছে। ধরতে গেলে হুজুর, হোটেলের চৌদ্দ আনা লোককেই ধরতে হয়।

পরেশ। তবে তাই ধর ঝড়ু। ওদের সবাইকে ধর, ওরা সবাই যখন

ঘুমিয়ে থাকবে তখন ওদের দরজায় তালা বন্ধ ক'রে হোটেলে আগুন লাগিয়ে দে। সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক্। ঘরে ঘরে তোরা আগুন লাগিয়ে দে। ওরা কেউ যেন বাঁচতে না পারে।

পরেশ ফিরিয়া আসিয়া অতিশয় শ্রান্তভাবে তাহার চেয়ারে বসিল।

ঝড়ু। হুজুর, দিদিমনিকে একবার ডেকে নিয়ে আসব?

পরেশ। না, না ঝড়ু, আমাকে তোরা ছুটি দে, আমি আর সইতে পারি না। (পরেশ টেবিলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল)।

নরেন, যোগেন এবং ঝড়ু আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর পরাশরের প্রবেশ।

কে? ওঃ তুমি?

পরেশ কাঁদিয়া ফেলিল।

পরাশর। আবার কি হ'ল? তুমি একা কেন?

পরেশ। তুমি আজ নতুন ক'রে আমাকে একা দেখছ? আমি আজ একযুগ ধ'রে একা রয়েছি। আমি ভুলে গিয়েছি যে আমার সঙ্গে কেউ কোনদিন ছিল। কিন্তু একদিন সে ছিল আমার কাছে, মাষ্টার মশাই, আমি বুঝতে পারছি না চপলা আমাকে কেন ছেড়ে গিয়েছিল। আমার মেয়েকে সে কত ভালবাসে তা তো তুমি দেখেছ। এমন ভালবাসা তুমি কখনও দেখেছ? পারুলকে বাঁচাবার জন্য নিজের গলায় সে ফাঁসি পরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমাকে সে কি দিয়েছে? আমার জন্য কি তার প্রাণে এতটুকু ভালবাসাও স্থান পেল না?

পরেশ পুনরায় টেবিলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। পরাশর তাহার কাছে আসিয়া দুই একবার পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া সান্ত্বনা দিল। আস্তে আস্তে ষ্টেজ অন্ধকার করা হইল। নেপথ্যে সঙ্গীত।

গান।

আমি আজ রাগ করেছি,
ওমা শিবে,
তুই যে কেন এমন হলি ?
তুই অন্নপূর্ণা হয়েও মা
শিবকে দিলি ভিক্ষাঝুলি !

মাগো,
বুক ভরা তোর স্নুরধুনী,
তুই যে মাগো জগত জননী।
স্তন দাত্রী হয়েও মা
ভোলারে তুই বিষ খাওয়ালি।
আমি আজ রাগ করেছি।
ওমা শিবে,
ভালবেসে প্রেম শেখালি,
সন্তানে তার অন্ত নেই মা
ভোলারে তুই ভুল বুঝালি।

মাগো,
ভালবেসে বাঁচালি ধরণী,
দিয়েছিস মা শ্যামল বনানী।
প্রাণদাত্রী হয়েও মা
পতিরে তুই শ্মশান দিলি ॥

গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেজের বাতি উজ্জ্বল হইল। দেখা গেল পরেশ টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে, নরেন তাহার টেবিলে বসিয়া হিসাব দেখিতেছে। ঝড়ু একটি থালাতে চা ইত্যাদি লইয়া পরেশের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। পরাশর পরেশকে আস্তে ঠেলিতেছে।

পরাশর। ওহে পরেশ, তোমার চা এসেছে, উঠে বসে একটু চা খেয়ে নাও।

পরেশ মুখ তুলিয়া সকলকে দেখিয়া একটু অবাক্ হইল।

চা খেয়ে নাও। সারারাত ট্রেনে ঘুম হয় নি—

পরেশ ঠিক ভাবে বসিল। ঝড়ু তাহার সম্মুখে চা রাখিল।

আমার জন্যও এক পেয়ালা চা নিয়ে আয় তো ঝড়ু। গরম যেন হয়।

ঝড়ু। এক্ষুণি আনছি হুজুর।

প্রস্থান

পরেশ। আমার মনে হচ্চে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

পরাশর। (হাসিয়া) সমস্ত জীবনটাই একটা স্বপ্ন পরেশ, অন্ততঃ অনেক দার্শনিকের মতে তাই।

পরেশ। ওসব বাজে কথা। সারা জীবন ধ'রে যা দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি তার সবই স্বপ্ন? তোমার হাতটা যদি কেটে ফেলি তাহ'লে তার ব্যথাটাও স্বপ্ন?

পরাশর। (হাসিয়া) আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম যে তুমি আমার গলা কাটছ।

পরেশ। (বিরক্ত হইয়া) আমি তোমার গলা কাটতে যাব কেন?

পরাশর। (হাসিয়া) আঃ শোনই না, তুমি তো আর সত্যি সত্যি কাটনি। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে তুমি কাটছ। হ্যাঁ, তুমি একটা দা দিয়ে আমার গলা কাটছিলে। দায়ের পোঁচটা যেমন চামড়ায় লাগল তখন যন্ত্রণায় আমি কেঁপে উঠেছিলাম।

পরেশ। তারপর?

পরাশর। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি তুমিও নেই, দা-ও নেই, ব্যথাও নেই।

অবজ্ঞার সহিত হাত ঝাড়িয়া পরেশ একচুমুক চা খাইল। সঙ্গে সঙ্গে যূথিকার প্রবেশ। যূথিকা পরেশ এবং পরাশরকে লক্ষ্য না করিয়া সোজা নরেনের টেবিলে গেল। পরেশ উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরাশর তাড়াতাড়ি তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইল। তিমির দরজায় একবার উঁকি মারিয়া গা ঢাকা দিল।

যূথিকা। (হাতের চুড়ি খুলিয়া) ম্যানেজার বাবু, আমার এই চুড়িগুলো বিক্রি ক'রে দিতে পারেন?

নরেন। (অপ্রস্তুত হইয়া) এ-এ-চুড়ি বিক্রি করব?

যূথিকা। হ্যাঁ, আমার টাকা চাই। এখানে ষোলো ভরি সোণা আছে। বিক্রির টাকা থেকে আমার সাতদিনের ভাড়াবাবদ টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।

নরেন। আপনাদের টাকা তো দেওয়া হ'য়ে গিয়েছে।

যূথিকা। না হয়নি। অপূর্ব্ববাবুর টাকা আপনি ওকে ফিরিয়ে দেবেন এবং ওকে বলে দেবেন যে আমার ঘরে যদি সে পা দেয় তো সে পা আর আস্ত থাকবে না।

নরেন। কিন্তু—কাল—আপনি বললেন……

যূথিকা। (চটিয়া) আমি কাল কি বলেছি না বলেছি, তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আমি আজ বলছি সে আমার স্বামী নয়, সে আমার কেউ নয় এবং কোন দিন সে আমার কেউ ছিল না। আপনিও বেশ জানেন যে অপূর্ব্ব বাবু আমার স্বামী নয়। যাক্ এই চুড়িগুলো আপনি আজই বিক্রি করে দেবেন।

নরেন। আচ্ছা, দেখব চেষ্টা ক'রে।

নরেন মাথা নীচু করিয়া কাজে মন দিল। পরাশর যূথিকার পশ্চাতে আসিয়া গলা পরিষ্কার করিল।

যূথিকা। কে? (ফিরিয়া) ওঃ আপনারা এসে পড়েছেন?

পরেশ। আমরা এক্ষুণি এলাম। তোমার মা·· ···

পরাশর। (বাধা দিয়া) পরেশ, যা বলবার আমি বলছি।

যূথিকা। আমাকে বোধ হয় হোটেল থেকে চলে যেতে বলবেন?

পরাশর। না, মা, চ'লে যেতে বলব কেন? অন্য হোটেলে না গিয়ে তুমি যে এখানে এসেছ এটা সব দিক্ দিয়েই ভাল হয়েছে।

যূথিকা। আমি ইচ্ছে ক'রে এখানে আসিনি। আমি জানতাম না যে এই হোটেলের মালিক পরেশ বাবু। যদি জানতাম তাহ'লে এখানে আসতাম না জানবেন।

পরাশর। কেন মা?

যূথিকা। কেন? (তাহার মুখে অসহ্য যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিল।) আমি কেন এসেছি তা আপনি জানেন না, তাই আপনি বুঝতে পারবেন না। (উত্তেজিত হইয়া) কিন্তু এ কথাও ঠিক—ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি বলে আমি লজ্জিত হচ্ছি তা মনে করবেন না।

পরেশ। কিন্তু এটা যে অন্যায়।

পরাশর। আঃ, পরেশ তুমি চুপ করে থাক। যূথিকা, তুমি আমার শুধু একটি কথা মন দিয়ে শোন। তুমি যুবতী এবং সুন্দরী। (যূথিকা চমকাইল।) হ্যাঁ মা, তুমি একলা থাকতে চাইলেও এই হোটেল তোমাকে একলা থাকতে দেবে না। ফুলকে শুধু ফুটতে দেখেই আমরা সন্তুষ্ট নই। তাকে ছিঁড়ে এনে আমরা অধিকার করি। স্রোতের ফুলের মত ভেসে চললে তোমাকে অনেক অপমান সইতে হবে।

যন্ত্রণায় মুখ ঢাকিয়া যূথিকার বেগে প্রস্থান

পরেশ। মাষ্টার মশাই, মহেন্দ্রকে খবর দেওয়া দরকার। এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে দাও।

পরাশর। দেব, কিন্তু এখন নয়। সংবাদ যদি শুভ হ'ত তাহ'লে এক্ষুণি দিতাম।

পরেশ। যূথিকাকে পাওয়া গিয়েছে এটা শুভ সংবাদ নয়?

পরাশর। না, শুভ সংবাদ নয়। কোথায় কি অবস্থায় তাকে পাওয়া গিয়েছে তা ভুলো না।

রাজাবাহাদুর এবং তিমিরের প্রবেশ। রাজাবাহাদুর তিমিরকে নরেনের দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া নিজে পরেশ এবং পরাশরের দিকে আসিল।

রাজাবাহাদুর। এই যে পবিত্র বাবু, আপনি ভাল আছেন?

পরেশ। (বিরক্ত হইয়া) আমার নাম পবিত্র নয়। আমার নাম পরেশ। এখানে আপনার কিছু দরকার আছে?

রাজাবাহাদুর আড়চোখে দেখিল তিমির কি করিতেছে। তিমির চুড়ি হাতে লইয়া দেখিতেছে।

রাজাবাহাদুর। না, না, দরকার এমন আর কি? ভাবছিলাম আপনার সিন্দুকে কিছু টাকা রেখে দেব। সঙ্গে কিছু টাকা রয়েছে······

যূথিকার পুনঃ প্রবেশ।

এই যে আসুন, আসুন, বসুন।

যূথিকা। (তীব্রভাবে তাকাইয়া) আপনাকে আমি চিনি না।

রাজাবাহাদুর। (অপ্রস্তুত হইয়া) তাইতো, ওহে তিমিরবাবু, যোগেন কোথায়?

পরেশ। (চটিয়া) যোগেনকে দিয়ে আপনার কি দরকার?

রাজাবাহাদুর। না, না দরকার এমন আর কি? ওহে তিমিরবাবু চল, আমাকে আবার গয়না কিনতে হবে।

তিমির। গয়না কিনতে আর বাইরে যেতে হবে না রাজাবাহাদুর।

যূথিকা উৎকর্ণ হইল।

ভারি চমৎকার চুড়ি পাওয়া গিয়েছে।

রাজাবাহাদুর। কই দেখি?

তিমির তাহাকে চুড়ি দিল। রাজাবাহাদুর নানারকমে ঘুরাইয়া চুড়ি দেখিতে লাগিল। পরেশ অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পরাশর মৃদু হাসিতে লাগিল। নরেন চটিয়া লাল হইল।

বাঃ বেশ চুড়ি তো, চমৎকার কাজ। এ কি বিক্রি হবে?

তিমির। আজ্ঞে হাঁ। যার চুড়ি তিনি নরেনকে বিক্রি করতে বলেছেন।

রাজাবাহাদুর। বটে। কিনে ফেল। আচ্ছা আমি নিয়ে নিলাম। তুমি দাম দিয়ে দাও। হ্যাঁ, ভাল কথা পরেশবাবু, টাকাগুলো সঙ্গে রাখতে ভয় হয়, মানে, ভয় ঠিক নয়, সামান্য টাকা, গেলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, তবু মিছিমিছি কেন চোরের পেটে যাবে? আপনার সিন্দুকে থাকাই ভাল। কি বলেন, তা হ'লে পাঠিয়ে দিই?

পরেশ। আচ্ছা দেবেন। কত টাকা?

রাজাবাহাদুর। সামান্য, সামান্য। বোধ হয় হাজার দশেক হবে।

পরেশ। (অবাক্ হইয়া) হাজার দশেক!

রাজাবাহাদুর। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। সামান্য বৈ কি। এই মাসের হাত খরচার টাকাটা এসেছে, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। চল হে তিমির বাবু।

প্রস্থান।

তিমির। আসছি স্যর। টাকাটা দিয়ে আসছি। (টাকা দিল)।

নরেন। (চটিয়া) আপনাদের মতলবটা কি?

পরাশর। আঃ নরেন, ওকে যেতে দাও।

তিমির। নরেন, তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও।

পরেশ। তিমির, তুমি বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে।

তিমির। চট কেন দাদা, আমি যাচ্ছি। তোমার হোটেল থেকেই আমি চলে যাচ্চি শীগগির।

প্রস্থান।

পরেশ। গেলে বাঁচি আমি। যত আপদ এসে জুটেছে এখানে। নরেন, আমার ঘরে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রাগে গড়গড করিতে করিতে প্রস্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ নরেনের প্রস্থান।

পরাশর। দেখলে মা, রাজাবাহাত্বরের কাণ্ড ? এ রকম অনেক আছে।

যূথিকা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেখেছি। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

পরাশর। বল।

যূথিকা। আমার বাবা মাও কি কলকাতায় এসেছেন ?

পরাশর। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) হ্যাঁ, এসেছেন।

যূথিকা। (উত্তেজিত ভাবে) আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমার অনুরোধ আপনারা আজকের দিনটা আমাকে সময় দিন। শুধু আজকের দিনটা আমাকে ভাবতে দিন। আজ যেন ওরা না জানতে পারেন যে আমি এখানে আছি।

পরাশর। (কিছুক্ষণ বুঝিবার চেষ্টা করিয়া) বেশ! তাই হবে।

যূথিকা। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

পরাশর। ভয় কি মা ? জিজ্ঞেস কর।

যূথিকা। নবীন কোথায় ?

পরাশর। (দুঃখের সহিত) আমি জানি না।

যূথিকা। বিশ্বাস করুন, আমি তার ঠিকানা চাই না। সে ভাল আছে তো?

পরাশর। আমি সত্যি জানি না মা। আমার সন্দেহ হয় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যূথিকা। উঃ-হু-হু-হু

কাঁদিতে কাঁদিতে যূথিকার প্রস্থান।

পরাশর। (কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিয়া) ঝড়ু!

ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। হুজুর।

পরাশর। আমার চা দিলি না?

ঝড়ু। এক্ষুণি দিচ্ছি হুজুর।

পরাশর। দেখিস্ গরম যেন থাকে।

ঝড়ু। আচ্ছা হুজুর। (প্রস্থান)।

পরাশর পুনরায় গালে হাত দিয়া বসিল।

তৃতীয় অঙ্ক

স্থান—পরেশের হোটেলের রেষ্টুরেণ্ট। কতকগুলি খাবার টেবিল সাজানো আছে। ঘরের এককোণে একটি আলগা কাঠের ফ্রেমে লাগানো পর্দা দণ্ডায়মান। ঘরের অপরকোণে একটি উঁচু টেবিলের উপর নানারকমের মদ এবং কয়েকটি গেলাস বিশেষ দ্রষ্টব্য। টেবিলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন ভৃত্য গেলাস ইত্যাদি মাজিতেছে। এখনও লোক সমাগম হয় নাই। উঁচু টেবিলের এক পার্শ্বে হোটেলের ভিতরে যাইবার দরজা। অপর পার্শ্বে বাহিরে যাইবার দরজা।

সময়—সন্ধ্যাবেলা।

বাহিরের দরজা দিয়া পোষাক পরিহিত দারোগার প্রবেশ। দারোগার হাতে বেত।

দারোগা। (ভৃত্যের প্রতি) এই ছোক্‌রা, এটা কি পারুল হোটেল?

১নং ভৃত্য। অবাক্ করলেন বাবু। কলকাতায় থাকেন আর পারুল হোটেল চেনেন না? আপনার দেশ কোথায় বাবু?

দারোগা। (চটিয়া) চুপরাও উল্লুক, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।

২নং ভৃত্য। (১নং ভৃত্যকে খোঁচাইয়া) করেছিস্ কি? দারোগা যে।

১নং ভৃত্য। য়্যাঁ? দারোগা?

সামনে আসিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া।

ওঃ হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, হুজুর আপনি এসেছেন, বসুন বসুন।

দারোগা। না, নাঃ, বসতে দিতে হবে না। ম্যানেজার বাবুকে ডেকে দে।

১নং ভৃত্য। দেব বৈ কি হুজুর। আপনি একটু বসুন হুজুর। আমি এক্ষুণি ডেকে দিচ্ছি হুজুর।

প্রস্থান।

দারোগা টুপী এবং বেত একটা টেবিলে রাখিয়া চেয়ারে বসিল।

দারোগা। এই হোটেলের মালিক কে?

২নং ভৃত্য। আজ্ঞে মালিকের নাম পরেশবাবু। উনিও এখানেই থাকেন।

দারোগা। (যেন জানে না এইরূপ ভাব দেখাইয়া) মাদ্রাজ গিয়েছে, না?

২নং ভৃত্য। কোথায় গিয়েছিলেন জানি না। আজ সকালে এসেছেন।

দারোগা। (কৌতূহলের সহিত) আজ এসেছেন? ওঃ।

২নং ভৃত্য। ডেকে দেব হুজুর?

দারোগা। না, না, এখন নয়, পরে ডাকব। শোন্। আমি ম্যানেজার বাবুকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব। তোরা বাইরে থাকবি। কিন্তু সাবধান কেউ যেন না টের পায় যে আমি এসেছি, পরেশবাবুও না। বুঝেছিস?

২নং ভৃত্য। (ভয় পাইয়া) বুঝেছি হুজুর। কি হয়েছে হুজুর?

দারোগা। কিছুই হয় নি, কিন্তু তুই সাবধান।

২নং ভৃত্য। সাবধান হব বৈ কি হুজুর। আচ্ছা তাহ'লে আমি যাই হুজুর।

ভিতরে যাইতে উদ্যত।

দারোগা। এই!

২নং ভৃত্য। হুজুর?

দারোগা। ওদিকে নয়, এদিকে। বাইরে গিয়ে দাঁড়া।

বাহিরের দরজা দিয়া ২নং ভৃত্যের প্রস্থান এবং একটু পরেই নরেন এবং ১নং ভৃত্যের প্রবেশ। ১নং ভৃত্যের প্রতি

তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া। এদিকে।

বাহিরের দরজা দিয়া ১নং ভৃত্যের প্রস্থান।

নরেন। আপনার কি চাই বলুন তো ?

দারোগা। আপনার কাছে বিশেষ কিছু চাই না। আমার দরকার পরেশবাবুর সঙ্গে।

নরেন। তাহ'লে ওঁকে ডেকে দিই।

দারোগা। না, না, না। তার আগে আপনাকে দুটো প্রশ্ন করব। ঠিক ঠিক জবাব দেবেন, কারণ ব্যাপারটা গুরুতর।

নরেন। গুরুতর ?

দারোগা। হ্যাঁ। আমরা সন্দেহ করছি খুন।

নরেন। (চমকাইয়া) খুন! কে-কে-কে কাকে খুন করেছে ?

দারোগা। কে খুন হয়েছে তা জানি কিন্তু কে করেছে তা এখনও জানি না।

নরেন। কে খুন হয়েছে ?

দারোগা। (একটু চুপ করিয়া) অবিনাশ গোয়েন্দা।

নরেন। (চমকাইয়া) য়্যাঁ !

দারোগা। (তীব্রভাবে) আপনি চমকাচ্ছেন কেন ?

নরেন। না, না, না, আমি চমকাইনি। আ—আ—আমি অবিনাশ গোয়েন্দাকে চিনি না, মানে মোটেই চিনি না তাকে। আমি চমকাব কেন ?

দারোগা। সাবধান নরেন বাবু। মিছে কথা বললে আপনারও জেল হবে।

নরেন। এ-এ-এ হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি, মানে—মানে······

দারোগা। কোথায় তাকে দেখেছিলেন ?

নরেন। কোথায় ?

দারোগা। হ্যাঁ, কোথায় ?

নরেন। এই হোটেলে সে একবার এসেছিল।

দারোগা। (জয়ের হাসির সহিত) বেশ। সে কোথায় মরেছে জানেন ?

নরেন। না, না, না, আমি কিছুই জানি না।

দারোগা। সে মরেছে মাদ্রাজে।

নরেন। (ভয়ে চীৎকার করিয়া) য়্যাঁ!

দারোগা। আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন নরেন বাবু?

নরেন। না, না, না, ভয় কেন পাব? ভয় কেন পাব?

দারোগা। হ্যাঁ, আপনি ভয় পেয়েছেন। আপনি ভয় পেয়েছেন এই ভেবে যে পরেশবাবু অবিনাশকে খুন করেছে।

নরেন। না, না, না, পরেশ বাবু তাকে কেন খুন করবে?

দারোগা। আমিও তাই জানতে চাই। পরেশ বাবু মাদ্রাজে গিয়েছিল কেন?

নরেন। (ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া) আমি জানি না।

দারোগা। আপনি নিশ্চয় জানেন।

নরেন। (চীৎকার করিয়া) না, আমি জানি না।

পরেশের প্রবেশ

পরেশ। ব্যাপার কি?

নরেন। শুর, এই ইনি দারোগাবাবু। বলছেন মাদ্রাজে অবিনাশ গোয়েন্দাকে কে খুন করেছে। (পরেশ চমকাইল) আমি বলেছি কে খুন করেছে আমি জানি না। দারোগা বাবু বলছেন আ—আ—আপনি খুন করেছেন।

পরেশ। (অবাক হইয়া) আমি!

নরেন। দারোগাবাবু তাই বলছেন।

পরেশ। য়্যাঁ?

পরেশ পলায়ন করিতে উদ্যত হইল

দারোগা। খবরদার! আমি গুলি করব।

পরেশ। (হাত উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি খুন করিনি, আমি খুন করিনি। মাষ্টার-মশাই! মাষ্টার মশাই!

দারোগা। (ধমক্ দিয়া) আপনি এদিকে আসুন।

পরেশ। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) নরেন, তুমি মাষ্টার মশাইকে ডেকে নিয়ে এস।

দারোগা। না, কাউকে ডাকতে হবে না। নরেন বাবু, আপনি বসুন এখানে।

পরেশ। আমি কিছু জানি না।

দারোগা। কিন্তু আপনি জানেন যে অবিনাশ খুন হয়েছে।

পরেশ। না, সে খুন হয়নি। সে মরেছে হার্টফেল ক'রে।

দারোগা। আপনি জানলেন কি ক'রে?

পরেশ। বিজয় বলেছে।

দারোগা। (তীব্রভাবে) বিজয় আপনার কে?

পরেশ। (প্রায় কাঁদিয়া) কেউ নয়, সে আমার কেউ নয়।

দারোগা। পরেশ বাবু, খুনের ব্যাপারে মিছে কথা বললে অনেক বিপদে পড়বেন।

পরেশ। আমি তো বলেছি অবিনাশ খুন হয়নি।

দারোগা। অবিনাশ কেন মাদ্রাজে গিয়েছিল?

পরেশ। সে কথা তাকেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

দারোগা। রসিকতা করবেন না পরেশ বাবু।

পরেশ। না, না, রসিকতা নয়। আমি কিছু জানি না।

দারোগা। আপনি জানেন সে কেন মাদ্রাজে গিয়েছিল।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) না, আমি কিছুই জানি না।

পরাশরের প্রবেশ

এই যে মাষ্টার মশাই, ই-ইনি দারোগা।

পরাশর। কি চাই আপনার ?

নরেন। দারোগাবাবু বলছেন আমাদের বাবু অবিনাশ গোয়েন্দাকে খুন করেছে।

পরাশর। (চমকাইয়া) ওঃ।

পরেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া দারোগাকে।

ভাল ক'রে দেখুন তো চেয়ে। ওকে খুনের মত দেখাচ্ছে ?

দারোগা। তা দেখে আমার দরকার নেই। সন্দেহ থাকলেই আমাকে তদন্ত করতে হবে।

পরাশর। তার মানে নিজের চোখ দুটোকে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না ?

দারোগা। তা দিয়ে আপনার দরকার কি ? আপনি কে ?

পরাশর। আমার নাম পরাশর, আমি এই হোটেলে থাকি, ছেলে পড়ানো আমার পেশা, বয়স প্রায় পঞ্চাশ, বিবাহ এখনও করিনি, আর কি জানতে চান ?

দারোগা। ওঃ আপনি প্রফেসর পরাশর বাবু ?

পরাশর। আজ্ঞে হাঁ।

দারোগা। (অপ্রস্তুত হইয়া) নমস্কার স্যর। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আ-আমি আপনার কলেজের ছাত্র। আপনার কাছে পড়িনি, আমি সায়েন্সের ছাত্র ছিলাম।

পরাশর। বটে। তুমি যখন প্রকারান্তরে আমার ছাত্র তখন আশা করি গুরুবাক্য বিশ্বাস করবে। আমি বলছি পরেশ কাউকে খুন করেনি।

দারোগা। কিন্তু স্যর, আমার কর্ত্তব্য তদন্ত করা।

পরাশর। হুঁ। গুরু হ'য়ে শিষ্যকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করতে পারি না। বেশ তুমি তদন্ত কর কিন্তু আমি কাছে থাকব।

দারোগা। সেটা নিয়ম নয় স্যর।

পরাশর। একটু অনিয়ম না হয় হ'লই। তোমার পক্ষে এমন কিছু মারাত্মক অনিয়ম এটা নয়, কিন্তু আমি না থাকলে পরেশের সর্ব্বনাশ হ'তে পারে।

দারোগা। (সন্দেহের সহিত) কি সর্ব্বনাশ হবে মাষ্টার মশাই ?

পরাশর। তুমি যা ভাবছ তা নয়। জীবনে এমন অনেক দুর্ঘটনা আছে যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। নরেন, তুমি বাইরে অপেক্ষা কর।

নরেনের প্রস্থান।

এবার জিজ্ঞাসা কর।

দারোগা। (জড়তামুক্ত হইয়া) পরেশবাবু, আপনি কেন মাদ্রাজ গিয়েছিলেন ?

পরাশর। সেই প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা কর। মাদ্রাজে গিয়েছিলাম আমি। পরেশকে আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম।

দারোগা। আপনি ?

পরাশর। হ্যাঁ আমি।

দারোগা। আপনি কেন মাদ্রাজে গিয়েছিলেন ?

পরাশর। গিয়েছিলাম বেড়াতে। কিছুদিন আগে মাদ্রাজে এক মাস ছিলাম। ফিরে এসেই আবার যেতে ইচ্ছা হ'ল, তাই পরেশকে সঙ্গে নিয়ে আবার গেলাম বেড়াতে। প্রথমবার মাদ্রাজে গিয়ে আমি ছিলাম মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে—

দারোগা। (চমকাইয়া) আপনি মহেন্দ্রবাবুকে চেনেন ?

পরাশর। অবশ্যই চিনি। তাকে চিনি, তার স্ত্রী, তার দুই মেয়ে এবং দুই জামাইকেও চিনি। তাদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের ভাব।

দারোগা। (তীব্রভাবে) কত দিনের ভাব মাষ্টার মশাই ?

পরাশর। (অপ্রস্তুত হইয়া) এ-এ-এ দুবছর।

দারোগা। তার মানে যখন তারা পরেশ বাবুর পুরাণো হোটেলে এসেছিল ?

পরাশর। (অবাক্ হইয়া) তুমি তা জানলে কি ক'রে ?

দারোগা। মাষ্টার মশাই, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি একটা খুনের মামলার তদন্ত করছি। একটা লোক খুন হয়েছে, তার অর্থ আর একটা লোককে ফাঁসি যেতে হবে। যে খুন করেছে তাকে খুঁজে বের ক'রে ফাঁসি দেওয়াই আমার কাজ। অনেক খবর আমি সংগ্রহ করেছি। মাদ্রাজ থেকেও আমি অনেক খবর পেয়েছি।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) কিন্তু খুন সে হয় নি। সে মরেছে হার্টফেল ক'রে। তাকে যে বিষ খাওয়ানো হয়েছে তার কোনও প্রমাণই নেই।

পরাশর বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

দারোগা। বিষ ? আমি তো আপনাকে বলিনি যে তাকে বিষ খাওয়ান হয়েছিল।

পরেশ ভয়ে বিবর্ণ হইল।

বলুন, আপনি বিষের কথা ভাবলেন কেন ?

পরেশ। মাষ্টার মশাই !

পরাশর কিছু বলিতে উদ্যত হইল।

দারোগা। (তীব্রভাবে) মাষ্টার মশাই, আমি আপনার ছাত্র কিন্তু তবু বলছি, সাবধান ! পরেশ বাবু, আমার কথার জবাব দিন।

পরেশ। আমি কিছু জানি না।

দারোগা। আপনি সব জানেন পরেশ বাবু। আমিও জানি পরেশ বাবু, চপলা দেবী আপনার কে।

পরেশ। না, না, না, সে আমার কেউ নয়।

দারোগা। হ্যাঁ, সে আপনার স্ত্রী। তাকে খুঁজে বের করবার জন্যই আপনি অবিনাশ গোয়েন্দাকে লাগিয়েছিলেন।

পরেশ। (সভয়ে) আপনি জানলেন কি ক'রে?

দারোগা। হা-হা-হা-হা। (পুনরায় তীব্রভাবে) পরেশ বাবু, আমি অনেক কিছু জানি। অবিনাশের ভাই আমার কাছে এসে নালিস করেছে। অবিনাশ তার কাছে সব কথা বলেছিল। অবিনাশ কেন মাদ্রাজে গিয়েছিল তাও সে জানত।

পরাশর। তুমি জান সে কেন মাদ্রাজে গিয়েছিল ?

দারোগা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরাশর। তুমি কি মনে কর না যে মৃত্যুই অবিনাশের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে ?

দারোগা। (অপ্রস্তুত হইয়া) আপনি কি বলছেন ?

পরাশর। আমি বলছি যে অবিনাশের মত একটা নীচ এবং নৃশংস পাপিষ্ঠকে হত্যা করাই সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

দারোগা। কিন্তু তার জন্য আমরা রয়েছি, হত্যা করতে হয় আমরা করব, জেলে পাঠাতে হয় আমরা পাঠাব।

পরাশর। তোমরা না ক'রে আমরা করলেই কি দোষ হ'য়ে যাবে ?

দারোগা। আপনি কি বলছেন স্যার, বিচার করতে হবে না ?

পরাশর। না, যেখানে জানি সে অপরাধী সেখানে নিজের হাতে শাস্তি দেওয়াই আমি সন্তোষজনক মনে করি, তাতেই আমার মন বেশী তৃপ্ত হয়।

দারোগা। তার মানে লিন্চ্ করতে চান ?

পরাশর। (হাসিয়া) দোষ কি ?

দারোগা। বিচারে আপনার আপত্তি কি ?

পরাশর। আপত্তি অনেক আছে। প্রথমতঃ তুমি ঘুষ খেয়ে কেস্‌টিকে খারাপ ক'রে দিতে পার অথবা আসামীকে ছেড়ে দিতে পার, দ্বিতীয়তঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ একটা গাধা হ'তে পারে, তৃতীয়তঃ আসামীর উকিল ব্যারিষ্টারগুলো টাকার লোভে দিনকে রাত ক'রে দিতে পারে। যেখানে এতগুলো বিপরীত সম্ভাবনা আছে সেখানে শত্রুকে নিজের হাতে শাস্তি দেওয়াই নিরাপদ নয় কি? তা ছাড়া এটাও ভাবতে হবে যে বিচার হ'তে হ'তে হয় তো আমরা সকলেই ম'রে যাব।

দারোগা। আপনার কথা আমি মানতে রাজি নই।

পরাশর। বেশ তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর।

দারোগা। পরেশ বাবু, আমরা খবর পেয়েছি যে বিজয় বাবু অবিনাশ গোয়েন্দাকে ভয় দেখিয়েছিল যে তাকে খুন করবে।

পরেশ। আমি কিছু জানি না।

দারোগা। হ্যাঁ, আপনি জানেন যে অবিনাশকে বিষ দেওয়া হয়েছিল। আপনি জানেন যে অবিনাশ মরবার সময় বিজয় বাবু কাছে ছিল।

পরেশ। আমি কিছু জানি না।

দারোগা। আপনি জানেন যে বিজয় বাবু তাকে একটা ইনজেক্‌সন্‌ দিয়েছিল।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) বিজয় তাকে মারেনি।

দারোগা। কিন্তু তাকে সে ইন্‌জেক্‌সন দিয়েছিল।

পরেশ। আমি কিছু জানি না।

দারোগা। আপনি জানেন ইনজেক্‌সন্‌ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশ ম'রে গিয়েছিল।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) বিজয় তাকে মারে নি। তাকে মেরেছিল…

পরাশর। (চীৎকার করিয়া) পরেশ !

পরেশ চুপ করিল। দারোগার প্রতি।

পরেশ আর কোনও প্রশ্নের জবাব দেবে না। আশা করি তুমিও জান যে পরেশ খুন করেনি।

দারোগা। কিন্তু উনি জানেন কে বিষ দিয়েছিল।

পরাশর। না, উনি জানেন না কিন্তু আমি জানি।

দারোগা। (অবাক্ হইয়া) আপনি ?

পরাশর। হাঁ আমি। কিন্তু আমি তোমাকে বলব না।

দারোগা। কিন্তু হাকিমের কাছে গিয়ে আপনাকে বলতে হবে।

পরাশর। (মৃদু হাসিয়া) আগে প্রমাণ কর যে খুন সত্যি হয়েছে, তারপর সাক্ষী মেনো। পরেশ, তুমি তোমার আফিসে যাও।

ভয়ে ভয়ে পরেশের প্রস্থান।

তুমি প্রমাণ করতে পারবে না যে অবিনাশকে খুন করা হয়েছিল। তার লাস পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে। আমি প্রমাণ করব যে সে মরেছিল হার্টফেল ক'রে।

দারোগা। কিন্তু আমি চেষ্টা করব প্রমাণ করতে যে তাকে খুন করা হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি না আপনি কেন এত বাধা দিচ্ছেন।

পরাশর। একটু হুইস্কি খাবে ?

দারোগা। (অপ্রস্তুত হইয়া) আজ্ঞে না স্তর। ও জিনিষটা আমি খাই না।

পরাশর। তাহ'লেও তোমাকে খেতেই হবে আজ। ওরে কে আছিস্ ?

দারোগা। আমাকে মাপ করবেন স্তর। আমি জীবনে কখনও খাইনি।

পরাশর। খেলে ভাল করতে। আমি তোমাকে একটা জিনিস বুঝিয়ে দিতাম। তুমি আইনের বর্ম্ম পরে রয়েছ, ওটা গায়ে থাকা পর্য্যন্ত তুমি আমার কথার মর্ম্ম বুঝবে না।

দারোগা। (বিরক্ত হইয়া) তার মানে আমি মাতাল হয়ে জামাকাপড় ছাড়লে বেশী বুঝতাম ?

পরাশর। ভালবাসায় যাদের মন মাতাল হয় না—মদ খাইয়ে মাতাল করলে তারা হয়তো একটু বেশী বুঝতে পারতো।

দারোগা। (সন্দেহের সহিত) কে কাকে ভালবেসেছে স্যর ?

পরাশর। (হাসিয়া) তুমি বুদ্ধিমান্, কিন্তু তবু তুমি ছাত্র আর আমি মাষ্টার, আমার কাছ থেকে তুমি নাম বার করতে পারবে না। যে ভালবেসেছে সেই খুন করেছে।

দারোগা। আপনি জেনে শুনেও তাকে রক্ষা করছেন ?

পরাশর। হ্যাঁ।

দারোগা। আইন আপনি মানবেন না ?

পরাশর। না।

দারোগা। কেন ?

পরাশর। আমি যে ভালবাসার কথা বলছি তার কাছে তোমার আইন তুচ্ছ।

দারোগা। সমাজের কথাও আপনি ভাববেন না ?

পরাশর। না, আইনও নয়, সমাজও নয়।

দারোগা। (টুপী এবং বেত লইয়া) আপনার কথা আমি মানতে রাজি নই।

পরাশর। বেশ, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর।

দারোগা। আপনি একটা কথার জবাব দেবেন ?

পরাশর। জিজ্ঞাসা কর।

দারোগা। আমরা জানি মহেন্দ্রবাবু সকলকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন

পরাশর। তা হয় তো এসেছেন।

দারোগা। তারা কোথায় আছেন ?

পরাশর। (হাসিয়া) আমি জানি, কিন্তু বলব না তোমাকে।

দারোগা। (বিরক্ত হইয়া) আচ্ছা স্যর, নমস্কার।

প্রস্থান। পরাশর চিন্তিত হইল।

হোটেলের ভিতর হইতে জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ। সে ঈষৎ মত্ত। "মা আমায় ঘুরাবি কত ?" গানটি গাহিতে গাহিতে সে উঁচু টেবিলে গিয়া কাহাকেও না দেখিয়া জোরে টেবিল চাপড়াইতে লাগিল।

মাতাল। বয়! (কোনও আওয়াজ না পাইয়া) বয়! (জোরে চাপড়াইয়া) এই বয়!

ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ।

ভৃত্য। হুজুর ?

মাতাল। কোথায় ছিলি তোরা ? চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

ভৃত্য। কি দেব হুজুর ? হুইস্কি না ব্র্যাণ্ডি ?

মাতাল। ব্র্যাণ্ডি চাই। বড় পেগ, মেপে ঠিক তিন আঙুল।

ভৃত্য ব্র্যাণ্ডি এবং সোডা দিল।

ব্যস্। একটু চানাচুর কি আলুভাজা নিয়ে আয় তো। আমি ওখানে বসছি। (পরাশরের কাছে আসিয়া) এই যে মাষ্টার মশাই, নমস্কার।

পরাশর। নমস্কার।

যাইতে উদ্যত।

মাতাল। আপনি যাচ্ছেন ?

পরাশর। হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি, আপনি বসুন।

মাতাল। একটু ব্র্যাণ্ডি খাবেন ?

পরাশর। (হাসিয়া) না, ও জিনিসটা আমি খাই না।

মাতাল। আপনার পায়ে পড়ছি মাষ্টার মশাই, একটুখানি খান।

পরাশর। না, আমি কখনও খাইনি।

মাতাল। কিন্তু খেলে ভাল করতেন। আপনার মাথা খুলে যেত। এখন যা বুঝতে পারছেন না একটু ব্র্যাণ্ডি খেলে তা জলের মত সহজ হ'য়ে যেত।

হাসিয়া পরাশরের প্রস্থান।

আমার কথা রাখলে না মাষ্টার, কিন্তু একদিন তোমারও খেতে ইচ্ছে করবে। এই বয় !

ভৃত্য। হুজুর ?

মাতাল। সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু লোকজন নেই কেন ?

গেলাসে চুমুক দিল।

ভৃত্য। ঘর বন্ধ ছিল হুজুর। থানা থেকে একজন দারোগা এসেছিল।

মাতাল। (চমকাইয়া প্রায় দমবন্ধ হইবার উপক্রম করিয়া) দারোগা ? (গেলাস ভাল করিয়া দেখিয়া) চোরাই মাল বেচিস্ না তো ?

ভৃত্য। আজ্ঞে না হুজুর। ম্যানেজার বাবুর কাছে এসেছিল।

মাতাল। কার কাছে ? নরেনের কাছে ?

ভৃত্য। হুজুর।

মাতাল। আমি বলে রাখছি ওকে একদিন জেলে যেতে হবে। ছেলেটা একটা নীতি বাগীশ। কোন মেয়ের দিকে একটু চোখ টিপলেই তেড়ে-মেরে মারতে আসে। আমার সঙ্গে একদিন হাতাহাতি হয়ে যাবে।

বাহিরের দরজা দিয়া এক যুবক এবং যুবতীর প্রবেশ।

যুবক। এখানে একটু নিরিবিলি বসবার মত জায়গা নেই।

ভৃত্য। আছে হুজুর, আপনারা এদিকে আসুন।

ভৃত্য তাহাদিগকে এক কোণে বসাইয়া কাঠের পর্দ্দা দিয়া ঢাকিয়া দিল। ভদ্রলোক তাহা লক্ষ্য করিয়া আবার গান ধরিল—"মা আমায় ঘুরাবি কত"? ভৃত্য হাসিল। কথা বলিতে বলিতে কতিপয় পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রবেশ। তাহারা টেবিলে বসিল। শুধু একটি টেবিল খালি রহিল।

১নং ব্যক্তি। এই যে দাদা, আজ খুব সকাল সকাল আরম্ভ করেছ?

মাতাল। সকাল দেখলে কোথায়? সূর্য্যি ঠাকুর অনেকক্ষণ ডুবেছেন।

ঐ ব্যক্তি। তুমি তো ব্র্যাণ্ডি নিয়ে মজে আছ। হোটেলের খবর কিছু রাখ?

মাতাল। কিসের খবর?

ঐ ব্যক্তি। ঐ দেখ, তোমরা দেখলে? ঐ ব্র্যাণ্ডিই তোমার সর্ব্বনাশ করবে। কাল থেকে হোটেলে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড, আর তুমি কিছু শোননি?

২নং ব্যক্তি। বিশেষ আর কি হয়েছে মশাই? আগে লুকিয়ে লুকিয়ে হ'ত এখন খোলা-খুলি হয় এই না তফাৎ।

মাতাল। ওঃ তোমরা সেই মেয়েটার কথা বলছ?

২নং ব্যক্তি। আজ্ঞে হ্যাঁ, তার কথাই হচ্চে, যিনি মাদ্রাজ থেকে এসেছেন এবং স্বামী নন এমন একটি লোককে স্বামী ব'লে পরিচয় দিয়েছেন, আবার তাকে রাত্রিবেলা ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন।

৩য় ব্যক্তি। (তাহার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক আছে।) কিন্তু হোটেলের ম্যানেজারের উচিত এর একটা প্রতিবিধান করা। হোটেলে অনেক

ভদ্রলোক তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়েও তো থাকেন। তাদের অবস্থা একবার ভেবে দেখুন তো।

মাতাল। তাদের স্ত্রীরাই যে বিবাহিতা স্ত্রী তার কোনও প্রমাণ আছে?

(কতিপয় লোকের হাস্য।)

৩য় ব্যক্তি। সাবধান হ'য়ে কথা বলবেন মশাই। মাৎলামোরও একটা সীমা আছে।

১ম ব্যক্তি। চুপ, চুপ। উনি এদিকেই যে আসচেন।

সকলেই দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইল। যূথিকার প্রবেশ।

যূথিকা এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া খালি টেবিলে বসিল।

ভৃত্য। (কাছে আসিয়া) হুজুর, আপনাকে কিছু দেব?

যূথিকা। হ্যাঁ, একটা সোডা নিয়ে এস।

ভৃত্য। শুধু সোডা হুজুর?

যূথিকা। (ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আচ্ছা, কিছু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এস।

ভৃত্য। (হাসিয়া) বহুত আচ্ছা হুজুর।

কতিপয় ভদ্রলোক চোখ টিপাটিপি করিল। যূথিকা মুখ ঘুরাইয়া সকলকে দেখিতে লাগিল। যাহার দিকে তাকায় সেই তাকে চোখ টিপিয়া কুৎসিত ইঙ্গিত করিতে লাগিল। যূথিকা বিব্রত হইয়া পড়িল। ভৃত্য ব্র্যাণ্ডি এবং সোডা দিয়া গেল। যূথিকা গেলাস মুখে না তুলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

আপনি যাচ্ছেন হুজুর?

যূথিকা। হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও।

যূথিকা যাইতে উগ্যত এমন সময় তিমির এবং যোগেনকে সঙ্গে লইয়া রাজাবাহাদুরের প্রবেশ। তাহারা সোজা যূথিকার কাছে আসিল।

যোগেন। (তোৎলাইয়া) যূথিকা দেবী, ইনি আমাদের রাজাবাহাদুর এ-এ-এ

তিমির তাহাকে খোঁচাইল

এঁর কলকাতায় দশবিশ খানা বাড়ি আছে কিন্তু উনি হোটেলে থাকেন লোকজনের সঙ্গে মিশবার জন্য এ-এ-এ

তিমির আবার খোঁচাইল

দেশের বাড়িতে এর অনেক হাতী আছে, ঘোড়া আছে এ-এ-এ—

রাজাবাহাদুর। (গলা পরিষ্কার করিয়া) আপনি বসুন, যূথিকা দেবী।

যূথিকা। আমার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন?

রাজাবাহাদুর। (যোগেন এবং তিমিরকে দূরে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া) প্রয়োজন বিশেষ কিছু নয়, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। মানে, একলা থাকি, দুটো কথা বলব এমন একটা লোক নেই।

যূথিকা। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

রাজাবাহাদুর। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, কথা বেশী না বললেও চলবে, এ-এ-এ আপনার একটা জিনিস রয়েছে আমার কাছে।

যূথিকা। আমার জিনিস?

রাজাবাহাদুর। হাঁ। (পকেট হইতে চুড়ি তুলিয়া) যদি কিছু মনে না করেন তো এই চুড়িগুলো আপনার হাতে পরিয়ে দিই।

যূথিকার হাত ধরিল।

যূথিকা। (হাত ছিনাইয়া লইয়া) হাত ছাড়ুন আমার।

রাজাবাহাদুর। আহা-হা-হা, যূথিকা দেবী, এই চুড়িগুলো যে আপনার।

যূথিকা। না, এই চুড়ি আমার নয়। আমি এগুলো বিক্রি করেছি।

রাজাবাহাদুর। (অভিমানের সুরে) এটা কেমন অন্যায় কথা বলুন তো। আমি থাকতে আপনাকে চুড়ি বিক্রি করতে হবে?

যূথিকা। (সন্দেহের সহিত) আপনার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

এতক্ষণে তিমির পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তিমির। সম্পর্ক নেই যূথিকা দেবী, কিন্তু করতে কতক্ষণ লাগে, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যূথিকা। (চটিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি কি বলতে চান?

তিমির। বলতে চাই যে অপূর্ব্ব বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে তো বেশীক্ষণ লাগেনি হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যূথিকা ভীত হইয়া আশ্রয় পাইবার আশায়, মাতাল ভদ্রলোকটির দিকে চাহিল। কিন্তু সে চোখাচোখি হইতেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। মর্ম্মাহত হইয়া যূথিকা বসিয়া পড়িল।

যূথিকা। আপনি চ'লে যান আমার সুমুখ থেকে।

রাজাবাহাদুর। তিমির বাবু, তুমি ওদিকে যাও।

তিমির দূরে সরিল।

যূথিকা। আপনিও চ'লে যান আমার টেবিল থেকে।

রাজাবাহাদুর। আমাকে দুটো কথা বলতে দিন, যূথিকা দেবী।

যূথিকা। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছা নেই।

রাজাবাহাদুর। তবু দুটো কথা আপনাকে শুনতে হবে। আপনি ছেলে-মানুষ সুতরাং আপনাকে লোকে ঠকাবে।

যূথিকা। আমার কিছু নেই সুতরাং ঠকবার ভয়ও আমার নেই।

রাজাবাহাদুর। (ইঙ্গিতপূর্ণ সুরে) আপনার অনেক কিছু আছে যূথিকা দেবী।

যূথিকা। আপনি আমার টেবিল থেকে চলে যান।

রাজাবাহাদুর। আমি যাচ্চি কিন্তু যাবার আগে দুটো কথা ব'লে যাব। আপনাকে লোকে ঠকাবে। উপযুক্ত দাম সকলে দিতে চাইবে না।

যূথিকা। (চটিয়া) আমি এখানে কিছু বিক্রি করতে আসিনি।

রাজাবাহাদুর। কিন্তু যার সঙ্গে আপনি বেরিয়ে এসেছেন……

যুথিকা। (বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া) আমি কারুর সঙ্গে বেরিয়ে আসিনি।

মাতাল। হো-হো-হো-হো।

যুথিকা। (কাঁদিয়া) আপনি এখান থেকে চলে যান।

তিমির। (দূর হইতে অপর একজন লোককে লক্ষ্য করিয়া) বেরিয়েই যদি না এসে থাকবে তাহ'লে নবীনবাবুর স্ত্রী হ'য়ে হোটেলের খাতায় অপূর্ব্ববাবুর স্ত্রী ব'লে নাম লেখানো কেন ?

যুথিকা। (দাঁড়াইয়া কাতরভাবে) এখানে কি এমন কেউ নেই যে এদের শাসন করতে পারে ?

৩নং ব্যক্তি যাহার সঙ্গে স্ত্রী আছে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

একটি ভৃত্য ছুটিয়া হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করিল।

৩নং ব্যক্তি। আমি আছি। আপনি আমাদের টেবিলে আসুন।

যূথিকা যাইতে উদ্যত।

তস্য স্ত্রী। (হাত ধরিয়া টানিয়া) তুমি ব'সে পড়। লজ্জা করে না তোমার একঘর লোকের সামনে একটা কুলটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলতে ?

যুথিকা থমকিয়া দাঁড়াইল।

৩নং ব্যক্তি। দেখতে পাচ্চ না মেয়েটি একা রয়েছে ?

তস্য স্ত্রী। ঘর থেকে যে বেরিয়ে আসতে পারে, সে একলা থাকতে জানে, তোমাকে তার জন্য ভাবতে হবে না।

যুথিকা। আপনি বিশ্বাস করুন, ঘর থেকে আমি অমনি বেরিয়ে আসিনি।

স্ত্রী। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিনি। তোমার সঙ্গে কথা বললেও পাপ হয়।

যূথিকা। আপনি স্ত্রীলোক হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশ করবেন না। (ইতস্ততঃ করিয়া) আমার পক্ষে আমার স্বামীর কাছে থাকা অসম্ভব হয়েছিল।

মাতাল। বেশ করেছ সুন্দরি, ছেড়ে এসে তুমি ভাল করেছ।

কতিপয় পুরুষের হাস্য।

যূথিকা। আঃ!

যূথিকা টেবিলে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

স্ত্রী। (স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া) তুমি চলে এস এখান থেকে। যত সব ন্যাকামো।

উভয়ের প্রস্থান।

ব্যস্ত ভাবে ভৃত্যের সঙ্গে পরেশের প্রবেশ।

পরেশ। কি হয়েছে? (যূথিকার কাছে আসিয়া) যূথিকা!

যূথিকা নিরুত্তর। রাজাবাহাদুর পরেশের চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল।

রাজাবাহাদুর। আ—আমি এসেছিলাম চা খেতে।

পরেশ। আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি এই টেবিলে কেন?

রাজাবাহাদুর। এই টেবিলের অপরাধ কি? পয়সা দিয়ে হোটেলে থাকি আমার যেখানে খুসি বসব।

পরেশ। না, আপনি বসবেন না। আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্চি আমার হোটেলের কোনও মেয়েছেলেকে আপনি ভবিষ্যতে অপমান করবেন না।

তিমির। মান থাকলে তো অপমান করবে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে তার আবার অপমান! হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, তুমি হাসালে দাদা।

পরেশ। সাবধান তিমির। এখানে অভদ্র ব্যবহার করলে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দেব।

তিমির। কি! আমাকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দেবে! যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা।

পরেশ। তিমির, ভাল হবে না বলছি।

রাজাবাহাদুর। কি করবেন শুনি? আপনি বেশী বাড়াবাড়ি করবেন তো হোটেলে ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।

পরেশ। আপনাদের মত চামার চ'রে বেড়াবার চাইতে ঘুঘু চরা ভাল।

জনৈক ব্যক্তি। আপনি আচ্ছা হোটেলওয়ালা তো মশাই। পয়সাও খাবেন আবার গালাগালি দিয়ে অপমানও করবেন?

মাতাল। মারো না শালাকে দুবা।

পরেশ। আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

মাতাল। আলবৎ দেখাচ্ছি, হাজারবার দেখাচ্ছি। একটা বাজে মেয়ে মানুষের হ'য়ে তুমি আমাদের অপমান করবে?

পরেশ। তোমরা কি মানুষ না জানোয়ার?

জনৈক ব্যক্তি। খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবেন।

পরেশ। খবরদার তুমি। এতগুলো জানোয়ার জুটে একটা অসহায় মেয়েকে ঘিরে ধরেছ, লজ্জা করে না তোমাদের?

মাতাল। তুমি চ্যাঁচাচ্ছ কেন? ঘিরে ধরেছি কি অমনি? রীতিমত পয়সা দিতে চেয়েছি।

তিমির। বেশ বলেছ দাদা, হো-হো-হো-হো।

পরেশ। তিমির! তুমি আমার হোটেল থেকে বেরিয়ে যাও।

তিমির। না, আমি যাব না।

পরেশ। তুমি যাবে না? আচ্ছা দেখি তোমাকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দিতে পারি কি না।

তাহার ঘাড় ধরিতে উদ্যত।

রাজাবাহাদুর। খবরদার!

পরেশ তিমিরের ঘাড় ধরিল।

পরেশ। বেরো আমার হোটেল থেকে।

মাতাল। মারো তো শালাকে এক ঘা।

পরেশকে মারিতে উদ্যত

ভৃত্য। খবরদার!

সকলেই 'খবরদার' ইত্যাদি চীৎকার করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া মারামারি করিতে লাগিল। যুথিকা ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। কয়েকজন লোক জখম হইয়া বেদনায় চীৎকার করিতে করিতে বাহিরে গেল। কেহ কেহ পুলিশ ডাকিতে লাগিল। রাজাবাহাদুর এবং অন্যান্য কয়েকজন খোঁড়াইতে লাগিল। টেবিল চেয়ার ওলট্ পালট্ হইল। ছুটিয়া পরাশরের এবং নবীনের আসার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত পক্ষ রণে ভঙ্গ দিল। দেখা গেল পরেশের কপাল বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং অন্যান্য ক্ষত-চিহ্ন-যুক্ত হইয়া তাহার মুখ বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে।

জনৈক ব্যক্তি। তোমার হোটেল না ভাঙ্গি তো আমি বাপের ছেলে নই।

অপর ব্যক্তি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিকেটিং করব। দেখব কোন্ শালা তোমার হোটেলে আসে।

পরেশ। বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে একখানা হাড়ও আজ আস্ত রাখব না।

বিপরীত পক্ষের প্রস্থান।

পরেশ যুথিকার দিকে তাকাইতেই তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া যুথিকা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। পরাশর শব্দ শুনিয়া তাহাকে দেখিয়া দ্রুত কাছে আসিল।

পরাশর। তোমার কিছু হয়নি তো মা?

যুথিকা। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) না, আমার কিছু হয় নি। আপনারা ওঁকে দেখুন।

পরাশর পরেশের কাছে গেল।

পরাশর। তোমার কপালটা একটু কেটেছে, বুকে পেটে লাগেনি তো?

পরেশ। (উল্লাসের সহিত) না, কিন্তু ওদের লেগেছে। কয়েকটাকে এমন মার মেরেছি যে আর কোনদিন মেয়েছেলের কাছে ওরা আসবে না। যত নচ্ছার বদমাইস এসে জুটেছে কলকাতায়। দুটোকে জন্মের মত খোঁড়া ক'রে দিয়েছি। যুথিকার লাগেনি তো?

সকলে যুথিকার দিকে চাহিল। যুথিকা অতিশয় উত্তেজিত ভাবে জামার অভ্যন্তর হইতে বিষের শিশি বাহির করিল এবং এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া গেলাসে বিষ ঢালিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে যখন পান করিতে যাইবে তখন বুঝিতে পারিয়া পরাশর 'যুথিকা'! বলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল কিন্তু আসিবার পূর্ব্বেই যুথিকা বিষপান করিল।

পরাশর। এ তুমি কি করলে যুথিকা?

সকলে ছুটিয়া আসিল।

পরেশ। (ভীত হইয়া) কি হয়েছে?

পরাশর আঙুল দিয়া বিষের শিশি দেখাইয়া দিল। পরেশ শিশি তুলিয়া দেখিয়া চমকাইল। পরক্ষণেই তাহার চোখে জল আসিল।

তুমি এটা খেয়েছ?

যূথিকা। (মৃদু হাসিয়া) হ্যাঁ।

পরেশ। কেন মা? কেউ ঘরে না নিলেও আমি তোমাকে নিতাম। তুমি বেঁচে ওঠ। আমার কেউ নেই, তুমি আমার কাছে থাকবে।

যূথিকা। (টলিতে টলিতে) আর ভেবে লাভ নেই, আমি যাচ্ছি।

পরেশ। না, আমি তোমাকে বাঁচাব। পরাশর, একটা ডাক্তার। নরেন, একটা ডাক্তার ডাক।

পরাশর। লাভ নেই কিছু, পরেশ, এর কোনও অষুধ নেই। এখুনি সব শেষ হ'য়ে যাবে।

পরেশ। তবু চেষ্টা কর তোমরা। (উত্তেজিতভাবে) তোমরা একটা কিছু কর। আমি ওকে বাঁচাতে চাই।

যূথিকা। (অন্ধের মত পরেশের দিকে হাত বাড়াইয়া) না আমাকে এ ভাবেই যেতে দিন। এই ভাল। (মর্ম্মবেদনার সহিত) আমি অস্পৃশ্য, আমার এই ভাল।

পরেশ তাহাকে ধরিয়া বসাইল। যূথিকা টেবিলে মাথা রাখিয়া নিস্পন্দ হইল। যোগেন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সকলেই চোখ মুছিল। শুধু পরাশর যূথিকার মাথায় হাত দিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইল।

পরাশর। যিনি তোমাকে পাঠিয়েছিলেন তুমি তাঁর কাছে যাও। তিনি তোমাকে কেন পাঠিয়েছিলেন তা আমরা জানি না। এই সংসার কোনও অধিকার তোমাকে দেয় নি, তবু—তবু—(পরেশকে দেখাইয়া) আমরা

তোমাকে চেয়েছিলাম। তোমার যাত্রাপথে আজ আমরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি।

পরেশ ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নরেন, তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি। তুমি এক্ষুণি এর বাপমাকে নিয়ে এস। পারুলকে না আনাই ভাল। যদি নেহাৎ এসে পড়ে তো এদিকে এন না।

নরেন। যে আজ্ঞে।

পরাশর। চল।

উভয়ের প্রস্থান। আস্তে আস্তে অন্যান্য সকলের প্রস্থান। পরেশ নীরবে কাঁদিতে লাগিল। কয়েক মিনিট গত হইয়াছে বুঝাইবার জন্য সিন একবার পড়িয়া আবার উঠিল। চেয়ার টেবিল ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ অগুছানো ভাবেই পড়িয়া আছে। যূথিকার মৃতদেহ সরানো হইয়াছে। শোকসন্তপ্ত চপলা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া টেবিলে যেখানে যূথিকা মাথা রাখিয়াছিল সেইখানে হাত বুলাইতেছে। টেবিলে চপলার হ্যাণ্ড-ব্যাগ পড়িয়া আছে। দূরে এক কোণে দাঁড়াইয়া মহেন্দ্র ফুপাইতেছে।

চপলা। এই ভাল। সন্তান! যেই বেদনা আমি সহ্য করেছি তার চাইতে মরে যাওয়া ভাল। যেই পাপ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম মরে গিয়ে সেই পাপ থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছ।

মহেন্দ্র। (অভিযোগের সুরে) আমি কোনও পাপ করিনি। আমিও তোমাকে ভালবেসেছিলাম।

চপলা। (কাঁদিয়া) ভালবাসার কথা তুমি ব'লো না।

মহেন্দ্র। কেন বলব না চপলা? আমার ভালবাসা কি ভালবাসা নয়?

আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম। পরেশের চাইতে আমি বলবান্ তাই আমি তোমাকে কেড়ে নিয়েছিলাম।

চপলা। তুমি দেখছ তার পরিণাম? তুমি শিখেছিলে দুহাতে কেড়ে নিতে। কিন্তু কই? তোমার সন্তানকে তো তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারলে না। অপবিত্রতাব অপমান সইতে না পেরে সে বিষ খেয়ে মরে গিয়েছে। যেই হাতে তুমি কেড়ে নিয়েছিলে সেই হাত দুটোকে ভগবান্ চূর্ণ ক'রে তোমাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন।

মহেন্দ্র। আমি এর প্রতিশোধ নেব।

চপলা। তুমি অন্ধ। তুমি প্রতিশোধ নেবে কার উপর? ভগবান্ তোমার শেষ নিশ্বাসটুকুও কেড়ে নেবেন।

মহেন্দ্র। কিন্তু আমি এখনও মরিনি। নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার আগে আমি এর প্রতিশোধ নেব। আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে কিন্তু পরেশকেও আমি সুখে ঘর করতে দেব না। আমার মেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে। আমি এমন প্রতিশোধ নেব যে পরেশের মেয়েরও বিষ খেয়ে মরে যেতে ইচ্ছে করবে।

চপলা। (বিচলিত হইয়া) তুমি কি করবে?

মহেন্দ্র। (হিংসাপূর্ণভাবে) তোমার মনে আছে আমাদের বাড়িতে সেই গোয়েন্দাটা হঠাৎ মরে গিয়েছিল?

চপলা। (চমকাইয়া) হাঁ, সে মরেছিল হার্টফেল ক'রে।

মহেন্দ্র। না, সে হার্টফেল ক'রে মরেনি। আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে তাকে বিষ দিয়ে মারা হয়েছিল।

চপলা। মিছে কথা, মহেন্দ্র, তুমি মিছে কথা বলছ।

মহেন্দ্র। না, আমি মিছে কথা বলিনি। আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে তোমাদের বিজয় অবিনাশকে বিষ দিয়েছিল।

চপলা। (চীৎকার করিয়া) না, সে তাকে বিষ দেয়নি।

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, আমি জানি, সে তাকে বিষ দিয়েছিল।

চপলা। না, সে দেয়নি। (ইতস্ততঃ করিয়া) তাকে বিষ দিয়েছিলাম আ-মি।

মহেন্দ্র। হাঃ হাঃ-হাঃ। কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না চপলা, আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে তুমি উন্মাদ।

চপলা। না, আমি উন্মাদ নই। আমি সব কথা বলতে পারব। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব যে আমি উন্মাদ নই।

মহেন্দ্র। (বিরক্ত হইয়া) আমি বুঝতে চাই না। আমি চাই প্রতিশোধ। বিজয়কে বাঁচাতে পারবে না তুমি। আমি জানি সে এক শিশি বিষ লুকিয়ে রেখে বলেছিল যে বিষের শিশি হারিয়ে গিয়েছে। সেই বিষ সে অবিনাশকে ইনজেকসন্ দিয়েছিল। আমি তা প্রমাণ ক'রে দেব।

চপলা। মহেন্দ্র তুমি জান যে বিজয় তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। তুমি জান যে বিজয় তাকে ইন্‌জেক্‌সন দিয়েছিল বাঁচাতে। তুনি জান যে বিজয় তাকে বিষ দেয়নি। বিষ দিয়েছিলাম আমি।

মহেন্দ্র। না, আমি তা জানি না। আমি শুধু জানি যে বিজয় চক্রান্ত ক'রে তাকে বিষ দিয়ে খুন করেছে। আমি আরও জানি যে এই অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।

চপলা। (ভীত হইয়া) মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, আমি তাকে ফাঁসিতে ঝুলাব। আমার সমস্ত অর্থ ব্যয় ক'রে তাকে আমি ফাঁসিতে ঝুলাব, চপলা। পরেশের সন্তানও তখন লুটাবে মাটিতে।

চপলা। (মিনতির সহিত) তুমি পারুলের সর্ব্বনাশ করবে?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, আমি করব। পারুল আমার কেউ নয়।

চপলা। না, না মহেন্দ্র, পারুল তোমাকে ভালবাসে।

মহেন্দ্র। তার ভালবাসা আমি চাই না। আমার সন্তান যেই পথে গিয়েছে—পরেশের সন্তানকেও সেই পথে যেতে হবে।

চপলা। মহেন্দ্র, আমার মিনতি, তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি।

মহেন্দ্র। না, তা হ'তে পারে না। তুমি ভিক্ষা চাইবে আমার কাছে নয়, তুমি ভিক্ষা চাইবে তোমার দেবতার কাছে যে আমাকে পথে টেনে এনেছে। তুমি ভিক্ষা চাইবে তার কাছে যেই দেবতা এই পৃথিবীতে আমার সন্তানকে একটু দাঁড়াবার স্থানও দেয়নি। কেন? (আবেগের সহিত) পৃথিবী কি এতই ভারাক্রান্ত হয়েছে যে আমার মেয়ের ভার সে সইতে পারল না? পৃথিবীতে কি বাতাস এত কমে গিয়েছে যে আমার সন্তান একটু নিশ্বাস নিতে পারল না? যূথিকাকে জন্ম দিতে কি তুমি কম ব্যথা পেয়েছিলে চপলা? আমি কি তাকে অন্য কোনও পিতার চাইতে কম ভালবেসেছিলাম? তবে কেন, কেন?

চপলা। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে পারুলকে হারিয়ে পরেশও ঠিক এমনিভাবে কেঁদেছিল। (মহেন্দ্র চমকাইল) মনে পড়ছে? (কাছে আসিয়া) আঘাত তুমি দিয়েছিলে—প্রতিঘাত তোমাকে নিতে হবে। নিষ্কৃতি তুমি পাবে না।

মহেন্দ্র। তুমি দেখবে, আমি প্রতিশোধ নেব। পরেশের মেয়েকেও আমি কাঁদাব।

চপলা। ভগবান্ তা সহ্য করবেন না, মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র। বেশ! তুমি দেখে নিও। আমি যাচ্ছি।

চপলা। (ভীত হইয়া) তুমি কোথায় যাচ্ছ?

মহেন্দ্র। আমি যাচ্ছি পুলিশে খবর দিতে।

চপলা। (ভয়ে চীৎকার করিয়া) য়্যাঁ!

মহেন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ। তোমার ভগবান্ নেই। কিন্তু আমার হাত দুটো আছে, তুমি দেখে নিও।

যাইতে উদ্যত

চপলা। (চীৎকার করিয়া) তুমি দাঁড়াও।

মহেন্দ্র। (বিরক্ত ভাবে) কি চাই তোমার ?

চপলা। তুমি একটু দাঁড়াও।

টেবিলের কাছে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাতব্যাগ খুলিয়া তাহাতে হাত ঢুকাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র। আমি আর দেরী করতে পারি না আমাকে যেতে হবে।

ব্যাগ হইতে হাত তুলিলে দেখা গেল চপলার হাতে রিভলবার।

চপলা। তোমাকে বেশী দেরী করতে হবে না মহেন্দ্র, তোমাকে আমি এখনই যেতে দেব।

মহেন্দ্র। (ভীত হইয়া) তোমার হাতে ওটা কি ? তুমি আমাকে গুলি করবে ?

চপলা। হ্যাঁ আমি তোমাকে গুলি করব।

মহেন্দ্রের কাছে আসিতে লাগিল।

মহেন্দ্র। চপলা, ভেবে দেখ, খুন করলে তোমার ফাঁসি হবে।

চপলা। ফাঁসি আমার হওয়া উচিত ছিল বিশ বছর আগে, যেদিন তোমার সঙ্গে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম।

মহেন্দ্র। ভেবে দেখ, তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে চপলা, আমাকে ভালবেসে তুমি আমার সঙ্গে এসেছিলে।

চপলা। ভালবাসার অধিকার আমার ছিল না, তাই আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

মহেন্দ্র। আমিও তোমাকে ভালবেসেছিলাম চপলা।

চপলা। কিন্তু তুমি সামান্য। আমার সন্তান, যাকে জন্ম দিতে জীবন পণ করেছিলাম, তার তুলনায় তুমি তুচ্ছ।

মহেন্দ্র। ভেবে দেখ চপলা, তোমার জন্য আমি সমাজ, সংসার সব কিছু ত্যাগ করেছিলাম।

চপলা। তবু তুমি সামান্য।

ইতস্ততঃ করিয়া মহেন্দ্র ভিতরের দরজার দিকে ছুটিল। চপলা চীৎকার করিল "সাবধান।" মহেন্দ্র কর্ণপাত না করিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল। চপলা দরজায় গিয়া গুলি করিল। আহত হইয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল। চপলা পর পর বার কয়েক গুলি করিল।

তুমি মর, মর, মর। তোমার নিশ্বাস এখানেই শেষ হ'য়ে যাক্।

বাহিরে কোলাহল হইল। চপলা চমকাইয়া টেবিলের কাছে আসিয়া হাতব্যাগ খুলিল। বাহিরের দরজা দিয়া দারোগা ছুটিয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে পিস্তল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দরজা দিয়া পরাশর, যোগেন, নরেন প্রভৃতি ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

দারোগা। খবরদার! চপলাদেবী, আপনাকে আমি খুনের দায়ে···

পরাশর। (দুই হাত ছড়াইয়া বাধা দিয়া) আঃ দারোগাবাবু, একটু সবুর কর।

দারোগা। খবরদার মাষ্টার মশাই, আমি গুলি করব।

পরাশর। কর গুলি, কিন্তু একটু পরে।

দারোগা। আসামী বিষ খাচ্ছে, আপনি পথ ছাড়ুন।

পরাশর। এই ভাল দারোগাবাবু, তাকে এইভাবেই যেতে দাও।

দারোগা নিরস্ত হইল। ইত্যবসরে চপলা ব্যাগ হইতে বিষ তুলিয়া খাইয়াছে এবং মাথায় হাত দিয়া চেয়ারে বসিয়াছে। উত্তেজিতভাবে পরেশের প্রবেশ।

পরেশ। চপলা! চপলা!

পরাশর পরেশকে ধরিল। চপলা মুখ তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল এবং পরক্ষণে টেবিলে মাথা লুটাইল। পরাশর চপলার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মাথা নাড়িল। পরেশ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং উপরের দিকে চাহিয়া চপলার আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

চপলা! তুমি একটু দাঁড়াও, তুমি একটু অপেক্ষা কর। একটু দাঁড়িয়ে তুমি শুনে যাও। আমি তোমাকে ভালবাসি (আর্ত্তনাদ করিয়া) তুমি শুনে যাও। আমি তোমাকে ভালবাসি।

"মা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পারুলের প্রবেশ। পশ্চাতে বিজয়। পরাশর তাহার পথরোধ করিল এবং তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

পরাশর। বিজয়, (ইঙ্গিত করিয়া) তুমি বলেছ?

বিজয় ইঙ্গিতে জানাইল বলিয়াছে।

এস মা, আজ এক যুগ ধ'রে পরেশ তোমার প্রতীক্ষা করছে।

পারুল কাছে আসিয়া পরেশের বুকে মাথা রাখিল। পরেশ ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরাশরের ইঙ্গিতে সকলের সন্তর্পণে প্রস্থান। পরেশ একহাতে পারুলকে বুকে জড়াইয়া ধরিল এবং অপরহাতে মৃতা চপলার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। পরাশর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নীরবে হাসিল এবং এমন ভাবে মাথা নাড়িয়া দুই হাত ছড়াইয়া ধরিল যেন জীবনের রহস্য কিছুই বুঝা গেল না।

বেদনায় বুক ভেঙ্গে যায়,
স্তব্ধ হ'য়ে যায় কণ্ঠের কলহাসি।
ঝরঝরি আঁখি ঝ'রে যায়,
অনিত্য এ জীবন, তবু তারে ভালবাসি।
হ্যাঁ, তারে আমি ভালবাসি।

যবনিকা।

এই গ্রন্থকার বিরচিত নাটক ঃ—

খুনে—রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস।

হোটেল—কিন্তু—নিরালা

প্রথম পর্ব্ব—হোটেল

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—কিন্তু

জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

তৃতীয় পর্ব্ব—নিরালা

জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

পুরোহিত (যন্ত্রস্থ) জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

সেতার (যন্ত্রস্থ) জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

রাঁচি (যন্ত্রস্থ) জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।